উজ্জীবিত ঈমানের ইতিকথা

আকরাম ফারুক

ওয়ামী বুক সিরিজ ২৬

www.nagorikpathagar.org

بسم الله الرحمن الرحيم

WAMY Book Series-29

উজ্জীবিত ঈমানের ইতিকথা

(রাসূল [সা.], সাহাবায়ে কিরাম ও অন্যান্যের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী)

আকরাম ফারুক

World Assembly of Muslim Youth (WAMY)
Bangladesh Office
House # 17, Road # 05, Sector # 07
Uttara Model Town, Dhaka-1230
Phone: 58956123

www.nagorikpathagar.org

উজ্জীবিত ঈমানের ইতিকথা
আকরাম ফারুক

প্রথম প্রকাশ
জুলাই, ২০০৮

দ্বিতীয় প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ২০১১

তৃতীয় প্রকাশ
মে ২০১৫

প্রকাশক
দাওয়াহ এন্ড এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট
ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ (ওয়ামী)
বাংলাদেশ অফিস
বাড়ী-১৭, রোড-০৫, সেক্টর-০৭
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
ফোনঃ ৫৮৯৫৬১২৩, ফ্যাক্সঃ ৫৮৯৫৩৫৪৬

মুদ্রণ
হক প্রিন্টার্স
আরামবাগ, ঢাকা

শুভেচ্ছা মূল্য
৫২ টাকা মাত্র

Ujjibito Imaner Etikatha
Akram Faruq

1st Edition
July, 2008

2nd Edition
February 2010

3rd Edition
May 2015

Published by:
Da'wah & Education Department
World Assembly of Muslim Youth (WAMY)
Bangladesh Office
House-17, Road-05, Sector-07
Uttara Model Town, Dhaka-1230
Phone: 58956123, Fax: 58953546

Print
Haque Printerts
Arambag, Dhaka

Price
Fifty Two Taka Only

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা সেই রাব্বুল আলামীনের যিনি আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা হিসেবে পয়দা করেছেন এবং আসমান ও জমিনের সকল সৃষ্টিকে মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। দরূদ ও সালাম মানবতার শ্রেষ্ঠ বন্ধু, রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য।

মানুষ সামাজিক জীব। আমরা সমাজে মিলেমিশে বসবাস করি। এখানে প্রতিনিয়ত সংঘটিত হচ্ছে এবং হয়েছে ছোট বড় বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ। এসব ঘটনা প্রবাহকে কলমের আঁচড়ে তুলে ধরতে পারলে এবং তা যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে পারলে দেখা যায় অনেকের জীবন প্রবাহে পরিবর্তন এনে দেয়- বিশেষ করে তা যদি হয় আমাদের আদর্শ-পুরুষ নবী করীম (সা.), তাঁর সাহাবী ও তাঁর আদর্শের অনুসারীদের।

আজকের শিশুরাই আগামী দিনের দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কান্ডারি। সমাজের ঘটে যাওয়া বিভিন্ন দৃশ্য তাদের হৃদয়ে দাগ কাটে এবং তারা ভাল ঘটনায় অনুপ্রাণিত হয়ে অনুকরণ করার চেষ্টা করে।

World Assembly of Muslim Youth (WAMY) বিশ্বব্যাপী তরুণ যুব সমাজের নৈতিক চরিত্র গঠনের মাধ্যমে আদর্শ নাগরিক তৈরি করে দেশ ও জাতির মহৎ কল্যাণ সাধনের নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে ওয়ামী বাংলাদেশ অফিস বিভিন্ন গঠনমূলক কাজ করছে। এরই অংশ হিসেবে 'উজ্জীবিত ঈমানের ইতিকথা' বইটি প্রকাশিত হচ্ছে। আমরা আশা করি এ সামান্য প্রকাশনার মাধ্যমে জাতি উপকৃত হবে। আল্লাহ আমাদের ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিয়ে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের পাথেয় হিসেবে এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

ডাইরেক্টর
ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ (ওয়ামী)
বাংলাদেশ অফিস

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকের কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

এ পৃথিবীতে সবচেয়ে বৈচিত্রপূর্ণ বিষয় হল আমাদের জীবন প্রবাহ। কেউ চলেছে নীতি-নৈতিকতার পথে আবার কেউ চলেছে ধ্বংসের পথে। সময়ের সাথে সাথে আমরা বাঁধ ভাঙ্গা নদীর স্রোতের মত ছুটে চলেছি জীবন পরিসমাপ্তির দিকে। আমাদের এ পৃথিবীর হাজারো কোটি মানুষের শেষ পরিণতি মৃত্যুর পথ পাড়ি দিয়ে পরকালের পানে যাত্রা। এ জীবন চলার পথে ঘটেছে এবং ঘটছে হাজারও ঘটনা প্রবাহ। এসব থেকে আমরা যেন নিতে পারি শিক্ষা তেমনি নিতে পারি জীবন বিধ্বংসী উপকরণ। তবে এসব যদি গোটা মানবতার আদর্শ-পুরুষ নবী করীম (সা.), তাঁর সাহাবী ও তাঁর আদর্শের অনুসারীদের হয়, তবে তা হবে অবশ্যই অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।

আজকের শিশুরা আগামীর ভবিষ্যৎ। তাদেরকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে হলে তাদের সামনে এমন সব ঘটনাবলীই তুলে ধরতে হবে যা তাদেরকে আলোর পথ দেখাবে, দিবে দিকনির্দেশনা সুন্দর জীবন গড়ার।

World Assembly of Muslim Youth (WAMY) Bangladesh Office শিশু কিশোরদের স্বপ্নীল জীবনের গল্প শুনাতে চায় সুন্দর, অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় বাস্তব গল্প-কাহিনীর মাধ্যমে। এ উদ্দেশ্যে দাওয়াহ এন্ড এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আকরাম ফারুক সাহেবের রাসূল (সা.), তাঁর সাহাবী ও মুসলিম মনীষীদের বিভিন্ন ঘটনাবলী নিয়ে লেখাগুলো 'উজ্জীবিত ঈমানের ইতিকথা' নামে সংকলিত করে প্রকাশ করছে।

বইটি প্রকাশনায় আন্তরিকভাবে যারা সহযোগিতা করেছেন সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই মোবারকবাদ। ওয়ামী প্রকাশিত অন্যান্য বুক সিরিজ এর মত এ গ্রন্থটি পাঠক সমাজের কাছে সমাদৃত হবে এবং সুন্দর ও সুস্থ সমাজ বিনির্মাণে যৎ-কিঞ্চিত হলেও অবদান রাখবে বলে আশা করি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমিন।

ইনচার্জ
দাওয়াহ এন্ড এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট
ওয়ামী বাংলাদেশ অফিস, ঢাকা।

www.nagorikpathagar.org

লেখকের কথা

শুধু তাত্ত্বিক শিক্ষা বিস্তার করলেই যদি আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হতো, তাহলে আল্লাহর শুধু কুরআন নাজিল করাই যথেষ্ঠ হতো। কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয় বলেই আল্লাহ নবী ও রাসূলগণের নেতৃত্বে মহান ত্যাগী ও মহৎ মানুষদের একটি বিশাল দল দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। যাঁরা দাওয়াত ও তাবলীগের পাশাপাশি নিজেদের কাজের মাধ্যমে বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে অনাগত মানবজাতির ইহকালের শান্তি ও পরকালের মুক্তির পথ দেখিয়ে গেছেন ও দীনের বিজয়কে সুনিশ্চিত করেছেন। সেই মহামানবদের জীবনের সব বাস্তব দৃষ্টান্ত শিক্ষামূলক কিসসা-কাহিনী আকারে কুরআন, হাদীস, সীরাত ও ইসলামের ইতিহাসের গ্রন্থাবলীর পাতায় পাতায় শোভা পাচ্ছে। সেই সব উদ্দীপনাময় কাহিনী অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক ও শিক্ষামূলক এবং দুর্বল ও নিস্তেজ ঈমানকে তেজোদ্দীপ্ত করার অসীম ক্ষমতার অধিকারী। এ সব সত্য ঘটনার একটি সংকলন "উজ্জীবিত ঈমানের ইতিকথা" নামে পাঠক সমাজের নিকট উপস্থাপন করতে পেরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি এবং সংকলনটির প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সেই সাথে সাইয়েদ কুতুব শহীদ, ড. মুস্তফা আস-সিবায়ী-সহ যে সকল মনীষীর গ্রন্থাবলী থেকে এসব কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে, তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মহান আল্লাহ অধমের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

আকরাম ফারুক

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

১. প্রথম ওহী প্রাপ্তির পর	১১
২. হযরত উমরের আপোষহীনতার দৃষ্টান্ত	১১
৩. সুলতান নাসির উদ্দিনের অনাড়ম্বর জীবন	১৩
৪. হযরত খাব্বাব ইবনুল আরত (রা.) এর আত্মত্যাগ	১৩
৫. ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের সিংহাসন ত্যাগ	১৫
৬. ভৃত্যের সাথে হযরত উমর	১৫
৭. যিনি জিহাদ ও হিজরত এক সাথেই করলেন	১৬
৮. ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের খোদাভীতি	১৭
৯. প্রজা হিতৈষী মু'তাসিম বিল্লাহ্	১৭
১০. ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের সততা	১৭
১১. স্বজনের সাথে হযরত আলীর আচরণ	১৮
১২. সালজুক রাজার প্রজাবাৎসল্য	১৮
১৩. সুলতান সালাহউদ্দীনের আচরণ	১৯
১৪. হযরত ওমরের অমুসলিম প্রজা হিতৈষী নীতি	১৯
১৫. উচ্চতর প্রশাসনিক পদ বন্টনে মুসলিম শাসকগণ	২০
১৬. বাহমনী রাজ্যের বৈষম্যহীন প্রশাসন	২০
১৭. স্বজন প্রীতির উচ্ছেদ: একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত	২১
১৮. গুজরাটের রাজা আহমদ শাহের জামাতা	২১
১৯. রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে আমানত হিসাবে সংরক্ষণ	২১
২০. আটলান্টিকের তীরে উকবা	২২
২১. বাদশাহ ইবনে সৌদের বিচার	২২
২২. আমীর-প্রজা পার্থক্য করা কঠিন	২৩
২৩. ঈমানের দৃঢ়তা দুনিয়ার কষ্টকে লাঘব করে দেয়	২৪
২৪. ইসলাম ছাড়া বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই	২৪
২৫. ঈমান নারী পুরুষ সবাইকে বীরে পরিণত করে	২৫
২৬. সন্তানের চেয়েও ইসলাম প্রিয়	২৬
২৭. খোদাভীরু এক কিশোরী	২৭
২৮. মুসলিম বিচারপতির সততায় ইহুদীর ইসলাম গ্রহণ	২৭

www.nagorikpathagar.org

২৯. শত্রুর সাথে হযরত মুয়াবিয়ার উদারতা ২৮
৩০. হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ও দুঃসাহসী কিশোর ২৯
৩১. ইমাম আবু হানিফার আপোষহীনতা ৩১
৩২. সাম্রাজ্যের মূল্য ৩১
৩৩. ইমাম সারাখসীর সত্যনিষ্ঠা ৩২
৩৪. আল হাকামের চৈতন্যোদয় ৩২
৩৫. হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিঃশেষিত সম্পদ ৩৩
৩৬. হযরত উমরের দান ৩৩
৩৭. হযরত উসমানের দানশীলতা ৩৪
৩৮. অভুক্ত হযরত আলীর পরিবার ৩৪
৩৯. ইমাম হুসাইনের ঋণ ৩৫
৪০. তাওয়ারেকদের প্রতিবেশী প্রীতি ৩৫
৪১. হযরত ওমরের বিচক্ষণতা ৩৬
৪২. উমরের শাসনে অমুসলিম ৩৬
৪৩. আবু বকরের ভাষণ ৩৭
৪৪. হযরত আবু বকরের শাসনের আরো কিছু নমুনা ৩৮
৪৫. হযরত ওমরের শাসনের নমুনা ৩৯
৪৬. শাসন ব্যবস্থার সংস্কারে হযরত আলী (রা.)-এর কিছু নমুনা ৪০
৪৭. ওমর ইবনে আবদুল আজিজ ও তাঁর সংস্কার পদ্ধতি ৪২
৪৮. ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা ৪৮
৪৯. আইনের চোখে সবই সমান ৪৯
৫০. সাম্যের শিক্ষা ৪৯
৫১. বিনয়ের উদাহরণ ৫০
৫২. কে বেশী সম্মান পাবার যোগ্য ৫০
৫৩. শিশুর অধিকার রক্ষার দৃষ্টান্ত ৫১
৫৪. নজীরবিহীন এক ঘটনা ৫২
৫৫. নারী শিশুর অধিকার রক্ষার আরো একটি দৃষ্টান্ত ৫৩
৫৬. ইসলামে ধর্মবৈষম্যের স্থান নেই ৫৪

www.nagorikpathagar.org

৫৭. কালো মানুষ আতা (রহ.) এর মর্যাদা ৫৫
৫৮. কনস্টান্টিনোপল বিজয়ী সুলতান মুহাম্মদের উদারতা ৫৬
৫৯. বিধর্মীদের প্রতি আব্বাসী খলিফার উদারতা ৫৭
৬০. ওহুদ যুদ্ধে আহত রাসূল (সা.) ৫৮
৬১. মক্কা বিজয়ে রাসূল (সা.) ৫৮
৬২. কালো মহিলা ফারকুনার সৌভাগ্য ৫৯
৬৩. গভর্ণর সিদ্ধান্ত পাল্টালেন ৬০
৬৪. সমরকন্দের অমুসলিমদের প্রতি আচরণ ৬০
৬৫. প্রতিশ্রুতি পালন ও সৌজন্য প্রদর্শনের নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত ৬১
৬৬. ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে মুক্ত করতে এগিয়ে এলেন শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) ৬২
৬৭. সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর মহানুভবতা ৬২
৬৮. সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদের মহানুভবতা ৬৪
৬৯. আল্লাহর ভয় ৬৫
৭০. সরকারী কোষাগারের রক্ষণাবেক্ষণ ৬৬
৭১. মুসলিম শাসকের বিনয় ৬৬
৭২. জনসেবার নমুনা ৬৮
৭৩. তুফাইল ইবনে আমর দাওসী- অপপ্রচার যাঁর কাছে বুমেরাং হলো ৬৮
৭৪. হেদায়েত করার কৌশল ৬৯
৭৫. রক্ত পিপাসু শত্রুর সাথেও আমানতদারী ৬৯
৭৬. সাহাবীর পিতৃসেবা ৭০
৭৭. আবরাহার বাহিনীর করুণ পরিণতি ৭১
৭৮. হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনা ৭৪
৭৯. হযরত হামযার লাশের অনুসন্ধান ৮৬
৮০. আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.)-এর শাহাদাত ৮৭
৮১. যিনি এক ওয়াক্ত নামায না পড়েও জান্নাতবাসী হলেন ৮৮
৮২. বীরে মাউনার মর্মবিদারী ঘটনা ৮৯

www.nagorikpathagar.org

১. প্রথম ওহী পাওয়ার পর

যেদিন রাসূল (সা.) হেরা গুহায় বসে সর্ব প্রথম ওহী লাভ করলেন, সেদিন বাড়ীতে এসে ভয়ে কাঁপতে লাগলেন এবং বাড়ীর সবাইকে বলতে লাগলেন, "আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও"।

উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (রা.) তাঁর অবস্থা দেখে কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই মনকে মজবুত করে রাসূল (সা.)-কে সান্তনা দিয়ে বললেন:

"কখনো নয়। আল্লাহর কসম, আল্লাহ আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি আত্মীয় স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, অযোগ্য ও অথর্বদের ভরণ পোষণ করেন, নিঃস্ব ও বঞ্চিতের আয় রোজগারের ব্যবস্থা করেন, অতিথির যত্ন করেন এবং বিপদ আপদে মানুষকে সাহায্য করেন"।

নবুয়্যত লাভের ১৫ বছর আগে রাসূল (সা.)-এর সাথে তাঁর বিয়ে হওয়ার পর থেকে তিনি রাসূলের এসব জনসেবামূলক কর্মকাণ্ড দেখে আসছিলেন, যা তিনি এককভাবেও করতেন, 'হিলফুল ফুযুল' সংগঠনের মাধ্যমেও করতেন। এ সব জনসেবামূলক কাজ যারা করে, তাদের কোন অপমৃত্যু বা অপমানজনক পরিণতি হতে পারে না এটা প্রাগৈসলামিক যুগেও সমাজের সৎ লোকদের ধারণা ছিল। হযরত খাদীজা (রা.) সেই ধারণারই প্রতিধ্বনি করেছেন। রাসূল (সা.) এর এক হাদীসে ঐ ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন:

"পরোপকার ও জনসেবামূলক কর্মকাণ্ড মানুষকে অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে"।

২. হযরত উমরের আপোষহীনতার দৃষ্টান্ত

একবার হযরত ওমর হজ্জ করতে মক্কায় এলেন। তিনি কা'বার চারপাশে তওয়াফ করছিলেন। তাঁর সাথে একই কাতারে তওয়াফ করছিলেন সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী প্রতিবেশী রাজ্যের এক রাজা জাবালা ইবনে আইহাম। জাবালা কা'বার চারপাশ প্রদক্ষিণ করার সময় সহসা আরেক তওয়াফকারী জনৈক দরিদ্র আরব বেদুইনের পায়ের তলে চাপা পড়ে জাবালার বহু মূল্যবান ইহরামের চাদরের এক কোণা। চাদরটি রাজার কাঁধের ওপর থেকে টান লেগে নীচে পড়ে যায়।

ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে জাবালা। লোকটির কোন ওজর আপত্তি না শুনে জাবালা তার গালে প্রবল জোরে এক চড় বসিয়ে দেয়।

www.nagorikpathagar.org

লোকটি তৎক্ষণাৎ খলিফার নিকট গিয়ে নালিশ করে এবং এই অন্যায়ের বিচার চায়। খলিফা জাবালাকে তৎক্ষণাৎ ডেকে পাঠান এবং জিজ্ঞাসা করেন যে, অভিযোগ সত্য কিনা। জাবালা উদ্ধত স্বরে জবাব দেন, 'সম্পূর্ণ সত্য। এই পাজিটা আমার চাদর পদদলিত করে আল্লাহ তা'আলার ঘরের সামনে আমাকে প্রায় উলংগ করে দিয়েছিল'। খলিফা দৃঢ়তার সাথে জবাব দেন: 'কিন্তু এটা ছিল একটা দুর্ঘটনা'।

জাবালা স্পর্ধিত কণ্ঠে বললেন, 'আমি তার পরোয়া করিনে। কা'বা শরীফের সম্মানের খাতিরে ও কা'বার চত্তরে রক্তপাত নিষিদ্ধ থাকার কারণে আমি যথেষ্ট ক্রোধ সংবরণ করেছি। নচেত ওকে আমি চপেটাঘাত নয় হত্যাই করতাম'।

জাবালা হযরত ওমরের একজন শক্তিশালী মিত্র ও ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। খলিফা তাই একটু থামলেন ও কিছু চিন্তাভাবনা করলেন। অতঃপর শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'জাবালা, তুমি নিজের অপরাধ স্বীকার করেছ। এখন বাদী তোমাকে ক্ষমা না করলে তোমাকে ইসলামী আইনের শাস্তি মাথা পেতে নিতে হবে এবং বাদীর হাতে পাল্টা একটা চপেটাঘাত খেতে হবে। স্তম্ভিত হয়ে রাজা জাবালা বললেন, 'আমি একজন রাজা। আর ও হচ্ছে একজন সাধারণ কৃষক'।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, 'তাতে কী হয়েছে? তোমরা উভয়ে মুসলিম এবং আইনের চোখে সবাই সমান।'

জাবালা বললো, 'যে ধর্মে রাজা ও একজন সাধারণ প্রজাকে সমান চোখে দেখা হয়, আমি তার আনুগত্য করতে পারিনে। ঐ চাষাটা যদি আমাকে চপেটাঘাত করে, তবে আমি ইসলাম ত্যাগ করবো'। (নাউযুবিল্লাহ)

হযরত ওমর ততোধিক কঠোর স্বরে জবাব দিলেন, তোমার মত শত জাবালাও যদি ইসলাম ত্যাগ করে চলে যায়, তবে সেই ভয়ে ইসলামের একটি ক্ষুদ্রতম বিধিও লংঘিত হতে পারে না। তোমাকে এ শাস্তি নিতেই হবে। আর এ কথাও জেনে রেখ যে, ইসলাম কাউকে জোর পূর্বক মুসলমান বানায় না। তোমাকেও বানায়নি। কিন্তু ইসলাম ত্যাগ করা সহজ নয়। মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড'।

হযরত ওমরের শেষোক্ত কথাটা শুনে জাবালা রাগে ও ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো।

হযরত ওমরের নির্দেশে বাদী তৎক্ষণাৎ জাবালার মুখে ঠাস্ করে একটি চড় বসিয়ে দিয়ে প্রতিশোধ নিয়ে নিল।

www.nagorikpathagar.org

জাবালা ক্রোধে চক্ষু লাল করে বাদীর দিকে একবার তাকালো। অত:পর রাগে গর গর করতে করতে কা'বার চত্বর ত্যাগ করে নীরবে চলে গেল। কিছুদিন পর সে ইসলাম ত্যাগ করে রোমে মারা যায়।

যতদুর জানা যায়, এরপর জাবালা ইবনে আইহাম ইসলাম ত্যাগ করে প্রাণের ভয়ে সোজা রোম সম্রাটের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং সেখানেই জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো কাটায়।

৩. সুলতান নাসির উদ্দিনের অনাড়ম্বর জীবন

সুলতান নাসির উদ্দিন একজন সাধারণ কর্মচারীর সমান বেতন নিতেন। এতে সংসারের ব্যয় নির্বাহ হতো না বলে কুরআন শরীফ হাতে লিখে বিক্রয় করতেন। ঘরে একটি চাকর চাকরানীও ছিল না। রান্না করতে গিয়ে একবার বেগম সাহেবার হাত পুড়ে গেলে কয়েকদিন পর্যন্ত সুলতান নিজেই রান্না করেন। বেগম সাহেবার অনুরোধ সত্ত্বেও কোন ভৃত্য রাখেননি। একবার ঈদের চাঁদ দেখা গেলে সুলতানের ভবন থেকে ছেলে মেয়েদের কান্নার শব্দ শোনা গেল। সুলতান খোঁজ নিয়ে জানলেন, ঈদে নতুন কাপড় কেনা হয়নি বলে ছেলে মেয়েরা কাঁদছে। তিনি তাদেরকে সান্ত্বনা দিলেন, কিন্তু কাপড় কিনে দিতে পারেননি।

৪. হযরত খাব্বাব ইবনুল আরত (রা.) এর আত্মত্যাগ

হযরত ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নগ্ন তরবারী হাতে নিয়ে যেদিন রাসূল (সা.)-কে হত্যা করতে রওনা হয়েছিলেন, সেই দিন পথিমধ্যে নিজের বোন ও ভগ্নিপতির ইসলাম গ্রহণের খবর পেয়ে সাময়িকভাবে গন্তব্য স্থান পরিবর্তন করেন এবং প্রথমে বোন ও ভগ্নিপতিকে ইসলাম গ্রহণের শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বোনের বাড়ীতে গিয়ে দেখতে পান তারা কুরআন পড়ছে। আর যে ব্যক্তি কুরআন পড়াচ্ছিল তিনি ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবী খাব্বাব ইবনুল আরত। হযরত ওমর বাড়ীতে প্রবেশ করা মাত্রই খাব্বাব প্রাণ ভয়ে আত্মগোপন করেন। কেননা বোন ভগ্নিপতি রক্তের টানে প্রাণে রক্ষা পেলেও সেদিন খাব্বাবের বাঁচার কোন আশা ছিল না ওমরের নগ্ন তরবারী থেকে। সেদিন যা হবার তা হলো। প্রথম সাক্ষাতে বোন ভগ্নিপতি কিছু মার খেলেও কুরআনের আয়াত ক'টি পড়ে তাঁর আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি রাসূলের (সা.) কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। খাব্বাবের সাথে হযরত ওমরের সেই দিন হয়েছিল প্রথম সাক্ষাত। তারপর দরিদ্র খাব্বাবের ওপর মক্কার

www.nagorikpathagar.org

কোরাইশদের আরো অনেক নির্যাতন হয়েছে। হযরত ওমর শুনেছেন। কিন্তু প্রতিকার করতে পারেননি।

কিন্তু আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে হযরত ওমরের সামনে বসে আছেন মহান ত্যাগী সাহাবী খাব্বাব। আজ ইসলাম বিজয়ী আসনে অধিষ্ঠিত। হযরত ওমর আজ মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা। তাওহীদ ও রিসালাতের সাথে সংঘর্ষে কুফর ও শিরক বিচূর্ণ হয়ে গেছে। জাহেলিয়াতের অন্ধকার দূর হয়ে ইসলামের আলোয় চারিদিক উদ্ভাসিত। কিন্তু হযরত ওমরের (রা.) প্রবল ইচ্ছা, খাববাবের সেই নির্যাতনের কাহিনীগুলো শুনবেন। তাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইসলাম গ্রহণের পর আপনার ওপর কি ধরনের নির্যাতন হয়েছে, একটু বলবেন"?

হযরত উমরের প্রশ্ন হযরত খাব্বাবকে আবার দূর অতীত টেনে নিয়ে গেল এবং মক্কার ১৩ বছরের সেই রক্তঝরা দিনগুলোকে তার চোখের সামনে হাজির করলো সে নির্যাতন ঈমান ও একীনে উজ্জীবিত মর্দে মুমিনরা ছাড়া আর কেউ তেরো বছর তো দূরের কথা, তেরো দিনও বরদাশত করতে পারতো না। হযরত খাববাব কোন্ কাহিনী দিয়ে শুরু করবেন এবং কোন্টা বাদ দিয়ে কোন্টা বলবেন, তাই ভেবে ভেবে কয়েক মুহূর্তে নিরবে কাটিয়ে দিলেন। শেষে বলতে চেয়েও বলতে পারলেন না। অবশেষে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে নিজের জামা খুলে কোমরের একটি অংশ আমীরুল মুমিনীনকে দেখালেন। জায়গাটা ছিল যখমের দাগে পরিপূর্ণ। আমীরুল মুমিনীন দেখা মাত্র চিৎকার করে বলে উঠলেন :

'আল্লাহু আকবার! এই নাকি তোমার কোমর। আমি তো আজ পর্যন্ত কোন মানুষের এমন কোমর দেখিনি'!

খাব্বাব বললেন, 'জ্বি আমীরুল মুমিনীন, কতবার যে আমাকে লোহার বর্ম পরিয়ে তপ্ত মরু ভূমিতে টেনে হিঁচড়ে বেড়ানো হয়েছে এবং কতবার যে আমার কোমরের চর্বিতে ওদের আগুন নিভেছে, তা আমি স্মরণ করতে পারি না। এরপর আল্লাহর শোকর যে, একদিন আমরা সমস্ত নির্যাতন থেকে মুক্তি পেলাম।

সহসা হযরত খাব্বাব কান্না শুরু করে দিলেন।

হযরত ওমর বললেন, 'খাব্বাব, আজ কেন কাঁদছেন'?

হযরত খাব্বাব চোখের পানি ফেলতে ফেলতে জবাব দিলেন:

www.nagorikpathagar.org

'আমি কাঁদছি এজন্য যে, জিহাদের পর জিহাদ করে বিজয় অর্জনের পর আল্লাহ আমাদের জন্য সুখ সমৃদ্ধি ও ধন দৌলতের দ্বার খুলে দিয়েছেন। আমাদের মাথার ওপর সম্মান ও মর্যাদার পতাকা উড়ছে। আমার আশংকা হয় যে, আমাদের ক্ষুদ্র সৎ কাজগুলোর প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হচ্ছে কিনা এবং আখেরাতে আমাদের খালি হাতে উঠতে হবে কিনা'।

এই নি:স্বার্থ ত্যাগী পুরুষ ইন্তিকালের সময় ওসিয়ত করেন, 'আমাকে তোমরা লোকালয়ে নয়, কুফার জংগলে কবর দিও। জংগল আমাকে ডাকছে'।

তাঁর ইন্তিকালের পর একদিন হযরত আলী তাঁর কবরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বললেন,

'আল্লাহ খাববাবের ওপর রহমত করুন। তিনি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করেন, সানন্দে হিজরত করেন, জিহাদে জীবন কাটান এবং মুসিবতের পর মুসিবত বরদাশত করেন। অথচ নিজের প্রয়োজনের চেয়ে বেশী সম্পদ যোগাড় করেননি।'

৫. ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের সিংহাসন ত্যাগ

উমাইয়া রাজবংশের রাজা সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালিকের উত্তরাধিকারী হিসেবে সিংহাসন লাভ করেন তাঁর ভ্রাতৃপুত্র ওমর ইবনে আব্দুল আযীয। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ সর্বস্তরের জনগনের এক সমাবেশ ডেকে সরাসরি জনগনের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর ও সিংহাসন ত্যাগের কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, একটি অবৈধ প্রথার অধীনে আমি ক্ষমতা লাভ করেছিলাম, তাই ক্ষমতার আসল মালিক জনগনের নিকট তা ফেরত দিলাম। জনগণ তার এই নজিরবিহীন সততার পুরস্কারও তাকে হাতে হাতেই দিয়ে দেয়, তারা তাকে সর্বসম্মতভাবে খলিফার আসনে পুনর্বহাল করে। সম্ভবত কোন রাজার স্বত:প্রবৃত্ত হয়ে সিংহাসন ত্যাগের ঘটনা ইতিহাসে এটাই প্রথম। এই অতুলনীয় ত্যাগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের কৃতিত্বের জন্যই ইসলামের ইতিহাসে তাকে পঞ্চম খলিফায়ে রাশেদা বলা হয়ে থাকে।

৬. ভৃত্যের সাথে হযরত উমর

বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় ২য় খলিফা হযরত ওমরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। পরাজিত খ্রিস্টান পক্ষ সন্ধি স্থাপনে রাজি হলো। কিন্তু শর্ত এই যে,

www.nagorikpathagar.org

খোদ হযরত ওমর এসে সন্ধিপত্র লিখবেন। সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে জেরুজালেম যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। তিনি নিজেই একজন মাত্র ভৃত্যকে সাথে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন। সারা পথে ভৃত্য ও মনিব পালা করে উঠের পিঠে আরোহন করলেন। জেরুজালেমের কাছাকাছি রাস্তায় ছিল ভৃত্যের পালা। সে অনেক পীড়াপীড়ি করেও মনিবকে লাগাম ছাড়াতে পারলো না। শহরের ফটকে খ্রিস্টান সেনাপতি, সরকারী নেতৃবৃন্দ, কর্মকর্তাবৃন্দ ও জনসাধারণ খলিফাকে অভ্যর্থনা জানাতে দাঁড়িয়েছিল। বিজয়ী বেশে খলিফা যখন ঢুকলেন, তখন তাঁর হাতে ছিল উটের লাগাম আর উটের পিঠে ছিল ভৃত্য।

৭. যিনি জিহাদ ও হিজরত এক সাথেই করলেন

হযরত সোহায়েব রুমী মদিনায় যখন হিজরত করার জন্য মক্কা থেকে ছুটে পালাচ্ছিলেন, তখন মক্কার বহু সংখ্যক লোক তাকে ধরার জন্য ধাওয়া করছিল আর বলছিল,

'আমরা তোকে কিছুতেই মদিনায় যেতে দেব না। প্রয়োজনে হত্যা করবো তবুও নয়'।

হযরত সোহায়েব সহসা থামলেন এবং পেছনে ফিরে ধাওয়াকারীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন,

'আমার যাবতীয় সহায় সম্পদ তোমাদের কাছে রেখে এসেছি। কেবল ঈমান রক্ষার জন্য তোমাদের কাছ থেকে চলে যাচ্ছি। আমার ঘর বাড়ী, জায়গা জমিন সুন্দরী দাসীগুলো সব তোমরা নিয়ে নাও। আমাকে যেতে দাও। তবুও যদি বাধা দাও, তবে আমি জীবন দিয়ে হলেও তোমাদের সাথে লড়াই করবো। কোন অবস্থাতেই মক্কায় ফিরে যাব না। তোমরা কেবল আমার লাশ নিয়ে যেতে পারবে, তাও আমার শেষ তীরটা নিক্ষেপের পর'।

একথা বলেই সোহায়েব (রা.) তীর ধনুক তাক করে রুখে দাঁড়ালো, আর যায় কোথায়। ধাওয়াকারীরা ফিরে মক্কার দিকে চম্পট দিল। সত্যের সৈনিককে তারা আর বাধা দিল না। হযরত সোহায়েব (রা.) মদিনায় পৌঁছা মাত্রই তাঁর প্রশংসা করে আয়াত নাযিল হলোঃ 'ওয়া মিনান্ নাসি মাই ইয়াশ্‌রী নাফসাহুব তিগায়া মারজাতিল্লাহ, ওয়াল্লাহু রাউফুম বিল ইবাদ' (কোন কোন মানুষ এমনও রয়েছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির বিনিময়ে নিজের জীবনকে বিক্রি করে দেয়। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল'। (সূরা বাকারা)

www.nagorikpathagar.org

'সোহায়েবকে দেখা মাত্র রাসূল (সা.) বলে উঠলেনঃ 'সোহায়েব! তুমি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় করেছ।'

৮. ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের খোদাভীতি

ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের শাসনামলের ঘটনা। একদিন তার স্ত্রী তাঁর কক্ষে এসে দেখেন, তিনি দু'হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে কাঁদছেন। স্ত্রী এভাবে কাঁদার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেনঃ

'আমাকে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর শাসক বানানো হয়েছে, অভাব, ক্ষুধা ও রোগ জর্জরিত কোটি কোটি মানুষ, এতিম, বিধবা, পথিক, এবং স্বল্প-আয় সম্পন্ন বৃহৎ পরিবারগুলোর দায়িত্ব আমার ঘাড়ে ন্যস্ত। কেয়ামতের দিন এদের কল্যাণের জন্য কি করেছি, সে সম্পর্কে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সে কথা ভেবেই কাঁদছি'।

৯. প্রজা হিতৈষী মু'তাসিম বিল্লাহ্

মু'তাসিম বিল্লাহর আমলে সেনানিবাস অবস্থিত ছিল রাজধানী বাগদাদের কাছেই। সিপাইরা ঘোড়া দাবড়িয়ে শহরে চলে আসতো। এতে মাঝে মাঝে দুর্ঘটনা ঘটতো। একবার এ ধরনের দুর্ঘটনায় কয়েকজন শহরবাসী মারা যায়। খলিফা ঈদের নামায শেষে খেলাফত ভবনের দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে নগরবাসীরা তার ঘোড়া থামিয়ে ঐ ঘটনার জন্য নালিশ করে। খলিফা তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার মুখ বাগদাদের বাইরের দিকে ফিরিয়ে দেন। তিনি শহর থেকে অনেক দূরে গিয়ে সেনানিবাস স্থাপনের জন্য একটি নতুন জায়গা নির্ধারিত করেন। এরপর সেনানিবাস স্থানান্তরের নির্দেশ জারী করে বাড়ী যান।

১০. ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের সততা

তাঁর শাসনকালের আর একটি ঘটনা। রাত্রে আলো জ্বালিয়ে তিনি সরকারী নথিপত্রের কিছু কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। এ সময় এলেন তাঁর চাচাতো ভাই তার সাথে একটা জরুরী পরামর্শ করতে। খলিফা তাকে বসতে বললেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, 'যে বিষয়ে তুমি পরামর্শ করতে এসেছো, তা কি ধরনের, ব্যক্তিগত না সরকারী? সে বললো, 'আমার পারিবারিক ব্যাপারে আপনার সাথে পরামর্শ করতে চাই'। এ কথা শুনেই তিনি বাতি নিভিয়ে দিলেন।

www.nagorikpathagar.org

এরপর বললেন, 'বল, কি ব্যাপার'? তার ভাই বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আলো নিভিয়ে দিলেন কেন'? তিনি জবাব দিলেন আমাদের একটি পারিবারিক বিষয়ে কথা বলার জন্য বাইতুলমালের টাকায় কেনা তেল দিয়ে বাতি জ্বালিয়ে রাখা সম্ভব নয়'।

১১. স্বজনের সাথে হযরত আলীর আচরণ

হযরত আলীর শাসনামলে ঘটনা। ছোট ভাই হযরত আকীলের স্ত্রী স্বামীকে বললেন, 'আমাদের যে সরকারী ভাতা দেয়া হয়, তাতে তো নুন আনতে পান্তা ফুরানোর মত অবস্থা। খলিফা তো আপনার সহোদর ভাই। তাকে বলে কয়ে ভাতাটা একটু বাড়িয়ে নিন'। হযরত আকীল বললেন, ঠিক আছে একদিন খলিফাকে দাওয়াত করে খাওয়াবো, তখন কথাটা বলবো। সেই মোতাবেক খলিফাকে দাওয়াত করা হলো। খাওয়ার সময় আকীলের স্ত্রী পর্দার আড়াল থেকে অনুযোগ করলেন যে সরকারী ভাতায় সংসার চালানো যাচ্ছে না। হযরত আলী বললেন, তাহলে তোমরা আমাকে দাওয়াত খাওয়ালে কিভাবে? তিনি বললেন, প্রতিদিন একমুঠু আটা সঞ্চয় করে রাখি, তা দিয়েই...।

হযরত আলী বললেন, তা হলে তো দেখা যাচ্ছে, একমুঠু আটা কম হলেও তোমার সংসার চলে যায়'।

এরপর থেকে তার দৈনিক ভাতা থেকে একমুঠু আটা কমিয়ে দেয়া হলো।

ক্ষমতার মসনদে বসে সততা ও ন্যায়নীতির এ দৃষ্টান্ত শুধু যে ইসলামের প্রাথমিক যুগেরই বৈশিষ্ট্য ছিল তা নয়–বরং প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক মুসলিম শাসকদের মধ্যে এর উজ্জ্বল উদাহরণ বিদ্যমান।

১২. সালজুক রাজার প্রজাবাৎসল্য

সালজুক রাজা মালিক শাহ ঘোড়ায় চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তখন দু'জন কৃষক তাঁর ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে তাকে থামায়। তারা নালিশ করে যে, আপনার অমুক কর্মচারী আমাদের সমস্ত সহায় সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে। মালিক শাহ তৎক্ষণাৎ ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন এবং কৃষকদ্বয়কে সাথে নিয়ে স্বীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনি যাতে মজলুমদের সাহায্য করতে এবং জালেমদের শাস্তি দিতে পারেন, সে জন্যই শাসন ক্ষমতা আপনার কাছে তুলে দিয়েছি'। প্রধানমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ কৃষকদ্বয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে

www.nagorikpathagar.org

সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে গ্রেফতার করিয়ে আনলেন এবং সকল অপহৃত জিনিসপত্র ফেরত দিলেন।

মুসলিম শাসকদের এই ন্যায়নীতি ও সদাচার শুধু যে অনুগত মুসলিম প্রজাদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল, তা নয় বরং কট্টর দুশমন ও অমুসলিম প্রজাদের সাথেও এ ধরনের আচরণের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

১৩. সুলতান সালাহ্ উদ্দীনের আচরণ

খ্রিস্টান জগতের সাথে মুসলিম শাসকদের দীর্ঘস্থায়ী ক্রুসেড যুদ্ধ চলাকালে একটি রণাঙ্গনে সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর সৈন্যেদের হাতে একটি শিশু ধরা পড়ে। শিশুর মা ছিল খ্রিস্টান শিবিরে। সন্তানের অবস্থান জানার পর সে শিবির থেকে বেরিয়ে সোজা মুসলিম শিবিরে গিয়ে সুলতানের কাছে সন্তানকে ফেরত চাইলো। সুলতান মা ও শিশুকে প্রহরা দিয়ে একটি ঘোড়ায় চড়িয়ে নিরাপদে শত্রু শিবিরে পাঠিয়ে দিলেন।

একই রাষ্ট্রের শাসক গোষ্ঠীকে যখন ভিন্ন ধর্ম, বর্ণ বা ভাষা অবলম্বী সম্প্রদায়ের ওপর কর্তৃত্ব চালাতে হয়, তখন শাসকদের ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফ সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। এ পরীক্ষায় অন্য যে কোন জাতির তুলনায় মুসলিম শাসকগণ সর্বাধিক দক্ষতা ও নিপুণতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

১৪. হযরত ওমরের অমুসলিম প্রজা হিতৈষী নীতি

একবার হযরত ওমর কোন এক বাজারে ছদ্মবেশে ঘুরছিলেন। তিনি এক বৃদ্ধ ইহুদীকে সেখানে ভিক্ষারত দেখতে পেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তার কাছে ছুটে গেলেন এবং তার খবরাদী জিজ্ঞাসা করলেন। ইহুদী বৃদ্ধ জানালো যে, তাঁর থাকার মত কোন সহায় সম্বল না থাকায় সে ভিক্ষাবৃত্তির পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। হযরত ওমর তাকে নিয়ে সরাসরি বাইতুলমাল সচিবের কাছে গেলেন এবং তার নামে আমৃত্যু মাসিক বৃত্তি নির্ধারণের নির্দেশ দিয়ে বললেন, এটা কোন মতেই সমীচীন হতে পারে না যে, একজন অমুসলিম প্রজা যৌবনে জিযিয়া দিয়ে আমাদের নিরাপত্তায় অবদান রাখবে, অথচ বার্ধক্যে আমরা তার জীবিকার ব্যবস্থা না করে অসহায় ছেড়ে দেবো।'

www.nagorikpathagar.org

১৫. উচ্চতর প্রশাসনিক পদ বন্টনে মুসলিম শাসকগণ

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যে অংশটাকে আইনের শাসন ও সাংবিধানিক শাসনের যুগ বলা হয়। সেই যুগেই ইংরেজরা আমাদের উপমহাদেশ শাসন করে। তারা বড় গলা করে বলতো যে, আমরা বাঘ ও ছাগলকে এক ঘাটে পানি খাইয়েছি। অথচ খোদ ইংরেজ জাতির সাথে এ দেশীয়দের এমন বৈষম্য চালু ছিল যে, সকল উচ্চতর প্রশাসনিক পদে ইংরেজদেরই দখলে ছিল। ঘটনাক্রমে কোন উচ্চপদে ইংরেজ ও ভারতীয় উভয়ে নিযুক্ত হলেও উভয়ের বেতন ও গ্রেডে ছিল আকাশ পাতাল ব্যবধান।

অথচ মুসলিম শাসকরা নিজ দেশে বসবাসরত অমুসলিমদের সাথে যে আচরণ করেছেন, এক কথায় তাকে ইতিহাসের বিস্ময় বলা যায়। ভারতবর্ষে তারা এমন একটি জাতির সংস্পর্শে এসেছিল, যারা মুসলমানদেরকে 'ম্লেচ্ছ' তথা অস্পৃশ্য আখ্যা দেয়। তারা এমন আচরণ করে যে, মুসলমানরা শুধু ছুঁয়ে দিলেই তাদের খাবার জিনিস নাপাক হয়ে যেত। এমন কি খাদ্যে মুসলমানদের ছায়া পড়লেও তা ছুড়ে ফেলে দেয়া হতো। এহেন দেশে মুসলিম রাজারা যখন রাজত্ব শুরু করলেন, তখন হিন্দু জমিদার ও রাজাদেরকেও তাঁরা দরবারে মুসলিম সভাসদদের পাশেই বসতে দিতেন। সেকেন্দার লোদীর আমলে সকল হিন্দুদের জন্য সকল প্রশাসনিক পদ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। সম্রাট শের শাহের আমলের অর্থমন্ত্রী টোডর মল্ল এবং আদিল শাহের প্রধান সেনাপতি হিমু উভয়েই হিন্দু ছিল। সম্রাট আকবরের আমলে আরো এক ধাপ সামনে অগ্রসর হয়ে যে সব পদ শুধুমাত্র রাজ পরিবারের মধ্যে সীমিত ছিল, তাও হিন্দুদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয় এবং এই ধারা মোগল শাহীর পতনকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

১৬. বাহমনী রাজ্যের বৈষম্যহীন প্রশাসন

মুহম্মদ তুগলকের আমলে যখন জাফরখান বাহমনী সাম্রাজ্যের পত্তন করেন, তখন জাফরখান নিজে ফার্সীভাষী ও ইরানী হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু প্রজাদের সুবিধার্থে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করেন। আর এই সাম্রাজ্যের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী ছিলেন হিন্দু। পরে বাহমনী সাম্রাজ্য পাঁচটি মুসলিম রাজ্যে বিভক্ত হলে সেখানেও উচ্চতর পদবন্টনে যোগ্যতাই একমাত্র মাপকাঠি ছিল। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন বৈষম্য ছিল না। হায়দারাবাদ দাক্ষিণাত্যে তো চান্দুলাল নামক এক হিন্দু প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

১৭. স্বজন প্রীতির উচ্ছেদঃ একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত

একবার খলিফা মামুনুর রশীদের আমলে এক বৃদ্ধা খলিফার দরবারে নালিশ করলো যে, শাহজাদা আব্বাস তার জমি দখল করেছেন। মামুন আব্বাসকে দরবারে হাজির করলেন এবং তাকে বৃদ্ধার পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে উভয়ের জবানবন্দী নিলেন। আব্বাস অত্যন্ত ইবনেয়ের সাথে মৃদু ভাষায় কথা বলছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধা উচ্চকণ্ঠে কথা বলছিল।

উজীর বৃদ্ধাকে বললো, 'খলিফার সামনে উচ্চস্বরে কথা বলা বেআদবী'। কিন্তু মামুন বাধা দিয়ে বললেন, 'ওকে স্বাধীনভাবে বলতে দাও। সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকার কারণে বৃদ্ধা বড় গলা করে কথা বলতে পারছে। আর অন্যায় পথ অবলম্বনের কারণে শাহজাদার স্বর চুপসে গেছে'।

উভয়ের বক্তব্য শোনার পর খলিফা বৃদ্ধার পক্ষে রায় দিলেন এবং জমি ফেরত দিতে আব্বাসকে নির্দেশ দিলেন।

১৮. গুজরাটের রাজা আহমদ শাহের ন্যায় পরায়ণতা

গুজরাটের রাজা আহমদ শাহের জামাতা যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা ও ধন-সম্পদের অহংকারের বশে এক দরিদ্র লোককে হত্যা করে। রাজ পরিবারের লোকেরা নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদেরকে টাকা পয়সা দিয়ে ক্ষতিপূরণ দিয়ে আপোষ করিয়ে দেয়। আহমদ শাহ যখন ব্যাপারটা জানতে পারলেন তখন উত্তরাধিকারীদেরকে ডাকালেন এবং নিজেই ঘটনার তদন্ত করে জামাইকে ফাঁসি দিলেন। ফাঁসির মঞ্চে তার লাশ একদিন একরাত পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা হয়, যাতে অন্যদের শিক্ষা হয়।

অন্দর মহলে গুঞ্জন চললো। বেগম সাহেবা বললেন, আপনি তো টাকা পয়সা দিয়ে ক্ষতিপূরণ দিতে পারতেন। আহমাদ শাহ ক্রুদ্ধস্বরে জবাব দিলেন, 'এতে করে রাজ পরিবারের যুবকরা এবং আমীর-ওমরারা প্রজাদের খুন হালাল করে ফেলবে এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ক্ষতিপূরণ দিতে থাকবে। শরিয়তে এমন সুযোগ সৃষ্টির অবকাশ নেই'।

১৯. রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে আমানত হিসাবে সংরক্ষণ

ওসমানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা উসমান সারা জীবন নিতান্ত মামুলী ও ছোটখাট একটি জীর্ণ কুটিরে বাস করতেন। সব কিছুর বিচারেই তিনি একজন সাধারণ প্রজার সমমানে জীবন যাপন করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর একটি মাত্র পাগড়ী,

www.nagorikpathagar.org

কাঠের একটি পেয়ালা, দুটো চামচ, একটি নিমকদান এবং একটি হাঁড়ী ছাড়া তাঁর আর কোন সম্পত্তি ছিল না।

২০. আটলান্টিকের তীরে উকবা

সমগ্র উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা তখন রোম সাম্রাজ্যের অধীনে। পাষাণ হৃদয় রোমকদের শাসনে জনগণ ধুঁকে ধুঁকে মরছিল।

তারা দীর্ঘকাল যাবত রোমকদের শোষণ নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করছিল। কিন্তু ক্রমেই তা বহুগুণ বেড়ে যেতে লাগলো এবং জনগনের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হলো। অনন্যোপায় হয়ে তারা তৎকালীন মুসলিম জাহানের শাসক হযরত আমীর মুয়াবিয়ার কাছে আবেদন জানালো তাদেরকে রোমকদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য।

হযরত মুয়াবিয়া হযরত উকবা ইবনে নাফে'র নেতৃত্বে একটা সেনাবাহিনী পাঠালেন। তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে স্থানীয় রোমক শাসকদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালালেন। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে রোমকরা ধ্বংস হয়ে গেল।

কিন্তু পার্শ্ববর্তী দেশ মরক্কো তখনো বিজিত হয়নি। রোমকরা মরক্কো থেকে হামলা চালাতে লাগলো উকবার দখলীকৃত অঞ্চলে। তাই উকবা বাধ্য হয়ে রোমকদের ঐ শক্ত ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হলেন। রোমকরা তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারলো না। উকবা রোমকদের অবস্থান তছনছ করে আটলান্টিকের তীরে গিয়ে উপনীত হলেন।

আটলান্টিকের বিশাল জলরাশি উকবার অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিল। তবুও তিনি সমুদ্রের কোমর সমান পানিতে কিছু দূর ঘোড়া নামিয়ে দিয়ে হাত তুলে বললেন, 'হে আল্লাহ! এই মহাসমুদ্র পথ আটকে না দিলে আমি তোমার নামের মাহাত্ম্য ঘোষণা করতে এবং তোমার শত্রুদেরকে ধ্বংস করতে আরো বহু দূর চলে যেতাম'।

সমুদ্র যেন ক্ষণিকের জন্যে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর এই অসম সাহসী মুসলিম বীরের পদতলে তার ফেনারাশিকে ছুড়ে দিয়ে অভিবাদন জানালো।

২১. বাদশাহ ইবনে সৌদের বিচার

বাদশা ইবনে সৌদ দরবারে বসে আছেন। দরবারে পিনপতন নীরবতা। সহসা এক মহিলা চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির। সে তার স্বামীর হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড দাবী করলো।

www.nagorikpathagar.org

বাদশাঃ তোমার স্বামী কিভাবে খুন হলো? খুলে বলো।

আগন্তুক মহিলাঃ (তার সাথে আগত এক ব্যক্তিকে দেখিয়ে) এই ব্যক্তি একটা খেজুর গাছে চড়ে খেজুর পাড়ছিল। আমার নিরপরাধ স্বামী শান্তভাবে নীচে বসেছিল। সহসা এই লোকটা গাছের ওপর থেকে তার ওপর পড়ে গেল এবং তার ঘাড় ভেঙ্গে দিল। আমার স্বামী এতে মারা গেল। এখন আমি অসহায় বিধবা। তদুপরি আমার এতীম ছেলেমেয়েদের লালন পালনের বোঝা আমার ঘাড়ে পড়েছে। এখন আমি কী করি? (আবার কান্না)

বাদশাঃ খুবই দুঃখজনক ব্যাপার। তবে সে কি ইচ্ছে করে তোমার স্বামীর ওপর পড়েছে, না দুর্ঘটনাক্রমে?

আগন্তুক মহিলাঃ তা আমি জানি না। আমার স্বামী তো মারা গেছে। যেভাবেই পড়ে থাকুক, আমার স্বামীর মৃত্যুর জন্য ঐ ব্যাটাই দায়ী। আমি কোন কথা শুনবো না। আমি ওকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেব।

বাদশাঃ আমি যদি তোমাকে কিছু ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেই, তবে তুমি কি তা নেবে, না কি তুমি ওকে হত্যা করতেই বদ্ধ পরিকর?

আগন্তুক মহিলাঃ আমি চাই কুরআনের আইন অনুসারে বিচার। কুরআনের আইন অনুসারে ওকে আমার হাতে সোর্পদ করুন। আমি ওকে হত্যা করবো।

বাদশাঃ (একটু চিন্তা করে) ঠিক আছে, তাই হবে। তুমি ওকে হত্যা করতে পারবে। তবে হত্যা করার পদ্ধতিটা কিন্তু একই রকম হতে হবে। সে যেভাবে তোমার স্বামীকে হত্যা করেছে, তুমিও সেভাবেই করবে। চল্লিশ ফুট উঁচু ঐ খেজুর গাছটার মাথার ওপর তুমি আরোহণ করবে। এই লোকটাকে গাছের গোড়ায় বেঁধে রাখা হবে। তখন ওপর থেকে তুমি ওর ঘাড়ের ওপর পড়বে। যাও, প্রতিশোধ নাও। তোমার স্বামীর হত্যাকারীকে হত্যা কর। নচেত তোমাকে ক্ষতিপুরণ নিতেই রাযী হতে হবে।

বাদশাহর রায় শুনে মহিলা ক্ষতিপূরণ নিয়ে চলে গেল।

২২. আমীর-প্রজা পার্থক্য করা কঠিন

মাদায়েনের মুসলিম গভর্ণর হযরত সালমান ফারসী (রা.) প্রজাদের অবস্থা দেখাশুনার জন্য বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তবে তার পরনে এমন পোশাক ছিল যে, দেখে একজন সাধারণ শ্রমিক বলে মনে হয়। ঐ সময়ে মাদায়েনে একটা বড় রকমের মেলার আয়োজন চলছিল। ব্যবসায়ীরা মেলায় পণ্যদ্রব্য

www.nagorikpathagar.org

নিয়ে যাচ্ছিল। সহসা একটা বাণিজ্যিক কাফেলা এসে থামলো। কাফেলার ব্যবসায়ীরা মালপত্র বহণ করার জন্য হন্তদন্ত হয়ে একজন মুটে খুঁজছিল। সামনেই হযরত সালমান ফারসীকে দেখে ব্যবসায়ীরা তাকে ডাকলো। উনি কাছে আসতেই তারা মালপত্রের ব্যাগ ঝটপট তার ঘাড়ে তুলে দিল।

পথিমধ্যে কিছু লোক তাঁকে দেখে চিনে ফেলে। তারা বললো, 'আরে ইনিতো মাদায়েনের গভর্ণর সালমান ফারসী'। আর যায় কোথায়। কথাটা শোনা মাত্রই ব্যবসায়ীরা হাতজোড় করে মাফ চাইতে লাগলো। হযরত সালমান ফারসী বললেন, 'এতে অসুবিধা কোথায়? আমি তোমাদের মালপত্র গন্তব্যে পৌঁছে দিলে দোষ কী? গভর্ণর হয়েছি কিসের জন্য'?

ব্যবসায়ীরা জবাব দেয়ার কোন ভাষা খুঁজে পেল না। তারা ব্যাগ-ব্যাগেজ ঘাড়ে নিয়ে হযরত সালমানকে সালাম করে নীরবে বিদায় নিল।

২৩. ঈমানের দৃঢ়তা দুনিয়ার কষ্টকে লাঘব করে দেয়

ইসলামের প্রথম শহীদ ছিলেন হযরত সুমাইয়া ও তাঁর স্বামী ইয়াসার। তাঁদের উভয়ের শাহাদাতের প্রাক্কালে যখন তাদের ওপর নিষ্ঠুরতম নির্যাতন চালানো হচ্ছিল। আর তাদের একমাত্র ছেলে আম্মার (রা.) কেও মারতে মারতে আধমরা করে ফেলা হচ্ছিল, তখন এই তিনজনই সহসা আনন্দে মুচকি হেসে দিলেন। এর একমাত্র কারণ ছিল, একটু আগেই রাসূল (সা.) তাদের কাছ দিয়ে বলতে বলতে যাচ্ছিলেন,

'সাবরান ইয়া আলা ইয়াসার, ফাইন্না মাওয়িদাকুমুল জান্নাহ'।

(ধৈর্য ধারণ কর হে ইয়াসার পরিবার, তোমাদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।)

বৃদ্ধা সুমাইয়া (রা.) ও বৃদ্ধ ইয়াসার (রা.)-এর কিছুক্ষণ পরই 'আল্লাহর কসম, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়' বলতে বলতে শহীদ হয়ে গেলেন। তরুণ ছেলে আম্মার (রা.)-পরবর্তীকালে মদিনায় হিজরত করেন ও জিহাদ করে শাহাদাত বরণ করেন। মসজিদে কোবা নির্মাণকালে তিনিই সর্বপ্রথম পাথর বহন করেন।

২৪. ইসলাম ছাড়া বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই

হযরত খুবাইব ইবনে আদী আনসারী (রা.) বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। যুদ্ধের ময়দানে তাঁর হাতে মক্কার কয়েকজন কাফের নিহত হয়। যুদ্ধের শেষে তিনি কাফেরদের হাতে বন্দী হয়ে মক্কায় নীত হন। সেখানে এক ব্যক্তি তাঁকে

www.nagorikpathagar.org

আশী দীনারে কিনে নেয়। এই ব্যক্তির ভাই বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল এবং সে তার প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে হযরত খুবাইবকে কিনেছিল। শাহাদাতের পূর্বে যে ক'দিন সময় পেয়েছিলেন, হযরত খুবাইব সর্বক্ষণ কুরআন তেলাওয়াত করে কাটাতেন এবং রাতের শেষ ভাগে তাহাজ্জুদে মগ্ন থাকতেন। যখন তাকে শহীদ করার জন্য বধ্যভূমিতে নেয়া হচ্ছিল, তখন তিনি মাত্র দু'রাকাত নামায পড়ার অবকাশ প্রার্থনা করেন। নামায শেষে তিনি বলেন: 'আল্লাহর কসম, তোমরা যদি না ভাবতে যে, মৃত্যুর ভয়ে খুবাইব নামাযকে দীর্ঘায়িত করছে, তাহলে আমি জীবনের এই শেষ নামাযটা অনেক লম্বা করে পড়তাম'।

কোরাইশ খুনীরা হত্যার পূর্বে তাকে বললো, 'তুমি ইসলাম ত্যাগ করলে তোমাকে আমরা প্রাণ ভিক্ষা দিতে পারি'। হযরত খুবাইব জবাবে বললেন: 'আমি তোমাদের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইনি। তাছাড়া ইসলাম ত্যাগ করে বেঁচে থাকার আমার প্রয়োজন নেই। শুধু প্রাণ কেন, সারা দুনিয়ার ধন-সম্পদও যদি দাও, তবু ইসলামের ন্যায় সম্পদ আমি কখনো ত্যাগ করবো না'।

এরপর কোরাইশদের খুনীরা বর্শা দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে তাকে শহীদ করে দেয়।

২৫. ঈমান নারী পুরুষ সবাইকে বীরে পরিণত করে

বীরত্ব মুসলিম জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আখেরাতে দৃঢ় বিশ্বাস মুমিনের অন্তরে এমন সাহস ও শৌর্যবীর্যের জন্ম দেয়, যা কোন অবস্থায় নমনীয় হয় না। এর ফলে সে ইসলামের জন্য যে কোন বাধাবিঘ্ন ও বিপদ মুসীবতকে হাসি মুখে মোকাবিলা করে। মুমিনের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর জন্য সৎকাজের অবকাশ আর মৃত্যু তার দুনিয়ার দু:খ কষ্ট থেকে অব্যাহতি লাভের নিশ্চয়তা দেয়। এ ব্যাপারে নারী ও পুরুষে কোন ভেদাভেদ নেই। সত্যের পথে একজন পুরুষ মুজাহিদ যেরূপ নির্ভীকতার সাথে লড়াই করে, একজন মুসলিম নারীও তদ্রুপ দ্বিধাহীন চিত্তে নিজ দায়িত্ব পালন করে।

হযরত খানসা (রা.) জাহেলী যুগে আরবের নামকরা মহিলা কবি ছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর জন্মগত কবি প্রতিভা আরো শাণিত হয়। যে কাদেসিয়ার যুদ্ধ ইরানের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছিল এবং তাকে চিরদিনের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করেছিল, তাতে হযরত খানসা (রা.) তার চারটি ছেলে সহ অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

যেদিন সকালে এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার কথা, তার আগের দিন রাতে এই বীরাঙ্গনা মহিয়ষী নারী তাঁর চার ছেলেকে সম্বোধন করে এক আবেগময় ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন :

'হে আমার প্রিয় ছেলেরা, তোমরা নিজ ইচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছ ও হিজরত করেছ। মনে রেখ, তোমরা যেমন আমার মত এক মুমিন মায়ের সন্তান, তেমনি একজন মুসিলম পিতার সন্তান। আমি তোমাদের পিতার সাথে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করিনি, তাকে অপমানিত করিনি এবং তোমাদের বংশ মর্যাদাকে কখনো কলঙ্কিত করিনি।

কাফেরদের সাথে লড়াই করাতে আল্লাহ্ কত সওয়াব রেখেছেন, তা তোমাদের অজানা নয়। মনে রেখ, এই নশ্বর জগতের তুলনায় আখেরাতের সেই সম্পদ বহুগণ শ্রেয়।

কাল যখন যুদ্ধ শুরু হবে, তোমরা সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য কামনা করে আল্লাহর দুশমনদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। যে দিকে সবচেয়ে বেশী সংঘর্ষ চলে, তোমরা চার ভাই সেদিকেই এগিয়ে যাবে এবং শত্রু বাহিনীর সেনাপতিকে লক্ষ্য করে আক্রমণ চালাবে। যাও, আল্লাহ তোমাদের রক্ষক ও সাহায্যকারী হোন। হয় গাজী নতুবা শহীদ হয়ে ফিরে এস'।

পরদিন তুমুল যুদ্ধ হলো। হযরত খানসার চার ছেলেই মায়ের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন এবং বীরের মত যুদ্ধ করে চার জনই শহীদ হয়ে গেলেন।

বীরাঙ্গনা মা চার ছেলের শাহাদাতের খবর শুনে তৎক্ষণাৎ সিজদায় গিয়ে আল্লাহর শোকর আদায় করলেন।

২৬. সন্তানের চেয়েও ইসলাম প্রিয়

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের ছেলে আব্দুর রহমান বদর যুদ্ধে কাফেরদের পক্ষে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। তিনি তখনও পর্যন্ত মুসলমান হননি। যুদ্ধের ময়দানে মাঝে মাঝে হযরত আবু বকর তার তরবারীর নাগালে এসেছিলেন। কিন্তু পিতৃবাৎসল্যের কারণে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।

একদিন মদিনায় রাসূল (সা.)-এর সাহাবীদের এক বৈঠকে বিভিন্ন যুদ্ধের পর্যালোচনা চলছিল। বদর যুদ্ধের প্রসঙ্গ উঠলো। তখন হযরত আব্দুর রহমান ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি হযরত আবু বকরকে (রা.) বললেনঃ 'আব্বা,

www.nagorikpathagar.org

আপনি বদরে কয়েকবার আমার সামনে পড়েছিলেন। কিন্তু আমি তৎক্ষণাৎ অন্যত্র সরে গিয়েছি।' হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, তবে তোমার বরাত ভাল যে, আমার সামনে পড়নি। পড়লে আমি আল্লাহর মোকাবিলায় পুত্র স্নেহের তোয়াক্কা করতাম না। কেননা, একজন মুমিনের কাছে সন্তানের চেয়ে ইসলাম বড়। ইসলামের পথে কোন আত্মীয়তা বা রক্তসম্পর্ক বাধা হয়ে দাঁড়াক তা সে বরদাশত করতে পারে না।

২৭. খোদাভীরু এক কিশোরী

হযরত ওমর ফারুক (রা.) স্বীয় খেলাফতকালে গভীর রাতে ঘুরে ঘুরে প্রজাদের অবস্থা পর্যপেক্ষণ করতেন। একদিন রাতে মদিনার ওলি-গলিতে ঘুরছিলেন। ক্রীতদাস আসলাম তাঁর সাথে ছিল সহসা শুনতে পেলেন পথি পার্শ্বের এক ঝুপড়ি থেকে আওয়াজ ভেসে আসছে। এক মহিলা তার মেয়েকে বলছিল, 'দুধের সাথে কিঞ্চিৎ পানি মিশিয়ে দিস। তাহলে আয় রোজগার একটু বাড়বে'।

মেয়ে জাবাব দিল, আমীরুল মুমিনীন আদেশ জারী করেছেন যে, দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রি করো না। মহিলা বললো, এখানে তো আমীরুল মুমিনীনও নেই, তাঁর ঘোষণাকারীও নেই। মেয়ে বললো, আমরা আমীরুল মুমিনীনের সামনে আনুগত্যের শপথ নেব, আর তার অসাক্ষাতে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবো এটা তো ন্যায় সংগত নয়'।

এই কথোপকথন শুনে হযরত ওমর স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি এই কিশোরীর সততা ও ন্যায় নিষ্ঠতায় অভিভূত হলেন এবং নিজের ছেলে আসেমের সাথে তার বিয়ে দিলেন। এই মেয়ের গর্ভেই জন্ম নিয়েছিল পঞ্চম খলিফায়ে রাশেদ হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের মা উম্মে আসেম।

২৮. মুসলিম বিচারপতির সততায় ইহুদীর ইসলাম গ্রহণ

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা.) সিফফীন যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু অনেক খোঁজাখুজি করেও তিনি নিজের বর্মটার সন্ধান পেলেন না। যুদ্ধ করে ফেরার পর বর্মটা এক ইহুদীর কাছে দেখতে পেয়ে বললেনঃ আমি এই বর্মটা কাউকে দানও করিনি, বিক্রিও করিনি। তাহলে এটা তোমার কাছে কিভাবে গেল? ইহুদী বললোঃ এটা তো আমার বর্ম। মামলাটা অবশেষে কাজীর দরবার পর্যন্ত গড়ালো। কাজীর আসনে বসেছিলেন বিচারপতি শুরাইহ। তিনি হযরত আলীর দাবী ও ইহুদীর জবাব শুনে হযরত

www.nagorikpathagar.org

আলীকে সাক্ষী হাজির করার আদেশ দিলেন। হযরত আলী বললেনঃ আমার ছেলে হাসান ও ক্রীতদাস কিম্বার সাক্ষী আছে। কাজী বললেনঃ বাবার পক্ষে ছেলের ও মনিবের পক্ষে ক্রীতদাসের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আমীরুল মুমিনীন তখন একজন সাধারণ বাদী হিসাবে আদালতে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ ভেবে বললেনঃ আশ্চার্য্যের ব্যাপার, যে হাসান ও হুসাইনকে রাসূল (সাঃ) জান্নাতের যুবকদের সরদার বলে আখ্যায়িত করেছেন, তাদের একজনের সাক্ষ্য আপনি গ্রহণ করলেন না। বেশ আমি মেনে নিচ্ছি বর্মটা ইহুদীরই।

সহসা ইহুদী চিৎকার করে বলে উঠলোঃ না, কাজী সাহেব, না। এ বর্ম হযরত আলীর। যে বর্মে ক্ষমতাসীন খলিফাকে একজন মামুলী কাজী সাধারণ মানুষের মত জেরা করে ও তার বিরুদ্ধে রায় দেয়, সে ধর্ম সত্য না হয়ে পারে না। এই বলেই ইহুদী ইসলাম গ্রহণ করলো।

হযরত আলী বললেনঃ তুমি যখন ইসলাম গ্রহণ করেছ, তখন এ বর্মটা আমি তোমাকে উপহার দিলাম।

২৯. শত্রুর সাথে হযরত মুয়াবিয়ার উদারতা

হযরত আমীর মুয়াবিয়ার (রা.) দরবারে আদী ইবনে কায়েস হামদানীর মেয়ে যারকা প্রসঙ্গে আলোচনা চলছিল। যারকা সিফফীন যুদ্ধে হযরত আলীর পক্ষে এবং হযরত মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সৈন্যদেরকে কবিতা শুনিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। হযরত আমীর মুয়াবিয়া সভাসদদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ যারকার সাথে কেমন আচরণ করা উচিত। সভাসদরা ভাবলেন, আমীর ক্রুদ্ধ আছেন এবং শাস্তি দিতে চান। তাই তারা যারকাকে হত্যার পরামর্শ দিল। আমীর মুয়াবিয়া অসন্তুষ্ট হয়ে বললেনঃ 'বর্তমানে আমার হাতে বন্দিনী, এমন একজন মহিলার হত্যাকারী হিসাবে আমি খ্যাত হই, তাই তোমরা চাও নাকি? এটা খুবই খারাপ পরামর্শ'।

যারকা এ সময় কুফায় ছিল। আমীর মুয়াবিয়া (রা.) কুফার গভর্ণরকে লিখলেন, যারকা ও তার গোত্রের সরদারদেরকে সসম্মানে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। গভর্ণর যারকাকে ডেকে আমীরের আদেশ শোনালেন। যারকা বললেনঃ আমার কোন আগ্রহ ছিল না। তবে আদেশ পালনার্থে যেতে রাজি আছি। তিনি হযরত মুয়াবিয়া দরবারে পৌঁছলে তিনি যারকাকে বললেনঃ তুমি কি সেই মহিলা নও, যে সিফফীনের রণাঙ্গনে যুবকদেরকে এই বলে উস্কে দিচ্ছিল যে, তোমরা এই ফেতনা থেকে আত্মরক্ষা কর যে, দেশকে অন্ধকারে

www.nagorikpathagar.org

ডুবিয়ে দিচ্ছে, মানুষকে বিপথগামী করছে। কারো কথাও শোনেনা আর কারো মর্জি মতও চলে না। মনে রেখ, সূর্যের সামনে অন্য কোন প্রদীপ জ্বলে না, চাঁদ তারাও দেখা যায় না, অর্থাৎ হযরত আলীর সামনে মুয়াবিয়ার প্রয়োজন নেই, মনে রেখ, নারীদের সৌন্দর্য বাড়ে মেহেন্দী মাখলে, আর পুরুষদের সৌন্দর্য বাড়ে রক্ত মাখলে।

যারকা জবাবা দিলেনঃ হ্যাঁ, আমিই সেই যারকা। আমি হযরত আলীর আনুগত্য ও সাহায্য করতে পেরে গর্বিত। আজও আমার এই সব কবিতার কথা মনে পড়লে আনন্দ লাগে।

হযরত আমীর মুয়াবিয়া চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলেনঃ হযরত আলীর প্রতি তোমার আজকের এই আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা তাঁর জীবদ্দশার আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার চেয়ে অনেক বেশী মর্যাদাবান। আপন শত্রুর সাথে হযরত আমীর মুয়াবিয়ার এই উদার আচরণ দেখে সভাসদরা স্তম্ভিত হয়ে গেল এবং নিজেদের তোষামোদের জন্য লজ্জিত হলো।

৩০. হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ও দুঃসাহসী কিশোর

ইরাকের গভর্ণর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইতিহাসের সবচেয়ে অত্যাচারী মুসলিম শাসক ছিলেন। একদিন তিনি নিজের গগনচুম্বী প্রাসাদের উঠানে বসে নিজের মোসাহেবদের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন। সহসা সেখানে একজন কিশোর এল। সে গভর্ণর ভবনের উচ্চতা ও আশপাশের বিলাসী উপকরণাদি দেখে চিৎকার করে বললোঃ এই সুউচ্চ প্রাসাদ ও মজবুত দুর্গ সম্ভবত এ জন্যই নির্মাণ করা হয়েছে যে, এর অধিবাসীরা মনে করে, তারা কখনো মরবে না। হাজ্জাজ হেলান দিয়ে বসেছিলেন। কিশোরের স্পর্ধিত বচন শুনে সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেনঃ 'ওহে বালক, আমার মনে হচ্ছে তুমি বেশ মেধাবী ও বুদ্ধিমান। আমাকে কিছু পড়ে শোনাও'।

ছেলেটা পড়তে শুরু করলোঃ

'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রাজীম, ইযা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু, ওয়া রায়াইতান্ নাসা ইয়াখরুজুনা মিন দীনিল্লাহি আফওয়াযান........'। (বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই। যখন আল্লাহর বিজয় ও সাহায্য আসবে এবং যখন দেখবে, লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে'।

www.nagorikpathagar.org

হাজ্জাজঃ ইয়াখরুজুনা (বেরিয়ে যাচ্ছে) পড়লে কেন? ইয়াদখুলুনা (প্রবেশ করছে) পড়।

কিশোরঃ একথা সত্য যে, সূরাটায় আসলে ইয়াদখুলুনা (প্রবেশ করছে) কথাটাই রয়েছে। কিন্তু আপনার শাসনামলে যেহেতু লোকেরা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, তাই আমি 'ইয়াখরুজুনা'ই (বেরিয়ে যাচ্ছে) পড়বো।

হাজ্জাজঃ তুমি জান, কার সাথে কথা বলছ?

কিশোরঃ হ্যাঁ, জানি, বনু সাকীফের শয়তানের সাথে কথা বলছি।

হাজ্জাজঃ তুমি পাগল হয়েছ। তুমি আমীরুল মুমিনীন (অর্থাৎ ওলীদ ইবনে আব্দুল মালেক, উমাইয়া খলিফা) সম্পর্কে কী জান?

কিশোরঃ তিনি তো এত পাপ করেছেন যে, সমগ্র আকাশ ও পৃথিবী উপচে পড়বে।

হাজ্জাজঃ তিনি কী কী পাপ করেছেন?

কিশোরঃ তাঁর সবচেয়ে বড় পাপ হলো, তোমার মত একজন অত্যাচারী ব্যক্তিকে শাসক নিযুক্ত করেছেন, যে দরিদ্র প্রজাদের সম্পদ হরণ ও প্রাণবধ করাকে নিজের জন্য বৈধ মনে করে।

হাজ্জাজ তার মোসাহেবদের দিকে তাকালেন। তারা সবাই সর্বসম্মতভাবে কিশোরকে হত্যা করার পরামর্শ দিল। ছেলেটি এই পরামর্শের কথা শুনে হাজ্জাজকে বললোঃ

'এই মোসাহেবদের চেয়ে তো তোমার ভাই ফেরাউনের সভাসদরা ভালো ছিল। তারা হযরত মুসা ও তার ভাইকে হত্যা করার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো না করতে ফেরাউনকে পরামর্শ দিয়েছিল। তোমার মোসাহেবরা কেবল তোমাকে খুশী করার জন্য আমাকে হত্যা করার পরামর্শ দিচ্ছে। এরা কেমন মোসাহেব?

একজন বালককে হত্যা করলে অরাজকতার সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে ভেবে হাজ্জাজ তাকে চার হাজার দিরহাম দিয়ে খুশী করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ছেলেটি তা নিতে অস্বীকার করলো।

ছেলেটি চলে যাওয়ার পর হাজ্জাজের মত ভয়ংকর অত্যাচারী শাসক তার মোসাহেবদেরকে বললোঃ আল্লাহর কসম! আমি এমন নির্ভীক ও দুঃসাহসী মানুষ আর কোথাও দেখিনি।

www.nagorikpathagar.org

৩১. ইমাম আবু হানিফার আপোষহীনতা

১৪৫ হিজরীতে আব্বাসী খলিফা মনসুরের শাসনামলে ইমাম হাসানের পৌত্র মুহাম্মদ নাফসে যাকিয়া ও তার ভাই ইবরাহীম বিদ্রোহ করে বসেন। অনেক বড় বড় মনীষী এমনকি ইমাম মালেক পর্যন্ত ফতোয়া দিয়ে দিলেন, মনসুর জবরদস্তিমূলকভাবে আনুগত্যের শপথ আদায় করে খলিফা হয়েছেন। কাজেই নাফসে যাকিয়াই খলিফা হবার হকদার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাফসে যাকিয়া ও ইবরাহীম ধরা পড়েন ও মনসুর তাদেরকে হত্যা করেন। এরপর এই দুই ভাইয়ের সমর্থকদেরকেও একে একে হত্যা করা শুরু হয়। ইমাম আবু হানিফাও তাদের সমর্থক ছিলেন। তবে তাঁকে হত্যা করা সহজ ছিল না। তাঁকে দরবারে ডেকে কাযীর পদ গ্রহণের জন্য চাপ দেয়া হয়। তিনি বলেন, আমি এ পদের যোগ্য নই। মনসূর বললেনঃ এটা মিথ্যে কথা। ইমাম সাহেব বললেনঃ আমি যদি মিথ্যুক হয়ে থাকি, তাহলে তো একজন মিথ্যুক কখনো কাযী হবার যোগ্য হতেই পারে না। ক্রমাগত অস্বীকার করতে থাকায় শেষ পর্যন্ত তাকে কারাবন্দী করা হয় এবং জেলখানায় তাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করা হয়।

৩২. সাম্রাজ্যের মূল্য

একদিন খলিফা হারুনুর রশিদের কাছে ইবনে সাম্মাক বসে ছিলেন। খলিফার পিপাসা লাগলো। তিনি পানি চাইলেন। ইবনে সাম্মাক পানি ভর্তি গ্লাস হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ আমীরুল মুমিনীন, প্রথমে এই প্রশ্নটার জবাব দিন যে, আপনি যদি পানি না পান, তাহলে কঠোর পিপাসার সময় এক গ্লাস পানি কত মূল্য দিয়ে কিনবেন? খলিফা বললেনঃ প্রয়োজনে অর্ধেক রাজত্ব লিখে দিয়ে কিনবো। ইবনে সাম্মাক বললেনঃ নিন। এখন পানি পান করুন। খলিফা পানি পান করলেন। এবার ইবনে সাম্মাক পুনরায় জিজ্ঞেস করলেনঃ আমীরুল মুমিনীন, এই পানি যদি আপনার পেটে থেকে যায় এবং বের না হয়, তাহলে আপনি তা বের করার জন্য কত টাকা খরচ করবেন? খলিফা বললেনঃ অবশিষ্ট সাম্রাজ্যটুকু দিয়ে দেব। ইবনে সাম্মাক তৎক্ষণাৎ বললেনঃ তাহলে বুঝে নিন, আপনার গোটা সাম্রাজ্যের মূল্য এক ঢোক পানি ও কয়েক ফোটা পেশাবের চেয়ে বেশী নয়। সুতরাং আপনি আপনার সাম্রাজ্য নিয়ে অহংকার করবেন না। যতদূর সম্ভব মানুষের প্রতি সুবিচার করুন।

হারুনুর রশীদ একথা শোনার পর অনেক্ষণ ধরে কাঁদতে থাকলেন।

www.nagorikpathagar.org

৩৩. ইমাম সারাখসীর সত্যনিষ্ঠা

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ সারাখসীকে তাঁর সমকালীন ইমামগণ নিজেদের ওস্তাদ ও নেতা মানতেন। এজন্য তাঁর উপাধি ছিল 'শামসুল আইম্মা' অর্থাৎ ইমামদের সূর্য। তিনি অত্যন্ত স্বাধীনচেতা, অকুতোভয় ও আপোষহীন নেতা ছিলেন। আব্বাসীয় খলিফা আল-কাদের বিল্লাহ তখন মুসলিম জাহানের শাসক। এটা হিজরী ৪০০ সালের কথা। সারাখসী খলিফাকে তার কিছু ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দেন এবং বলেন: শক্তির প্রদর্শনীতে প্রজারা খুশী হয় না এবং এভাবে মানুষের মন জয় করা যায় না। তাঁর এ সত্যভাষণ খলিফা সহ্য করলেন না। তাঁকে অন্তরীণ করা হল এবং তিনি সেখানে বেশ কয়েক বছর কাটাতে বাধ্য হলেন। তাঁর শিষ্যরা এই গৃহের আশপাশে এসে ভীড় জমাতো এবং তাঁর কাছ থেকে হাদীস, ফেকাহ ইত্যাদি শাস্ত্রের শিক্ষা গ্রহণ করতো। ইমাম সারখসী এই অন্তরীণাবস্থায়ই তাঁর পাঁচখানা মূল্যবান পুস্তক রচনা করেন। তিনি দেয়ালের এ পার থেকে বলতেন, আর তাঁর শিষ্যরা ওপারে বসে লিখে নিত।

৩৪. আল-হাকামের চৈতন্যোদয়

স্পেনের মুসলিম শাসক আল-হাকাম (১৮০ হিজরী) অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক ছিলেন। একবার তিনি তাঁর শত্রুপক্ষীয় তিনশো জনকে হত্যা করে তাদের মাথা নিজ প্রাসাদে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। এজন্য কেউ তাঁর বিরুদ্ধে টু শব্দটিও উচ্চারণ করার সাহস পেত না। তথাপি তার শাসনামলে সত্য ভাষণ ও সাহসিকতার একটা নজীরবিহীন ঘটনা ঘটেছিল।

আল-হাকাম নিজের রাজকীয় প্রাসাদ নির্মাণের জন্য একটা পছন্দসই জায়গা নির্ধারণ করলেন। কিন্তু ঐ জায়গাটা ছিল এক বিধবা মহিলার। সেখানে তার নিজের তৈরী একটা কুড়ে ঘরে সে থাকতো। আল-হাকাম জায়গাটা কিনতে চাইলেন। কিন্তু সে বিক্রি করতে অস্বীকার করলো। সরকারের আমলারা জোরপূর্বক জায়গাটা দখল করলো এবং তার ওপর প্রাসাদ নির্মাণ করে ফেললো। বিধবা মহিলা আল-হাকামের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা ঠুকে দিল। কাজী আল-হাকামের বদমেজাজী ও রগচটা স্বভাবের কথা জানতেন। তিনি আইন কানুনের পাশাপাশি অন্যান্য কৌশলও প্রয়োগ করতে মনস্থ করলেন।

আল-হাকাম যখন নতুন প্রাসাদে প্রবেশ করলেন, তখন কাজী সাহেব গাধার পিঠে একটা শূন্য ঝুড়ি নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি বাদশাহকে বললেন: আমি এই জায়গা থেকে কিছু মাটি নিতে এসেছি। বাদশাহ আল-

www.nagorikpathagar.org

হাকাম মাটি নিতে অনুমতি দিলেন। কাজী সাহেব যখন মাটি দিয়ে ঝুড়ি ভরে ফেললেন। তখন আল-হাকামকে বললেন: আমাকে সামান্য একটু সাহায্য করুন, যাতে ঝুড়িটা গাধার পিঠে ওঠাতে পারি। আল-হাকাম কাজী সাহেবের কার্য কলাপকে রসিকতা মনে করে বেশ উপভোগ করছিলেন। ঝুড়ি ওঠাতে তিনি সাহায্য করলেন। কিন্তু বোঝা খুব ভারী হওয়ায় ওঠানো গেল না। কাজী সাহেব বললেন: 'আপনি যখন এক ঝুড়ি মাটি অন্যের সাহায্য নিয়েও ওঠাতে পারলেন না, তখন কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে যাবতীয় কৃতকর্মের হিসাব নিকাশের পর যখন আপনার জোর পূর্বক দখলকৃত এই গোটা যমীনকে আপনার মাথায় চাপিয়ে দেয়া হবে তখন তা আপনি কিভাবে ওঠাবেন? এক দরিদ্র মহিলাকে তার পৈতৃক ভিটে থেকে উচ্ছেদ করে তার জমিতে যে আপনি প্রাসাদ বানিয়েছেন, তার জবাব আপনি কিভাবে দেবেন'?

আল-হাকামের ন্যায় পরাক্রমশালী অত্যাচারী বাদশাহও কাযী সাহেবের এ উপদেশে কেঁপে উঠলেন এবং সেই প্রাসাদটি যাবতীয় উপকরণ ও সাজ সরঞ্জামসহ বিধবা মহিলাকে দিয়ে দিলেন।

৩৫. হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিঃশেষিত সম্পদ

ইসলাম গ্রহণের সময় হযরত আবু বকরের (রা.) নিকট ব্যবসায়ের মুনাফালব্ধ চল্লিশ হাজার দিরহাম ছিল। ইসলাম গ্রহণের পরও তিনি ব্যবসা করে বিপুল অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু যেদিন তিনি তার মহান বন্ধু হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে মদিনায় হিজরত করেন সেদিন তার এত বড় পুঁজির মাত্র পাঁচ হাজার দিরহাম অবশিষ্ট ছিল। নিজের অবশিষ্ট সমস্ত পুঁজি তিনি নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলিম গোলামদের স্বাধীন করার জন্য ব্যয় করেন, এ সম্পদ থেকে তিনি দরিদ্র অসহায়দেরকে সাহায্য করতেন।

৩৬. হযরত উমরের দান

হযরত উমর (রা.) ছিলেন নিতান্ত দরিদ্র। খয়বরে তিনি এক টুকরো ভূমি লাভ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসে বলেন, "আমি খয়বরে খানিকটা জমি পেয়েছি। এত মূল্যবান সম্পত্তি আমি কোন দিন পাইনি। এ সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি"? রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে বললেন, "যদি তোমার মনে চায়, তবে আসল জমি নিজের অধিকারে রেখে তার লভ্যাংশ দান করে দিও"।

www.nagorikpathagar.org

হযরত ওমর (রা.) সেটা গরীব-দুঃখী, অভাবী আত্মীয়-স্বজনের জন্য, গোলামদেরকে স্বাধীন করার জন্য এবং দুর্বল-অক্ষম লোকদের সাহায্যে ও জনকল্যাণমূলক কার্যাবলীর জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেন। এভাবে তিনি নিজের সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ আল্লাহর পথে দান করে কুরআনের এই উক্তির স্বার্থকতা প্রমাণ করেন।

"তোমরা যতক্ষণ নিজেদের প্রিয় সম্পদকে আল্লাহর পথে ব্যয় না করবে ততক্ষণ প্রকৃত কল্যাণ অর্জনে সক্ষম হবে না"। (আলে ইমরান- ৯২)

৩৭. হযরত উসমানের দানশীলতা

খেলাফতের পূর্বে হযরত উসমানের নিকট সিরিয়া থেকে একটি বাণিজ্য বহর আসে। এই বহরে গম, জয়তুনের তেল ও মানাক্কাবাহী এক হাজার উট ছিল। এই সময়ে দুর্ভিক্ষের দরুণ মুসলমানগণ শোচনীয় দুর্দশায় পতিত ছিলেন। বহু ব্যবসায়ী তার কাছে এসে বলে, "দেশে খাদ্য দ্রব্যের চাহিদা কত তীব্র তাতো আপনি ভাল করেই জানেন। এই দ্রব্য সম্ভার আমাদের নিকট বিক্রি করে দিন"। হযরত ওসমান (রা.) বলেন, স্বাচ্ছন্দে বিক্রি করতে পারি কিন্তু আমাকে কত মুনাফা দেবে তাই বল"। ব্যবসায়ীরা বললো, "দ্বিগুণ মূল্য দেব।" হযরত ওসমান (রা.) বলেন, "আমাকে তো এর চেয়ে অনেক বেশী মুনাফা দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।" তারা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার বাণিজ্য বহর এই মাত্র এলো, আর ওটা পৌছামাত্রই আমরা মদিনার সমস্ত ব্যবসায়ী হাজির হয়েছি। অন্য কেউ তো আপনার সাথে আমাদের পূর্বে সাক্ষাত করেনি। তাহলে কোন ব্যক্তি আপনাকে এত মুনাফা দিতে চেয়েছে"? হযরত উসমান (রা.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে দশগুণ মুনাফা দেয়ার ওয়াদা করেছেন। তোমরা কি আমাকে এর চেয়ে বেশী দিতে পার"? তারা বললো, "না"। তখন হযরত উসমান (রা.) আল্লাহকে স্বাক্ষী করে ঘোষণা করেন যে, "এই বাণিজ্য বহরের সমস্ত সম্পদ আল্লাহর উদ্দেশ্যে দরিদ্র ও মিসকীনদের জন্য সদকা করে দিলাম"।

৩৮. অভুক্ত হযরত আলীর পরিবার

হযরত আলীর (রা.) পরিবারে একদিন মাত্র তিনটে জবের রুটি ছিল। এই রুটি কয়টি তিনি একজন ইয়াতিম, একজন মিসকিন ও একজন কয়েদীকে

www.nagorikpathagar.org

দান করে দিলেন। তিনি তাদেরকে তৃপ্তির সাথে খাইয়ে নিজে সপরিবারে অভুক্ত অবস্থায় নিদ্রা গেলেন।

৩৯. ইমাম হুসাইনের ঋণ

হযরত হুসাইনের ওপর ঋণের চাপ বেড়ে গেছে। আবি নাইজারের নির্ঝরিনী তাঁর মালিকানাধীন, ইচ্ছা করলে সেটা বিক্রি করে তিনি ঋণ পরিশোধ করতে পারেন। কিন্তু গরীব মুসলমানরা তা থেকে সেচ কার্য সম্পন্ন করে, সে জন্য তিনি তা বিক্রি করবেন না। অথচ বনু হাশেমের শ্রেষ্ঠ পরিবারের সন্তান হয়ে ঋণের বোঝা বয়ে বেড়াতে লাগলেন।

৪০. তাওয়ারেকদের প্রতিবেশী প্রীতি

উত্তর আফ্রিকার তাওয়ারেক গোত্র পারস্পরিক সহযোগিতা ও নিরাপত্তার ভিত্তিতে জীবন যাপন করে থাকে। তাদের গোত্রে কোন ব্যক্তিই শুধু নিজের জন্য নয় বরং গোটা সমাজের জন্য জীবন ধারণ করে। তারা যে কাজ সমাজের জন্য করে তাতেই তারা সবচেয়ে বেশী গর্ব অনুভব করে। একবার জনৈক শহরবাসী ফরাসীদের এলাকা থেকে হিজরত করে তাওয়ারেকদের নিকট 'ফাজানে' বসবাস এবং তাদের কৃপাদৃষ্টির ওপর জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে। অতঃপর সে জীবিকার সন্ধানে বের হয়। সে তাদের দানের প্রতিদান দিতেও সংকল্পবদ্ধ ছিল। সে তার পরিবার পরিজনকে ঐ মুসলিম গোত্রের তত্ত্বাবধানে রেখে আসে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে কোন চাকুরীর সন্ধান পেলো না। সে 'মিসরাতা' নামক স্থানে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এলো। মিসরাতাবাসীরা তাকে, যাতে সে পরিবারবর্গের নিকট ফিরে যেতে পারে সেই পরিমাণ সাহায্য করলো। কিন্তু সে প্রায় এক বছর পর আবার তাদের নিকটে এলো। তারা ভাবলো যে, সে তার পরিবারবর্গের নিকট থেকে ফিরে আসছে। কিন্তু সে তাদের ধারণা খণ্ডন করে বলে যে, সে এখন নিজ পরিবারবর্গের নিকট যাওয়ার উপযুক্ত হয়েছে। তারা জিজ্ঞাসা করলো, "কিভাবে"? সে বললো, "গত সাক্ষাতের সময় আমি যে টাকা পেয়েছিলাম তা দিয়ে ব্যবসা করেছি। এখন আমার নিকট যে টাকা সঞ্চিত হয়েছে তা নিয়ে আমি তাওয়ারেকদের নিকট যেতে পারবো"। তারা জিজ্ঞাসা করলো, "তুমি নিজের পরিবারবর্গের নিকট যাবে- না তাওয়ারেকদের নিকট"? সে বললো, "আমি প্রথমে তাওয়ারেকদের নিকট যাবো, কেননা তারা আমার অনুপস্থিতিতে আমার পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধান করেছে। এখন আমি গিয়ে তাদের মধ্যে যারা নিজ পরিবার থেকে

www.nagorikpathagar.org

অনুপস্থিত রয়েছে তাদের পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ চালাবো এবং নিজের উপার্জিত অর্থ নিজের এবং প্রতিবেশীদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে বন্টন করে দেব"। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "তোমাদের সমাজে কি প্রতিবেশীদের পারস্পরিক সম্পর্ক এরূপই"? সে বললো, "হ্যাঁ, আমরা সকলে সুখ-দু:খে পরস্পরের অংশীদার হই। আমরা বিদেশ থেকে খালি হাতে বাড়ী যেতে অত্যন্ত লজ্জাবোধ করি। কারণ আমাদের প্রতিবেশীরাও ঠিক আমাদের পরিবারবর্গের মতই আমাদের পথ চেয়ে থাকে"।

৪১. হযরত ওমরের বিচক্ষণতা

আব্দুর রহমান ইবনে হাতেব ইবনে আবি বালতায়া'র কতিপয় গোলাম মোজাইনা গোত্রের একটি উট চুরি করে। তাদেরকে ধরে হযরত ওমরের (রা.) দরবারে নেয়া হলে তারা চুরির কথা স্বীকার করে। হযরত ওমর (রা.) কাছির ইবনুচ্ছালতকে নির্দেশ দেন তাদের হাত কেটে দিতে। সে যখন হুকুম তামিল করতে এগিয়ে গেল, ওমর (রা.) তাকে থামালেন এবং বললেন, "শোন, আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা ঐ গোলামদের থেকে প্রচুর পরিশ্রম নিয়ে থাক অথচ তাদেরকে অভুক্ত রাখ? এমনকি তাদের ক্ষুধা এত তীব্র হয় যে, তারা হারাম জিনিস খেলেও তা বৈধ হয়। আমি খোদার শপথ করে বলছি যে, এটা জানতে না পারলে আমি ওদের হাত কেটে দিতাম"। অত:পর তিনি আবদুর রহমান ইবনে আবি হাতেব ইবনে আবি বালতায়াকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আমি ওদের হাত কাটলাম না সত্য, তবে তোমার ওপর এমন জরিমানা ধার্য করবো যে তুমি মজা টের পাবে"। তিনি মোজাইনা গোত্রীয় লোকটির নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার উটের দাম কত?" সে বললো, "চারশো দিরহাম"। ওমর (রা.) ইবনে হাতেবকে বললেন, "যাও ওকে আটশো দিরহাম দিয়ে দাও"। তিনি গোলামদের চুরির শাস্তি ক্ষমা করে দিলেন। কেননা তাদের মনিব তাদেরকে অভুক্ত রেখে চুরি করতে বাধ্য করেছিল।

৪২. উমরের শাসনে অমুসলিম

একবার হযরত উমর (রা.) এক অন্ধ বৃদ্ধকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে দেখেন। জিজ্ঞাসা করে তিনি জানাতে পারেন যে, সে ইহুদী। তিনি তার নিকট জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি ভিক্ষা করছ কেন"? সে বললো, "জিযিয়া, অভাব ও বার্ধক্য এই তিনে মিলে আমাকে ভিক্ষা করতে বাধ্য করেছে"। হযরত ওমর (রা.) তাকে হাত ধরে গৃহে নিয়ে গেলেন এবং তার সাময়িক প্রয়োজন পূরণের উপযোগী

www.nagorikpathagar.org

অর্থ দিলেন। অত:পর বাইতুলমালের তত্ত্বাবধায়ককে বলে পাঠালেন, এই ব্যক্তি এবং এর মত অন্যান্য লোকদের খোঁজ নাও। খোদার শপথ, এটা আদৌ ইনসাফের কথা নয় যে, যৌবনে আমরা তার পরিশ্রমের ফল ভোগ করবো আর বার্ধক্যে তাকে অবজ্ঞাভরে তাড়িয়ে দেব। যাকাত দরিদ্র ও অসহায়দের প্রাপ্য। আর এ লোকটি আহলে কিতাবের একজন হতদরিদ্র"। তিনি তার এবং তার মত অন্যান্য লোকদের জিযিয়া মওকুফ করে দেন।

দামেস্ক সফরের সময়ে তিনি একটি গ্রামের কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করেন। তিনি জানতে পারেন যে, সেখানে কতিপয় খ্রিস্টান কুষ্ঠরোগী বাস করে। তিনি তাদেরকে যাকাতের তহবিল থেকে সাহায্য দান এবং তাদের জন্য রেশনে খাদ্য সরবরাহ করার নির্দেশ দেন।

৪৩. আবু বকরের ভাষণ

যখন মুসলমানগণ হযরত আবু বকর (রা.)-কে খেলাফতের আসনে অভিষিক্ত করেন, তখন তাঁর দৃষ্টিতে মুসলমানদের ওপর আল্লাহর দ্বীন ও শরিয়তকে বাস্ত -বায়িত করা ছাড়া অন্য কোন কাজ ছিল না। এ ধরনের কোন চিন্তা তার ধারে কাছেও যেতে পারেনি যে, ইতিপূর্বে সাধারণ নাগরিক হিসেবে তাঁর ওপর যেসব কাজ হারাম ছিল এখন তা এ পদের জন্য হালাল হয়ে যাবে। অথবা আগে যে সব অধিকার ছিল না, তেমনি কোন নতুন অধিকার তিনি পাচ্ছেন কিংবা তার ওপর যে সব দায়িত্ব ও কর্তব্য এতদিন ছিল, এখন তা থেকে তিনি মুক্ত হয়ে যাচ্ছেন।

সাকিফায় যখন তার অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় তখন তিনি নিম্নরূপ ভাষণ দেন, "আমি যদি আমার দায়িত্বসমূহ সুচারুরূপে পালন করি তাহলে তোমরা আমার সাহায্য ও সহযোগিতা করবে। আর যদি আমি বাঁকা পথে চলতে আরম্ভ করি, তাহলে তোমরা আমাকে সোজা করে দেবে। সত্যবাদিতা হচ্ছে বিশ্বস্ততা, আর মিথ্যাবাদিতা হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতা। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচেয়ে দুর্বল, সে আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে সবল- যতক্ষণ আমি তাকে তার অধিকার না দিয়ে দেই। আর যে ব্যক্তি সবচেয়ে শক্তিশালী, সে আমার নিকট সবচেয়ে দুর্বল যতক্ষণ আমি তার নিকট থেকে রাষ্ট্রের অধিকার আদায় করি। মনে রেখো, কোন জাতি যখনি জিহাদ থেকে পিছপা হয়, তখনই আল্লাহ তাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করেন। যখনি কোন জাতি অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখনই আল্লাহ তা'আলা সকলের ওপর পাইকারীভাবে আজাব নাযিল করেন। যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে থাকবো, ততক্ষণ

www.nagorikpathagar.org

তোমরা আমার আদেশ মান্য করবে। আর যদি আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য থেকে বিচ্যুত হই, তখন তোমাদের ওপর আমার আদেশ পালনের দায়িত্ব থাকবে না"।

৪৪. হযরত আবু বকরের শাসনের আরো কিছু নমুনা

হযরত আবু বকরের বাড়ী মদিনার পার্শ্ববর্তী 'সানহে' অবস্থিত ছিল। একটা ক্ষুদ্র মামুলী ধরনের বাড়ী। খলিফা হবার পরও তিনি সে বাড়ীতে অবস্থান করেন। নতুন বাড়ীও নির্মাণ করেননি কিংবা সেই বাড়ী মেরামতও করাননি। সেই বাড়ী থেকে মদিনা পর্যন্ত তিনি প্রতিদিন সকালে ও বিকালে পদব্রজে আসা যাওয়া করতেন। কখনো কখনো একটা ঘোড়া ব্যবহার করতেন কিন্তু সেটা বাইতুলমালের ছিল না, ছিল ব্যক্তিগত। পরে কাজের চাপ বেড়ে গেলে তিনি মদিনায় চলে আসেন।

তিনি ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। খলিফা নির্বাচিত হবার পরের দিন যখন ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে রওনা করেছেন, তখন মুসলমানরা তাকে থামিয়ে বললেন, "খেলাফতের দায়িত্ব ব্যবসায়-বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে যথারীতি পালন করা যাবে না"। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি যখন জীবিকা নির্বাহের অন্য কোন পন্থা জানি না। তখন আমার চলবে কি করে"? সবাই তাঁর বিষয় বিবেচনা করলেন এবং তাঁর ব্যবসা করতে না পারা ও খেলাফতের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে 'বাইতুলমাল' থেকে তাঁর পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ বেতন নির্ধারণ করেন।

এসত্ত্বেও তিনি মৃত্যুকালে অসিয়ত করেন যে, তিনি 'বাইতুলমাল' থেকে যা কিছু গ্রহণ করেছেন তা যেন হিসাব করে তার জমি-জমা- ও অন্যান্য সম্পত্তি থেকে গ্রহণ করে বাইতুলমালে জমা দেয়া হয়।

ইসলাম শাসক ও শাসিতের বিবেক ও মন-মগজে যে চেতনা ও দায়িত্বানুভূতি জাগিয়ে তোলে তারই প্রভাবাধীনে উজ্জীবিত হয়ে হযরত আবু বকর (রা.) প্রতিটি প্রজার অভাব অভিযোগ দূর করার জন্য নিজেকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী মনে করতেন। তিনি সানহে অবস্থানকালে তাঁর পার্শ্ববর্তী দুর্বল ও অসহায় প্রতিবেশীদের ছাগলের দুধ প্রতিদিন দুইয়ে দিতেন। যখন তিনি খলিফার পদে অধিষ্ঠিত হন তখন তাঁর প্রতিবেশীর একটি শিশু মেয়ে তাকে বলে, 'এখনতো আপনি আর আমাদের ছাগল দুইয়ে দেবেন না, তাই না'? আবু বকর (রা.) বলেন, 'কেন দেব না? নিশ্চয় দুইয়ে দিব।' তিনি যথার্থই তাদের দুধ দুইয়ে দেয়া অব্যাহত রাখলেন। কখনো কখনো ছাগলের মালিক বালিকাকে তিনি

www.nagorikpathagar.org

জিজ্ঞাস করতেন, 'খালি দুধ দুইয়ে দেব, না মাখনও বের করবো'? কখনো সে বলতো, 'মাখন বের করে দাও'। আবার কখনো বলতো, 'খালি দুধ রেখে দাও'। মোট কথা সে যা বলতো, তিনি তাই করতেন।

হযরত আবু বকরের খেলাফতকালে হযরত ওমর (রা.) মদিনায় একটি অন্ধ মহিলার তত্ত্বাবধান করতেন। কিছুদিন যেতেই দেখেন, তিনি যাওয়ার আগেই কে এসে মহিলাটির কাজ করে দিয়ে যায়। এরূপ প্রতিদিন হতে লাগলো। একদিন ওমর গোপনে লুকিয়ে বসে থাকেন। দেখেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) এসে মহিলাটির সব কাজ করে দিয়ে যান। খেলাফত ও তার গুরু দায়িত্ব তাঁকে এ কাজ থেকে নিরস্ত করতে পারেনি। তাকে দেখামাত্র হযরত ওমর (রা.) চিৎকার করে বলে উঠলেন: "নিশ্চয়ই আপনি। খোদার শপথ আপনিই (প্রতিদিন এই কাজ করে থাকেন)"।

৪৫. হযরত ওমরের শাসনের নমুনা

একদিন হযরত ওমর (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চিকিৎসার জন্য মধু ব্যবহার করতে বলা হলো। বাইতুলমালে প্রচুর মধু ছিল। তিনি মিম্বরে আরোহণ করে বললেন: "তোমরা অনুমতি দিলে মধু ব্যবহার করতে পারি নইলে এটা আমার জন্য হারাম"। তৎক্ষণাৎ উপস্থিত সবাই অনুমতি দিয়ে দিল।

মুসলমানরা হযরত ওমরের এই কঠোরতা দেখে তাঁর কন্যা উম্মূল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা.) এর নিকট গিয়ে বললেন, "ওমর (রা.) নিজের ব্যাপারে কৃচ্ছতার সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। বর্তমান সময়ে আল্লাহ তা'আলা স্বচ্ছলতা দান করছেন। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে তাঁর ইচ্ছামত ও প্রয়োজনমত গ্রহণ করা উচিত। মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের এরূপ করার পূর্ণ অনুমতি রয়েছে"। হযরত হাফসা যখন হযরত ওমর (রা.) কে এ কথা বললেন তখন তিনি জবাব দিলেন, "হাফসা, তুমি তোমার জাতির পক্ষপাতিত্ব করেছ। আমার পরিবারভুক্ত লোকদের আমার জান ও মালে অধিকার রয়েছে, কিন্তু আমার ধর্ম ও আমানতদারীতে কোন অধিকার নেই"।

তিনি নিজের ও নিজের প্রজাদের মধ্যে সাম্যের ওপর অত্যাধিক গুরুত্ব দিতেন। যখন বিখ্যাত আমুর রমাদার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখন হযরত ওমর (রা.) শপথ করেন যে যতদিন স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসবে ততদিন তিনি ঘি ও গোশত স্পর্শ করবেন না। তিনি এই প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। ফলে তেল খেতে খেতে তার শরীরের চামড়া শুকিয়ে কালো হয়ে যায়। এর কিছু দিন পর বাজারে দুধ ও ঘি বিক্রি হতে দেখা গেল। একব্যক্তি

www.nagorikpathagar.org

এসে তাকে বললো, এখন আল্লাহ আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে দিয়েছেন। বাজারে দুধ ও ঘি বিক্রির জন্য এসেছে, আমি তা কিনে নিয়ে এসেছি। কিন্তু যখন তিনি তার দাম জানতে পারলেন তখন বললেন, "খুব চড়া দামে কিনেছো দুটোই সদকা করে দাও। আমি অপব্যয় করে খাওয়া পছন্দ করি না"। অতঃপর মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। অতঃপর বললেন, "জনগনের যে দুরবস্থা হয় তা যদি আমারও না হয় তাহলে তাদের সমস্যার গুরুত্ব আমি কি করে বুঝবো।"

একবার তিনি এক ব্যক্তির সাথে একটি ঘোড়ার দরদস্তুর করেন। এরপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে সেটায় সওয়ার হয়ে দৌড়াদৌড়ি করেন। ইত্যবসরে ঘোড়াটি ঠোকর খেয়ে পড়ে যায় ও তার পা ভেংগে যায়। তিনি ঘোড়াটি নিতে অসম্মতি প্রকাশ করলেন। শেষ পর্যন্ত উভয়ে মোকদ্দমা নিয়ে বিচারপতি শোরাইহের আদালতে গিয়ে হাজির হলেন। শোরাইহ উভয় পক্ষের বিবৃতি শ্রবণের পর বললেন, "আমিরুল মুমিনীন! আপনি যে জিনিস কিনেছেন তা নিয়ে নিন। নচেৎ ওটা যে অবস্থায় নিয়েছিলেন সে অবস্থায় ফেরত দিন"। ওমর বে-ইখতিয়ার বলে ওঠলেন, "একেই বলে ন্যায় বিচার"। অতঃপর তিনি শোরাইহকে তার ন্যায় বিচারে সন্তুষ্ট হয়ে কুফার বিচারপতি নিযুক্ত করেন।

৪৬. শাসন ব্যবস্থার সংস্কারে হযরত আলী (রা.)-এর কিছু নমুনা

হযরত আলী (রা.) এই লক্ষ্য নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন যে তিনি জনগণ এবং সরকারকে পুনরায় ইসলামের আসল রাজনৈতিক আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত করবেন। তাঁর অবস্থা ছিল এই যে, তাঁর স্ত্রী স্ব-হস্তে গম পিষতেন এবং তা তিনি আহার করতেন। একবার তিনি নিজের এক বস্তা গমের ওপর বায়তুলমালে জমা দেয়ার উদ্দেশ্যে সরকারী সিল মোহর অংকিত করছিলেন। বললেন, "আমি নিজের পেটে শুধু তাই প্রবেশ করাতে চাই যার হালাল হওয়া সম্পর্কে আমি নিশ্চিত"। কখনো কখনো এমন অবস্থাও হয়েছে যে, তাঁকে খাদ্য বস্ত্র খরিদ করার জন্য নিজের তরবারী পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়েছে। কুফায় তিনি শ্বেত-প্রাসাদে অবস্থান করা পছন্দ করেননি। বরং গরীব লোকদের মত কুঁড়ে ঘরে বসবাস করতেন, তিনি কি ধরনের জীবনযাপন করতেন সে সম্পর্কে নজর ইবনে মানসুরের বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেনঃ

"আমি হযরত আলীর নিকট গিয়ে দেখি, তাঁর সামনে দুর্গন্ধযুক্ত টক দুধ এবং শুকনো রুটি রয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আমিরুল মু'মিনীন! আপনি কি

www.nagorikpathagar.org

এসব জিনিস খান"? তিনি জবাব দিলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চেয়ে শুকনো রুটি এবং মোটা কাপড় পরিধান করতেন। আমি যদি তাঁর নীতি অনুসরণ করে না চলি তাহলে আমার আশংকা হয় যে, হয়তো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সংগী হতে পারবো না"।

এমনিভাবে হারুন ইবনে আনতারা বর্ণনা করেছেন যে, আমি খাওরানাক নামক স্থানে দেখলাম, হযরত আলীর (রা.) গায়ে একটা ছিন্ন পুরনো চাদর ছিল এবং তিনি থর থর করে কাঁপছিলেন। আমি বললাম, "আমিরুল মু'মিনীন! আপনার ও আপনার পরিবার পরিজনের জন্য এই সম্পদে আল্লাহ কিছু অধিকার নির্ধারিত করেছেন। তা সত্ত্বেও আপনি নিজের প্রতি এরূপ কঠোর আচরণ করছেন"। আলী (রা.) বললেন, "খোদার শপথ! আমি তোমাদের হক নষ্ট করবো না। এটা আমার সেই চাদর যা আমি মদিনা থেকে এনেছিলাম"।

অবশ্য হযরত আলী (রা.) নিজের ও নিজের পরিবার বর্গের ব্যাপারে এরূপ কঠোর নীতি অবলম্বন করার সময় এ কথা নিশ্চয়ই জানতেন যে, ইসলাম তাঁকে এর চেয়ে অনেক বেশী গ্রহণের অনুমতি দেয়। ইসলাম কাউকে সবরকমের আরাম-আয়েশ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখে নিতান্ত সংসার বিরাগীর মত জীবনযাপন করতে বাধ্য করে না। তিনি জানতেন যে, তখনো একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে বাইতুলমালের ধন-সম্পদে তাঁর যা প্রাপ্য ছিল তার চাইতে তিনি অনেক কম গ্রহণ করছিলেন। তা ছাড়া জনগনের কাজে সর্বক্ষণ নিয়োজিত শাসক হিসাবে তাঁর প্রাপ্য আরো বেশী ছিল। তিনি ইচ্ছা করলে অন্তত: হযরত ওমর (রা.) বিভিন্ন দেশের শাসন কর্তাদের যেরূপ বেতন নির্ধারণ করতেন সেই পরিমাণ বেতন গ্রহণ করতে পারতেন। হযরত ওমর (রা.) কুফার শাসনকর্তা আম্মার ইবনে ইয়াসার এবং তাঁর সহকারীদের জন্য মাসিক ছ'শ দিরহাম বেতন নির্ধারণ করেছিলেন। আর সাধারণ লোকদের মত যে সব দানের অংশ পেতেন সেটা এ থেকে স্বতন্ত্র। তা ছাড়া তিনি দৈনিক একটি ছাগলের অর্ধাংশ ও আধা বস্তা আটা পেতেন। এমনিভাবে কুফার জনগণকে ইসলামের শিক্ষাদানের এবং বাইতুলমালের দেখাশুনার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে নিয়োগ করেন এবং তাঁর জন্য মাসিক একশো দিরহাম এবং দৈনিক একটি ছাগলের এক চতুর্থাংশ নির্ধারণ করেন।

হযরত আলী (রা.) নিজের জন্য যে কঠিন পথ অবলম্বন করেন, তা এসব ব্যাপার না জেনে করেননি। তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে এ নীতি অবলম্বন করেন তা হচ্ছে এই যে, শাসক সব সময়ই জনসাধারণের জন্য আদর্শস্থানীয় হয়ে থাকে এবং তার ওপর সন্দেহের প্রচুর অবকাশ থাকে। যেহেতু সরকারী

www.nagorikpathagar.org

কোষাগার তাঁর অধীন থাকে, তাই আত্মসাতের সন্দেহও সৃষ্টি হতে পারে। সেটা জনসাধারণ ও নিজের অধীনস্থ রাজ-কর্মচারীদের জন্য সততা ও সংযমের আদর্শ হয়ে থাকে। এ কারণে তিনি নিজেকে হযরত আবু বকর ও ওমরের (রা.) সংযমের নীতির অনুসারী করে তোলেন। যে সব ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন তাঁদের জন্য এই উন্নত মাপকাঠিই সর্বাপেক্ষা সংগত ছিল।

হযরত আলী (রা.) গোটা রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে নবী (সা.) ও তাঁর পরবর্তী খলিফাদ্বয়ের আদর্শের অনুসারী করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান।

৪৭. ওমর ইবনে আবদুল আজিজ ও তাঁর সংস্কার পদ্ধতি

এ যুগটাকে খেলাফতে রাশেদারই ধারাবাহিকতা বলা যায়। এটা ছিল একটা তীব্র আলোকচ্ছটা যা গোটা পথকে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল। অবৈধভাবে আত্মসাৎকৃত শাসন ক্ষমতাকে তার আসল মালিক মুসলিম জাতির নিকট ফিরিয়ে দেয়ার মাধ্যমে তিনি তার খেলাফত যুগের উদ্বোধন করেন। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে সরকার গঠনের একমাত্র বৈধ পন্থা হচ্ছে এই যে, মুসলিম জাতি নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় শাসক নির্বাচিত করবে, সামরিক শক্তি দ্বারা কিংবা উত্তরাধিকার সূত্রে নয়। তিনি মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলেনঃ

"ভাই সব! আমাকে আমার নিজের এবং জাতির মতামত ছাড়াই এ কঠিন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। আমার আনুগত্যের যে বোঝা তোমাদের ওপর চেপে রয়েছে তা আমি নিজেই দূরে নিক্ষেপ করছি। তোমরা নিজেরাই কাউকে নির্বাচন করো"।

জনতা চিৎকার করে বলে উঠলো, "আমিরুল মু'মিনীন! আমরা আপনাকেই নির্বাচিত করছি। আপনার নেতৃত্বের ওপর আমরা পূর্ণ আস্থাশীল"।

এভাবে তিনি শাসক নির্বাচনের আসল পদ্ধতিকে পুনরুজ্জীবিত করলেন। কেননা জাতির সম্মতি ও পরামর্শ ব্যতীত কেউ শাসক নিযুক্ত হতে পারে না।

অতঃপর তিনি জনতাকে লক্ষ্য করে বলেনঃ

'বন্ধুগণ! আমার আগে কিছু সংখ্যক শাসক অতিবাহিত হয়ে গেছে। তারা ছিল জালেম। তোমরা কেবল তাদের জুলুম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদেরকে সহযোগিতা দিয়েছ। মনে রেখ! স্রষ্টার না-ফরমানী করে সৃষ্টির আনুগত্য করা যায় না। যে ব্যক্তি নিজে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে তার আনুগত্য স্বীকার

www.nagorikpathagar.org

করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু যে আল্লাহর না-ফরমানী করে তার আনুগত্য স্বীকার করা উচিত নয়। যতক্ষণ আমি তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করবো ততক্ষণ তোমরাও আমার নির্দেশ মেনে চলবে। কিন্তু আমি যদি আল্লাহর না-ফরমানী করি তাহলে আমার নির্দেশ পালন করা তোমাদের জন্য জরুরী নয়"।

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর সর্বপ্রথম তিনি অবৈধভাবে আত্মসাৎকৃত ও বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদ প্রত্যার্পণ করা শুরু করেন। এ কাজ তিনি নিজের সম্পদ থেকেই শুরু করেন। তিনি নিজের যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তির উপার্জন সূত্র অনুসন্ধান করে দেখতে পান যে তার সবই অবৈধভাবে অর্জিত। তৎক্ষণাৎ তিনি সেই সব সম্পদ ফিরিয়ে দেন। এমনকি তাঁর হাতে একটা অংগুরী ছিল। সেটার প্রতি একবার দৃষ্টি দিয়ে তিনি বলেন, 'এটা আমাকে পশ্চিমাঞ্চল থেকে আদায়কৃত অর্থ সম্ভার থেকে ওয়ালিদ অন্যায়ভাবে দিয়েছিল"। তিনি সেটা তৎক্ষণাৎ বায়তুলমালে জমা দেন। তাঁর নিকট যত জায়গীর ছিল তা তিনি ফিরিয়ে দেন। ইয়ামামার কতিপয় জায়গীর, ইয়ামনে মুকাইদস, জাবালুল অরস ও ফিদিক তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল- এর সব ক'টি তিনি পরিত্যাগ করেন এবং মুসলমানদের হাতে প্রত্যার্পণ করেন, শুধুমাত্র সুয়াইদা নামক স্থানের একটি নির্ঝরিণী তিনি নিজের অধিকারে রাখেন। এটি তিনি নিজের অর্থে খোদাই করেছিলেন। এর মুনাফা প্রতি বছর তাঁর হাতে আসতো এবং তা প্রায় দেড়শো দিনার হতো।

যখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যা কিছু তাঁর অধিকারভুক্ত রয়েছে, তার সবই তিনি মুসলমানদের হাতে প্রত্যার্পণ করবেন তখন অন্যায়ভাবে অধিকারভুক্ত মুসলমানদের সকল অধিকার প্রত্যার্পণ করতে হবে এই বলে জনগণকে আহ্বান জানাবার নির্দেশ দিলেন। সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে তিনি মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেনঃ

'নাগরিকবৃন্দ আমাদেরকে বহু জিনিস দিয়েছিলেন, সেগুলো আমাদের গ্রহণ করাও উচিত ছিল না, কাউকে দান করাও উচিত ছিল না। এসব সম্পদ আমার হস্তগত হয়েছিল। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আমার নিকট হিসাব চাইতে পারতো না। তোমরা শুনে নাও, আমি এ ধরনের সমস্ত ধন-সম্পদ প্রত্যার্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। তবে এ কাজ আমি আমার ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ থেকেই শুরু করছি।

এরপর তিনি স্বীয় মহিষী ফাতেমা ইবনেতে আব্দুল মালেকের মামলা হাতে নিলেন। তিনিও তাঁকে বললেন, "তুমি তোমার গহনা বাইতুলমালে দাখিল

www.nagorikpathagar.org

করে দাও নতুবা আমাকে তোমার থেকে পৃথক হবার অনুমতি দাও। দু'টোর একটা গ্রহণ কর। আমার পক্ষে ওগুলোর সাথে ঘরে বসবাস করা সম্ভব নয়"। ফাতিমা বললেন, "আমিরুল মুমিনীন! আমি আপনাকেই গ্রহণ করবো। একটি হীরকের কিইবা মূল্য। ওর চাইতে হাজার গুণ মূল্যবান জিনিস হলেও আমি তার মোকাবেলায় আপনাকে অগ্রাধিকার দিতাম"। এরপর তাঁর নির্দেশে ওটা বাইতুলমালে জমা করা হলো। যখন ওমর ইবনে আবদুল আজিজ ইন্তেকাল করেন এবং ইয়াজিদ ইবনে আবদুল মালেক সিংহাসনে আরোহন করেন তখন তিনি তাঁর বোন ফাতিমাকে বলেন, তুমি যদি চাও তবে তোমার হীরক তোমাকে ফেরত দেয়া যেতে পারে"। তিনি জবাবে বলেন, "আমি ওটা ওমরের জীবদ্দশায় অত্যন্ত আনন্দের সাথে দিয়েছিলাম, আজ তার ইন্তেকালের পর আমি তা কিছুতেই গ্রহণ করবো না"।

ওমর ইবনে আবদুল আজিজ শুধু অবৈধ সম্পদ ফেরত দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুসারে তিনি নিজের জন্য 'বাইতুলমাল' থেকেও কোন কিছু গ্রহণ করতেন না। তিনি যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ থেকেও নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে একটি পয়সাও ব্যয় করতেন না। অথচ হযরত ইবনে আব্দুল আজীজকে হযরত ওমর ফারুকের সমান গ্রহণ করতে অনুরোধ করলে তিনি তার জবাবে বলেন, "ওমর ইবনে খাত্তাবের নিকট ব্যক্তিগত সম্পত্তি মোটেই ছিল না- এদিকে আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি যা আছে তাতে আমার বেশ চলে যায়"।

তিনি মারওয়ানের বংশধরকে অর্ধেক সম্পত্তি আসল মালিকদের নিকট প্রত্যার্পণে উদ্বুদ্ধ করেন। বর্ণিত আছে যে, হেমসের একজন অমুসলিম এসে বলেছিল, "আমিরুল মুমিনীন! আমার অনুরোধ, আল্লাহর বিধান অনুসারে নিস্পত্তি করে দিন"। তিনি বললেন, "কি ব্যাপারে"? সে বললো, "আব্বাস ইবনে ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালেক আমার ভূমি কেড়ে নিয়েছে"। আব্বাস সেখানেই বসা ছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন "আব্বাস, কি বলতে চাও"? আব্বাস বললো, "ওটা আমাকে (পিতা) ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিক দিয়েছেন। এ সম্পর্কে তিনি আমাকে লিখিত দলিলও দিয়েছেন"। তিনি আগন্তুককে বললেন, "এখন তোমার বক্তব্য কি? সে বললো, "আমিরুল মুমিনীন! আপনি আমাকে আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফায়সালা করে দিন"। ওমর বললেন, "হ্যাঁ, ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিকের দলিলের চাইতে আল্লাহর ফরমানই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। তুমি এর জমি ফিরিয়ে দাও"। তৎক্ষণাৎ সে তার জমি ফিরিয়ে দিল।

www.nagorikpathagar.org

রওহ নামে ওয়ালিদের এক ছেলে ছিল। সে আশৈশব গ্রামে লালিত পালিত হওয়ার দরুণ দেখতে সম্পূর্ণ গ্রাম্য বলে মনে হতো। কতিপয় ব্যক্তি ওমরের নিকট হেমসে অবস্থিত কয়েকটি দোকান সম্পর্কে মোকাদ্দমা রুজু করে। আসলে এই দোকানগুলো ছিল অভিযোগকারীদের, কিন্তু ওয়ালিদ তা রওহের নামে লিখিয়ে দেন। ওমর রওহকে ডেকে তাদের দোকান প্রত্যার্পণের নির্দেশ দেন। ওমর বললেন, দোকান ওদের এ সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। তুমি ফিরিয়ে দাও"। রওহ ফিরে গিয়ে জবাব দেয়, দোকান ওয়ালিদের। দলিল দিয়ে তোমাদের কোন কাজ হবে না। হেমসের এক ব্যক্তি ওমরের কাছে উপস্থিত হয়ে রওহের হুমকির কথা কথা জানালো। এরপর ওমর তার দেহরক্ষী বাহিনীর সেনাপতি কাব ইবনে হামেদকে নির্দেশ দিলেন, "রওহের নিকট গিয়ে বল যে, সে যেন দোকান তার মালিকদের ফিরিয়ে দেয়। যদি ফিরিয়ে দেয় উত্তম, নচেৎ তার মস্তক ছেদন করে আমার কাছে হাজির কর"। একথা শুনে রওহের এক শুভাকাঙ্খী দরবার থেকে বেরিয়ে এল এবং আমিরুল মুমিনীনের নির্দেশের কথা ব্যক্ত করলো। শুনে রওহের চৈতন্য বিলুপ্ত হবার উপক্রম হলো। কাব তার নিকট অর্ধোন্মুক্ত তরবারী হাতে নিয়ে উপনীত হলো। কাব বলা মাত্রই সে গিয়ে দোকান খালি করে দিল।

সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালেক উমাইয়া বংশোদ্ভুত আম্বাসা ইবনে সাঈদ ইবনুল আসকে ২০ হাজার দিনার উপহার দেন। বিভিন্ন সরকারী দপ্তর ঘুরে নির্দেশনামাটি মোহরের দপ্তরে এসে উপনীত হয় এবং কেবল টাকা গ্রহণ করা বাকী থাকতেই সুলাইমানের মৃত্যু হয়। আম্বাসা ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের বন্ধু ছিলেন। ভোর রাতেই তিনি ওমরের নিকট উক্ত উপহারটির ব্যাপারে আলাপ করার জন্য রওনা হন। এসে দেখেন, তার দুয়ারে বনু উমাইয়ার লোকেরা দাঁড়িয়ে। তারাও নিজ নিজ ব্যাপারে কথা বলার জন্য সাক্ষাতপ্রার্থী। আম্বাসাকে দেখে তারা ভাবলেন যে, আমরা নিজেরা আলাপ আলোচনা করার পূর্বে এর সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হয় তা-ই দেখে নেয়া যাক। আম্বাসা তাঁর নিকট গিয়ে বললেন, "আমিরুল মুমিনীন! সুলাইমান আমাকে ২০ হাজার দিনার দেয়ার নির্দেশ জারী করেছিলেন। এই নির্দেশ মোহরের দপ্তরে পৌঁছে গিয়েছিল এবং কেবল ওটা গ্রহণ করা বাকী ছিল। এমন সময় তার ইন্তেকাল হয়ে যায়। আমার বিশ্বাস, আপনি এই মহানুভবতার কাজটি সম্পূর্ণ করে দেবেন। কেননা সুলাইমানের চেয়েও আপনার সাথে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর"। ওমর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত টাকা'? তিনি বললেন, '২০ হাজার দিনার। ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ বললেন, '২০ হাজার দিনার তো মুসলমানদের চার হাজার পরিবারের জন্য যথেষ্ট। এতটা অর্থ আমি কি করে

এক ব্যক্তিকে দিয়ে দিতে পারি? আমি তা কিছুতেই পারবো না'। আম্বাসা বলেন, এ কথা শুনে আমি সেই দলিলটি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেই-যাতে অর্থের কথা লিখিত ছিল। ওমর বললেন, 'দলিল তুমি নিজের কাছেও রাখতে পার। কারণ আমার পরে এমন লোকও ক্ষমতাসীন হতে পারে, যে এই সরকারী অর্থের ব্যাপারে আমার চাইতে বেশী দু:সাহসী হবে এবং এই দলিলে লিখিত টাকা তোমাকে হয়তো দিয়ে দেবে"। এ কথা শুনে আমি দলিলটি তুলে নিলাম এবং বাইরে এসে বনু উমাইয়ার লোকদেরকে আমার সাথে খলিফার আচরণের কথা খুলে বললাম। তারা বলে উঠলো, "এর পরে আর আমাদের কোনো আশা নেই। তুমি গিয়ে খলিফার নিকট আবেদন কর যেন আমাদেরকে অন্য কোন অঞ্চলে গিয়ে বসবাস করার অনুমতি দেন"। আমি তাঁর নিকট পুনরায় গিয়ে বললাম, "আমিরুল মুমিনীন! আপনার বংশের লোকেরা আপনার দরজায় দাঁড়িয়ে আগে তাদেরকে যে সব বৃত্তি দেয়া হতো তা এখনও জারী রাখার আবেদন জানাচ্ছে"। ওমর জবাব দিলেন, "খোদার শপথ! এ অর্থ আমার নয় আর আমি এ ধরনের দান করার অবকাশও দেখি না"। আমি বললাম, "আমিরুল মুমিনীন! তাহলে তারা অন্য অঞ্চলে গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করার অনুমতি চাচ্ছে"। তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি। তবে আমার মতে তোমার এখানে থাকাই উত্তম। তোমার কাছে যথেষ্ট পুঁজি রয়েছে। এদিকে আমি সুলাইমানের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বিক্রি করবো। দেখা যেতে পারে, তুমি সেখান থেকে এমন কিছু কিনতে পার কিনা যার লভ্যাংশ দ্বারা তোমার এই ক্ষতিপূরণ হতে পারে। আম্বাসা বলেন, "আমি সেখানে অপেক্ষা করতে লাগলাম এবং সুলাইমানের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে এক লাখ দিনারের জিনিসপত্র কিনে তা ইরাকে নিয়ে দু'লাখ দিনারে বিক্রি করলাম। আমি সেই দলিলও সংরক্ষণ করেছিলাম। ওমরের ইন্তেকালের পর ইয়াজীদ ইবনে আব্দুল মালেকের নিকট উক্ত দলিল নিয়ে উপনীত হই এবং তিনি সেই ২০ হাজার দিনার আমাকে দিয়ে দেন"।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ মারওয়ানের বংশধরকে ডেকে বলেন যে, "তোমাদেরকে আল্লাহ্ বিপুল ধন-ঐশ্বর্য দান করেছেন। আমার ধারণা মতে উম্মতের সামগ্রীক সম্পদের অর্ধেক অথবা দুই-তৃতীয়াংশ তোমাদের কুক্ষিগত রয়েছে। সুতরাং জনসাধারণের যা কিছু প্রাপ্য তোমাদের নিকট রয়েছে তা তাদের নিকট প্রত্যার্পণ কর। আমাকে বল প্রয়োগে বাধ্য করো না"। কিন্তু কেউ এ কথার জবাব দিল না। তিনি বললেন, "তোমরা আমার কথার জবাব দাও"। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলে উঠলো, "আমরা আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি পরিত্যাগ করতে পারবো না। আমরা এভাবে নিজেদের সন্তান-সন্ত

www.nagorikpathagar.org

তিদেরকে নিঃস্ব বানিয়ে দিতে এবং পিতৃপুরুষদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে পারবো না, তা আমাদের মস্তক ছেদন করাই হোক না কেন"? ওমর বললেন, "খোদার শপথ! যদি আমি আশংকা না করতাম যে, জনগনের অধিকারের জন্য আমি এই চেষ্টা সাধনায় লিপ্ত রয়েছি, তাদেরকেই তোমরা দলে ভিড়িয়ে ফেলবে তাহলে আমি অল্প সময়ের মধ্যেই তোমাদেরকে জব্দ করে ছাড়তাম। কিন্তু আমার গোলযোগের আশংকা রয়েছে। যদি আল্লাহ্ আমাকে আরো কিছু দিন জীবিত রাখেন, তাহলে আমি প্রত্যেক নাগরিককে তার ন্যায্য অধিকার দিয়ে তবে ক্ষান্ত হব"। (ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ, আহম্মদ জাকি সফওয়াত)

কিন্তু তিনি নিজ বাসনা অনুসারে এতটা আয়ু লাভ করতে পারেননি যাতে সকলের অধিকার ফিরিয়ে দেয়া যায়। তবে পরবর্তী শাসকরা তার প্রদর্শিত পথের পরিবর্তে উমাইয়াদের পথে চলতে থাকে। এরপর আব্বাসীয়রাও এল বাদশাহ্ হয়ে। তারা যখন এল, তখন দেশে বিপর্যয় ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছিল, দেশবাসী ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল। কেননা উমাইয়া শাসকরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদেরকে ইসলামী জীবন পদ্ধতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। বস্তুতঃ আব্বাসীয় শাসন উমাইয়া শাসনের চাইতে উত্তম ছিল না। সেটাও ছিল একই ধরনের স্বৈরাচারী রাজতান্ত্রিক শাসন।

একবার কবি জারির তার প্রশংসা করে এক কবিতা পাঠ করেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ তাকে বলেন, "জারির! তুমি কি মুহাজিরদের সন্তান, যে তাদেরকে যা দিয়ে থাকি তা তোমাদেরকেও দেব? তুমি কি আনসারদের সন্তান, যে তাদেরকে যা দিয়ে থাকি তা তোমাকেও দেব? না তুমি কোন গরীব লোক যে, তোমাকে তোমার জাতির সদকা ও যাকাতের তহবিল থেকে কিছু দেয়ার নির্দেশ দেব"?

সে জবাব দিল, "আমিরুল মুমিনীন! আমি এর কোনোটি নই। বরং আমি সর্বাপেক্ষা স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান। আমাকে সাবেক শাসক এর পুরস্কার হিসাবে চার হাজার দিরহাম ও তার সাথে মূল্যবান কাপড়-চোপড় ও সওয়ারীর জন্তু দিতেন। ওগুলো গ্রহণ করা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে তাই আপনার কাছে আমি সেই পুরস্কার চাই"।

ওমর জবাব দিলেন, "প্রত্যেক নিজ নিজ কাজের প্রতিফল আল্লাহর কাছে পাবে। তবে আমার যতদূর জানা আছে, আল্লাহর সম্পদে (রাষ্ট্রীয় কোষাগারে) তোমার কোন প্রাপ্য নেই। তবে আমার ব্যক্তিগত ভাতা লাভ করা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আমি হিসাব করে দেখেবো যে, আমার পরিবারবর্গের ভরণ-

www.nagorikpathagar.org

পোষণের জন্য সারা বছরে কত লাগে। যত লাগে ততটা আমি রেখে কিছু অবশিষ্ট থাকলে তা তোমাকে দিয়ে দেব"। জারির বললো, "না আমার দরকার নেই। আল্লাহ আমিরুল মুমিনীনকে আরো বেশী দান করুক, আমি সন্তুষ্ট মনে বিদায় হচ্ছি"। তিনি বললেন, "এটাই আমার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় পন্থা"। জারির সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হলে ওমর ভাবলেন, ও আবার নিন্দাবাদও করতে পারে। এর একটা প্রতি- বিধান করা উচিত। এই ভেবে তিনি তাকে পুনরায় ডেকে আনতে নির্দেশ দিলেন। জারির এলে তিনি বললেন, "আমার কাছে চল্লিশটি দিনার ও দুই জোড়া কাপড় আছে। এর এক জোড়া ধুয়ে অপর জোড়া পরি। আমি এই জিনিসগুলোর অর্ধেক তোমাকে দিতে পারি। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা স্বাক্ষী আছেন, তোমার চাইতে ওমরের এই জিনিসগুলোর বেশী প্রয়োজন"। জারির বললো, "আমিরুল মুমিনীন! আল্লাহ আপনাকে আরো বেশী দিন। খোদার শপথ! আমি সন্তুষ্টচিত্তেই যাচ্ছি। এগুলোর আমার কোন দরকার নেই"। তিনি বললেন, "বেশ! তাহলে তুমি যখন শপথ করে বললে, তখন আমি তোমাকে বলতেই চাই যে, তুমি এই প্রার্থনা ও পুরস্কার গ্রহণ না করে আমাদেরকে যে অনটন থেকে অব্যাহতি দান করলে সেটা আমাকে তোমার কবিতা ও স্তুতিবাদের চেয়ে বেশী মুগ্ধ করেছে। এখন তুমি আমার বন্ধু হয়ে যাও"। (সাইয়েদ কুতুব)

৪৮. ভাতৃত্বের শিক্ষা

গিফার গোত্রের হযরত আবু যর (রা.) কোন ব্যাপারে হযরত আবু বকরের মুক্ত হাবশী গোলাম হযরত বিলালের ওপর চটে গেলেন। দু'জনই ছিলেন রাসূল (সা.)-এর সাহাবী। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে তিনি রাগের চোটে হযরত বিলালকে বলে ফেললেন, 'ইবনুস সওদা' (কালো চামড়া ধারিনীর ব্যাটা) কোথাকার! হযরত বিলাল রাসূল (সা.)-এর কাছে অভিযোগ দায়ের করলেন। রাসূল (সা.) আবু যর (রা.) কে বললেন, 'তুমি ওকে ওর মায়ের পরিচয় তুলে ভর্ৎসনা করলে? মনে হচ্ছে, এখনো তোমার মধ্যে কিছুটা জাহেলিয়াত অবশিষ্ট রয়েছে"। হযরত আবু যর (রা.) ভেবেছিলেন যে, জাহিলিয়াত সম্ভবতঃ কোন যৌন অপরাধকে বলা হয় এবং ওটা কেবল যুবকদের দ্বারাই সংঘটিত হতে পারে-এ জন্য তিনি বলেন, হে রাসূল, এই বুড়ো বয়সে? রাসূল (সা.) বললেন, 'হ্যাঁ, বিলাল তোমার ভাই'। এবার তিনি ভুলটা বুঝতে পারলেন, অনুতপ্ত হলেন, তওবা করলেন এবং অনুশোচনা ও বিনয় প্রকাশের জন্য হযরত বিলালকে অনুরোধ করলেন যে, তোমার পা দিয়ে আমার মুখমণ্ডল দলিত কর।

www.nagorikpathagar.org

৪৯. আইনের চোখে সবাই সমান

রাসূল (সা.)-এর জীবিত কালেরই ঘটনা। বনু মাখযুম গোত্রের ফাতিমা নাম্নী এক মহিলা চুরি করে ধরা পড়লো। তাকে রাসূল (সা.)-এর দরবারে হাজির করা হলো শাস্তি দেয়ার জন্য। কোরাইশদের জন্য ব্যাপারটা বড়ই বিব্রতকর হয়ে দেখা দিল। তাই তারা ভাবলো কাউকে দিয়ে শাস্তি মওকুফ করার সুপারিশ করা দরকার। স্থির হলো যে, যেহেতু যায়েদের ছেলে উসামা রাসূল (সা.)-এর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র, তাই কোরায়েশ তাকেই রাসূলের দরবারে সুপারিশের জন্য পাঠালেন। তিনি রাসূল (সা.)-এর সাথে আলোচনা করলেন। সব কথা শুনে রাসূল (সা.) ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি উসামাকে বললেন, 'স্বয়ং আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি হুদুদুল্লাহ-এর ব্যাপারে সুপারিশ করতে এসেছো, এতদূর ধৃষ্টতা তোমার?' এরপর সবাইকে জামায়েত করে তিনি একটি স্বতঃস্ফুর্ত জনসমাবেশে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেনঃ তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংসের প্রধান কারণ ছিল এই যে, তাদের দৃষ্টিতে যারা অভিজাত ছিল, তাদের কেউ অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দিতনা। আর কোন দুর্বল ব্যক্তি অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দিত। আল্লাহর কসম! চুরির অপরাধে ধৃত এই ফাতিমা যদি মুহাম্মদের (সা.)-এর মেয়ে ফাতিমাও হতো, তবে আমি তার হাতও না কেটে ছাড়তাম না।

৫০. সাম্যের শিক্ষা

একবার সালমান ফারসী, সোহায়েব রুমী ও বিলাল এক মজলিসে বসেছিলেন। কায়েস ইবনে মাতাতিয়া নামক জনৈক মুনাফিক সেখানে এসে বলতে লাগলোঃ 'আওস ও খাযরাজ যে মুহাম্মদের (সা.)-এর সাহায্য করেছে, সেটা না হয় বুঝলাম। কিন্তু এই তিন অনারবের (সালমান, সোহায়েব ও বিলাল) কী হলো বুঝলাম না।'

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল পার্শ্বেই ছিলেন। তিনি উঠে এলেন এবং লোকটার জামা ধরে টানতে টানতে রাসূল (সা.)-এর কাছে নিয়ে গেলেন। গিয়ে তাঁকে এর কথাগুলো জানালেন। রাসূল (সা.)-এর মুখমন্ডল লাল হয়ে গেল এবং তৎক্ষণাৎ মসজিদে নববীতে গিয়ে সমবেত মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বললেনঃ 'মনে রেখ, তোমাদের দ্বীন এক। কেউ পিতার ঔরস ও মায়ের উদর থেকে আরব হয়ে জন্ম নেয় না। আরবী তো একটা ভাষা। যে ব্যক্তি আরবীতে কথা বলে, সে-ই আরব।

www.nagorikpathagar.org

৫১. বিনয়ের উদাহরণ

ইতিহাসখ্যাত দানবীর হাতেম তাই-এর ছেলে আদী ইসলাম গ্রহণের আগে মদীনা এলেন। রাসূল (সা.)-এর আশেপাশে ক'জন সাহাবী ছিলেন। তাঁরা সবেমাত্র কোন যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছেন বলে মনে হচ্ছিল এবং যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম তখনো তাঁরা নামাননি। তাদের মধ্যে রাসূল (সা.)-এর একনিষ্ঠ আনুগত্য ও প্রগাঢ় ভক্তিশ্রদ্ধা দেখে আদী ইবনে হাতেম অভিভূত হয়ে যান। এই সময় মদীনার জনৈকা দরিদ্র মহিলা রাসূল (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হলো। সে বললোঃ হে রাসূল, আমি আপনার সাথে নিভৃতে কিছু কথা বলতে চাই। রাসূল (সা.) বললেনঃ মদীনার যে গলিতেই তুমি বলবে, সেখানে আমি শুনতে প্রস্তুত। তারপর তিনি তার সাথে উঠে গেলেন এবং কিছু দূরে গিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে তার কথা শুনে ফিরে এলেন। আদী ইবনে হাতেম এ পরিস্থিতি যখন দেখলেন, তখন তাঁর অকল্পনীয় মানবপ্রীতিতে তিনি এতই মুগ্ধ হলেন যে, তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে গেলেন।

৫২. কে বেশী সম্মান পাবার যোগ্য

এক নাগাড়ে একুশ বছরের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পর রাসূল (সা.) মক্কা জয় করলেন। যারা মিথ্যুক আখ্যায়িত করে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাঁকে গৃহছাড়া করেছিল এবং তাঁর সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল, তারা পরাজিত হয়ে তাঁর সামনে এল। এ সময়েও তিনি তাদেরকে সেই দাওয়াতই পুনরায় দিলেন এবং সেই মূলনীতির কথাই স্মরণ করিয়ে দিলেন, যা তিনি এক সময় মক্কার আশপাশের এলাকায় নগ্ন পায়ে ঘুরে ঘুরে প্রচার করতেন, অথবা শাসক হিসাবে মদীনায় প্রচার করছিলেন এবং মানবেতিহাসে একটা সম্পূর্ণ নতুন সভ্যতার পত্তন করছিলেন। বিজয় অর্জিত না হওয়ায় তিনি এ যাবত যে নীতিমালার কেবল প্রচারই চালিয়ে যাচ্ছিলেন, আজ তিনি সেগুলোর বাস্তবায়নের ঘোষণা দিলেন। তিনি কা'বা শরীফের দরজায় দাঁড়িয়ে বললেনঃ 'ওহে কোরাইশ জনতা, আজ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অহংকার ও তোমাদের বাপ-দাদার দর্প চূর্ণ করে দিচ্ছেন। মনে রেখ, সকল মানুষ আদম (আঃ)-এর সন্তান এবং আদম মাটি দিয়ে তৈরী'। সারা আরব উপদ্বীপে আভিজাত্যের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণকারী কোরাইশ নেতারা নীরবে মাথা নীচু করে তাঁর কথাগুলো শুনতে লাগলেন। এই সময় তিনি এ আয়াতটা পড়লেনঃ

www.nagorikpathagar.org

"হে মানব সকল! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা পরস্পর পরিচয়ের আদান-প্রদান করতে পার। আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই অধিক সম্মানিত যে সর্বাধিক চরিত্রবান ও খোদাভীরু"। (সূরা হুজুরাতঃ ১৩)

৫৩. শিশুর অধিকার রক্ষার দৃষ্টান্ত

একবার মদিনায় একটা বাণিজ্যিক কাফেলা এল। ঐ কাফেলায় নারী, পুরুষ ও শিশুরা ছিল। হযরত উমার (রা.) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফকে বললেন, আজকের রাতে কি আপনি ওদের পাহারা দিতে পারেন? তিনি রাযী হলেন। হযরত উমার ও আব্দুর রহমান ইবনে আওফ উভয়ে মিলে রাত জেগে কাফেলাকে পাহারা দিতে লাগলেন। এই অবস্থায় তারা তাহাজ্জুদের নামাযও পড়লেন। হযরত উমার একটা শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তার কাছে গিয়ে তার মাকে বললেনঃ 'আল্লাহকে ভয় কর এবং শিশুর দিকে লক্ষ্য রাখ। তারপর তিনি ফিরে এলেন'। কিছুক্ষণ পর আবারও কান্না শুনলেন। তিনি পুনরায় তার মার কাছে গেলেন এবং তাকে বললেনঃ 'আল্লাহকে ভয় কর এবং শিশুর যত্ন নাও'। শেষ রাতে শিশুটা আবার কেঁদে উঠলো। হযরত উমার তার মার কাছে গেলেন। তাকে বললেনঃ তোমার জন্য আমার ভীষণ দুঃখ হচ্ছে। তুমি মা হিসেবে খুবই খারাপ বলে মনে হচ্ছে। 'তোমার এই শিশু সারা রাত শান্তিতে ঘুমাতে পারেনি কী কারণে? মহিলা জানতো না যে, আমীরুল মুমিনীনের সাথে কথা বলছে। সে বললো, ওহে আল্লাহর বান্দা, তুমি রাতের প্রথমভাগ থেকেই আমার পেছনে লেগেছো। আমি এই শিশুকে জোরপূর্বক দুধ ছাড়াতে চেষ্টা করছি, কিন্তু সে কিছুতেই ছাড়ছে না।

হযরত উমারঃ কেন দুধ ছাড়াতে চাইছ?

মহিলাঃ কারণ খলীফা উমার শুধু সেই শিশুকে ভাতা দেয়, যে দুধ ছেড়ে দিয়েছে।

হযরত উমারঃ এই শিশুর বয়স কত?

মহিলাঃ কয়েক মাস হয়েছে।

হযরত উমারঃ তুমি দুধ ছাড়াতে এত তাড়াহুড়ো করো না।

এরপর তিনি ফজরের নামায এমন অবস্থায় পড়ালেন যে, তার কান্নার কারণে লোকেরা ক্বিরাত শুনতেই পায়নি। সালাম ফেরানোর পর বললেনঃ উমারের

www.nagorikpathagar.org

ধ্বংস অনিবার্য। কেননা সে মুসলমানদের শিশুদের হত্যা করেছে। এরপর নির্দেশ দিলেন, 'শহরে ঘোষণা করে দাও যে, কেবল ভাতার জন্য শিশুদের তাড়াতাড়ি দুধ ছাড়ানোর প্রয়োজন নেই। এখন থেকে প্রত্যেক শিশুকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই ভাতা দেয়া হবে'। যথাসময়ে সারা দেশে এই ঘোষণা প্রচার করা হলো।

৫৪. নজীরবিহীন এক ঘটনা

হযরত উমারের ভৃত্য আসলাম বর্ণনা করেন যে, আমি একদিন রাত্রে হযরত উমারের সাথে বের হলাম। চলতে চলতে আমরা মদীনা থেকে অনেক দূরে চলে গেলাম। আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের অবস্থা জানতে চেষ্টা করছিলাম। এক জায়গায় আমরা আগুন জ্বলতে দেখলাম। হযরত উমার বললেন. 'আমার মনে হয়, রাতের গভীরতা ও শীতের তীব্রতার কারণে কিছু লোক ওখানে রাত্রি যাপন করছে। চল যাই, ওদেরকে দেখে আসি'। আমরা দ্রুত পায়ে হেঁটে ওখানে পৌঁছলাম। আমরা দেখলাম, জনৈকা মহিলার চারপাশে কয়েকটা শিশু বসে আছে। চুলোয় একটা হাঁড়ি চড়ানো। শিশুরা কান্নাকাটি করছে। হযরত উমার মহিলাকে সালাম করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন তোমাদের কী অবস্থা এবং এখানে কী হচ্ছে? মহিলা বললো, 'রাত গভীর হয়ে গেছে এবং কনকনে শীত নেমেছে। তাই আমরা এখানে থেকে গেলাম'।

হযরত উমারঃ শিশুরা কাঁদছে কেন?

মহিলাঃ ওদের খিদে পেয়েছে।

হযরত উমারঃ ঐ হাঁড়িতে কী?

মহিলাঃ ওতে কেবল পানি। শিশুদেরকে প্রবোধ দেয়ার জন্য ওটা চড়িয়েছি, যাতে ওরা চুপ করে ও ঘুমিয়ে যায়। আমাদের ও খলীফা উমারের মধ্যে আল্লাহই ফায়সালা করবেন। মহিলা বুঝাতে চেয়েছিল যে, উমার আমাদের প্রতি সুবিচার করছেন না।

হযরত উমারঃ তোমাদের কথা জানবেন কি করে?

মহিলাঃ তাহলে সে খলীফা হয়েছে কেন? আমাদের অবস্থা সম্পর্কে সে যখন উদাসীন, তখন তার খলীফা হওয়ার মানে কী?

আসলাম বলেন, এই পর্যায়ে হযরত উমার আমাকে বললেন, 'চল যাই।' এরপর আমরা দ্রুতপদে সেখান থেকে রওনা হলাম। হযরত উমার আমাকে

www.nagorikpathagar.org

সাথে নিয়ে সোজা আটার গুদামে প্রবেশ করলেন। তিনি এক বস্তা আটা ও এক বোতল তেল নিলেন। তারপর আমাকে বললেন, 'এই জিনিসগুলো আমার ঘাড়ে তুলে দাও।' আমি বললাম: 'আমি ঘাড়ে তুলে নিচ্ছি'। হযরত উমার ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ধমক দিয়ে বললেন, 'তুমি কি কিয়ামতের দিনও আমার বোঝা বহন করবে'? অগত্যা আমি বস্তা ও তেলের বোতল তাঁর ঘাড়ে তুলে দিলাম। তারপর আমরা দু'জন জোর কদমে রওনা হলাম। হযরত উমার তার বয়ে আনা খাদ্যদ্রব্য মহিলার সামনে নামিয়ে রাখলেন। খানিকটা আটা বের করে মহিলাকে দিয়ে বললেন, এটা দিয়ে রুটি বানাও। আমি চুলোর আগুনকে আরও তীব্র করি। তিনি হাঁড়ির নীচে ফুঁক দিতে লাগলেন। তাঁর ঘন দাড়ির ভেতর থেকে আমি শাঁ শাঁ করে ধূয়া বেরুতে দেখছিলাম। রুটি তৈরী হয়ে গেলে হযরত উমার নিজেই তা চুলো থেকে নামালেন এবং শিশুরা তৃপ্তি সহকারে খাওয়া-দাওয়া না সারা পর্যন্ত তিনি ঠায় বসে রইলেন। এরপর হযরত উমার বিদায় হলেন। আমিও তাঁর সাথে রওনা হলাম। মহিলা বলতে লাগলো: "আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। খিলাফতের পদের জন্য উমারের চেয়ে আপনিই বেশী যোগ্য"। হযরত উমার বললেন, : "তোমার প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ। কাল যখন তুমি আমীরুল মুমিনীনের দরবারে আসবে, তখন সেখানে আমার সাথে দেখা হবে, ইনশা আল্লাহ্"। তারপর হযরত উমার সেখান থেকে এসে ওদের তাঁবুর পাশেই লুকিয়ে ভেতরে কী হচ্ছে দেখতে লাগলেন। আমি বললাম: আপনার জন্য এটা ঠিক হচ্ছে না। তিনি কোন জবাব দিলেন না। আমরা দেখলাম ঐ মহিলার শিশুরা খেলছে। কিছুক্ষণ পর তারা ঘুমিয়ে গেল। হযরত উমার আলহামদুলিল্লাহ বলে রওনা হলেন এবং আমাকে সম্বোধন করে বললেন: 'শোন আসলাম, ওরা খিদের চোটে ঘুমাতে পারছিল না। ওদেরকে শান্ত হয়ে ঘুমাতে না দেখা পর্যন্ত আমি স্বস্তি পেতাম না। এ জন্যই ওদেরকে লুকিয়ে দেখলাম'।

৫৫. নারী ও শিশুর অধিকার রক্ষার আরো একটি দৃষ্টান্ত

রাতের বেলা ছদ্মবেশে ঘুরে ঘুরে প্রজাদের অবস্থার খোঁজখবর নেয়া হযরত উমারের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। একদিন রাতের বেলা তিনি মদিনার বাইরে একটা জনপদে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সহসা তিনি কান্নার শব্দ শুনলেন। শব্দটা এক তাঁবু থেকে আসছিল। সেই তাঁবুর দরজায় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়েছিল। হযরত উমার (রা.) তাকে সালাম করলেন এবং তার পরিচয় জানতে চাইলেন। সে বললো: আমি একজন গ্রামবাসী। এখানে আমীরুল মুমিনীনের

www.nagorikpathagar.org

কাছ থেকে সাহায্য চাইতে এসেছি। হযরত উমার বললেন: কান্নার শব্দটা কেন? লোকটা হযরত উমার (রা.) কে বললেন: আপনি ভাই নিজের কাজে যান। যে বিষয়ের সাথে আপনার কোন সংশ্রব নেই, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আপনার কাজ নেই। সে জানতো না যে, সে কথা বলছে স্বয়ং আমীরুল মুমিনীনের সাথে। হযরত উমার নাছোড়বান্দা। তিনি কিছুতেই না শুনে ছাড়বেন না। সে বললো: আমার স্ত্রী প্রসব বেদনায় ছটফট করছে এবং তাকে সাহায্য করার মত এখানে কেউ নেই। হযরত উমার তৎক্ষণাৎ ঘরে ফিরলেন। স্ত্রী হযরত উম্মে কুলসুম ইবনেতে আলী (রা.) কে বললেন: আল্লাহ্ তোমার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন এমন পূণ্য কাজে কি তোমার আগ্রহ আছে? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেই পুণ্যকাজটা কি? হযরত উমার তাকে বিশদ বিবরণ দিলেন এবং নবজাতক শিশু ও তার মায়ের প্রয়োজনীয় পোশাক, খাবার ও ঘি ইত্যাদি সাথে নিতে বললেন। হযরত উমার এই জিনিসগুলো হাতে নিয়ে রওনা হলেন, এবং উম্মে কুলসুম তাঁর পেছনে পেছনে চললেন। উভয়ে সেই তাঁবুর সামনে পৌঁছলেন। হযরত উমার উম্মু কুলসুমকে তাঁবুর ভেতরে যেতে বললেন। তিনি নিজে বাইরে পুরুষটার সাথে বসে রইলেন এবং আগুন জ্বালিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করতে লাগলেন। তখনো ঐ গ্রামবাসী লোকটি টের পায়নি যে, সে পৃথিবীর এক অসাধারণ মানুষের কাছে বসে রয়েছে। ইত্যবসরে তাঁবুর অভ্যন্তরে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। উম্মে কুলসুম ভেতর থেকে বললেন: আমীরুল মুমিনীন, আপনার বন্ধুকে নবজাতকের জন্মের সুসংবাদ দিন। গ্রামবাসী উম্মু কুলসুমের কথাটা শুনতেই ভয়ে আঁতকে উঠে হযরত উমারের কাছ থেকে সরে বসতে লাগলো। কারণ সে ইতিপূর্বে তাঁর সাথে অশোভন আচরণ করেছে। হযরত উমার বললেন: স্বাভাবিকভাবে বসে থাক। তারপর উম্মে কুলসুমকে বললেন, মহিলাকে খাবার খাওয়াতে। আর নিজে, পুরুষ লোকটাকে খাওয়ালেন। তারপর বললেন, 'আমার কাছে এসো'। পরদিন সকালে খলিফার দরবারে গিয়ে তারা দেখলো, শিশুর জন্য ভাতা নির্ধারিত হয়ে গেছে এবং তাদেরকেও বখশিশ দেয়া হয়েছে।

৫৬. ইসলামে ধর্মবৈষম্যের স্থান নেই

মুসলমানরা যখন মিসরে সৈন্য নামালো এবং তারা মিশরের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে গেল, তখন মিসরের শাসক মুকাওকিস মুসলমানদের সাথে কথা বলার জন্য একটা প্রতিনিধি দল পাঠালো এবং জানতে চাইল যে, তারা কী চায়? সেনাপতি হযরত আমর ইবনুল 'আস দশ ব্যক্তির একটা প্রতিনিধি দল

www.nagorikpathagar.org

তার কাছে পাঠালেন। দলটির আমীর নিযুক্ত হলেন হযরত উবাদা ইবনুস সামেত এবং তাকেই মুকাওকিসের সাথে কথা বলার অনুমতি দেয়া হলো। হযরত উবাদা ছিলেন ঘোর কৃষ্ণবর্ণের মানুষ এবং অত্যন্ত দীর্ঘদেহী। এই প্রতিনিধি দল যখন মুকাওকিসের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেল এবং দলনেতা হযরত উবাদা সামনে এগিয়ে গেলেন, তখন তাঁর চেহারা ও বিশাল দেহাকৃতি দেখে মুকাওকিস আতংকিত হয়ে পড়লো। সে তার প্রতিনিধি দলের সদস্যকে বললো: 'ঈশ্বরের দোহাই! তোমরা এই কালো মানুষটাকে আমার কাছ থেকে দূরে রাখ। আমার সাথে আলাপ-আলোচনা করার জন্য অন্য কাউকে পাঠাও'। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা সমস্বরে বললো: ইনি বিদ্যা-বুদ্ধিতে, প্রজ্ঞায় ও সূক্ষ্মদর্শিতায় আমাদের সবার চেয়ে উত্তম। ইনি আমাদের দলনেতা। ওঁর মতামত ও কথাবার্তা আমাদের শীরোধার্য। তাছাড়া আমাদের সেনাপতি ওকে কিছু বিশেষ নির্দেশ দান করেছেন এবং আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন, যেন তার হুকুম অমান্য না করি'।

মুকাওকিস বললো: একজন কালো মানুষ তোমাদের নেতা হয়ে গেল-এটা তোমরা মেনে নিলে কি করে! ওর তো তোমাদের অধীনস্থ হওয়া উচিত ছিল'। প্রতিনিধি দল বললো: 'তিনি যখন বিদ্যা-বুদ্ধিতেও আমাদের চেয়ে দক্ষ এবং প্রজ্ঞা ও দূরদর্শীতায়ও আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তখন এটা কিভাবে সম্ভব? শরীরের কালো রং-এর কথা বলছেন? ওটা আমাদের দৃষ্টিতে কোন দোষই নয়'। অগত্যা মুকাওকিস লা-জওয়াব হয়ে হযরত উবাদাকে বললো: 'ওহে কালো মানুষ, সামনে আস। তবে কথাবার্তা নম্রভাবে বলবে। কারণ একে তো তোমার কালো রং-এর কারণে আমার শরীরে কম্পন শুরু হয়ে গেছে। তদুপরি তুমি যদি কর্কশ স্বরে কথা বল, তা হলে আমার আতংক আরো বেড়ে যাবে'। হযরত উবাদা (রা.) মুকাওকিসের এই ভীতি দেখে বললেন: 'আরে ভাই, আমাদের বাহিনীতে তো এক হাজার এমন কালো সৈন্য রয়েছে, যারা আমার চেয়েও কালো'।

৫৭. কালো মানুষ আতা (রহ.) এর মর্যাদা

উমাইয়া শাসক আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান হজ্জের মওসুমে ঘোষণা করতেন যে আতা ইবনে আবি রাবাহ ছাড়া আর কেউ ফতোয়া দিতে পারবে না। তিনি ছিলেন মক্কার শ্রেষ্ঠ আলেম, ইমাম ও ফিকাহবিদ। কিন্তু জানেন কি এই ব্যক্তির চেহারা কেমন ছিল? চ্যাপ্টা নাক ও কোঁকড়া চুলওয়ালা একজন ঘোরতর কালো বর্ণের খোঁড়া নিগ্রো লোক ছিলেন। তাঁর সামনে কয়েক মিনিট

www.nagorikpathagar.org

বসে থাকতেও ভয় লাগতো। তিনি যখন তাঁর হাজার হাজার সাদা রং-এর শিষ্য শাগরিদকে হাদীস ও ফিকাহ্ পড়াতেন, তখন মনে হতো, কার্পাসের ক্ষেতে একটা কালো কাক বসে আছে। এই ঘোর মিশমিশে কালো, চ্যাপ্টা নাকওয়ালা ব্যক্তিকেই আমাদের সভ্যতা একজন ইমামের মর্যাদা দান করেছিল। জনগণ তাঁর কাছ থেকে ফতোয়া আনতে যেত এবং তাঁর ব্যক্তিত্বই একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রূপ ধারণ করেছিল। তাঁর কাছ থেকে সাদা রং-ধারী হাজার হাজার আলিম ও ফকীহ্ তৈরী হয়ে বেরুত। এই শিষ্যদের কাছে তিনি ছিলেন একজন পরম সম্মানিত ভক্তিভাজন ও প্রিয় উস্তাদ।

৫৮. কনস্টান্টিনোপল বিজয়ী সুলতান মুহাম্মদের উদারতা

ইসলামী শাসনে খ্রিস্টানরা সব সময়ই পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করেছে এবং তাদের নেতারা স্ব-ধর্মীয়দের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব করার সুযোগ পেয়েছে। তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সরকার মোটেই হস্তক্ষেপ করতো না। খ্রিস্টানরা ইসলামী শাসনাধীনে এমন পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করেছে যে, রোম সম্রাটদের শাসনামলে তার এক শতাংশও তাদের ভাগ্যে জোটেনি। এ ব্যাপারে বিশেষত-কনস্টান্টিনোপল বিজয়ী সুলতান মুহাম্মদের উদারতা ও মহানুভবতার কথা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তিনি যখন কনস্টান্টিনোপল জয় করেন, তখন ঐ শহরের অধিবাসীরা সকলেই ছিল খ্রিস্টান। এই শহর তখন সমগ্র প্রাচ্য দেশীয় ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের জন্য পিটার অব ইয়ার্কের রাজধানী ছিল। সুলতান সমগ্র দেশবাসীকে পূর্ণ নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিলেন। তাদের সামরিক বাহিনীতে ভর্তি হওয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো। তাদের নেতাদেরকে অধিকার দেয়া হলো, তারা নিজেরাই তাদের নিজেদের জন্য আইন রচনা করবে ও তাদের ভেতরকার বিবাদ-বিসম্বাদ মিটিয়ে দেবে। এ সব ব্যাপারে সরকার কখনো বিন্দুমাত্রও হস্তক্ষেপ করেনি। সেখানকার খ্রিস্টান শাসকরাও সুলতান মুহাম্মাদের আচরণ ও কনস্টান্টিনোপলের বাইজেন্টাইন শাসকদের আচরণে আকাশ পাতাল ব্যবধান অনুভব করতো। বাইজেন্টাইন শাসকরা ধর্মীয় মতভেদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতো এবং নিজেরা যে আকীদা-বিশ্বাসের অনুসরণ করতো, তার অনুসারীদেরকে অন্যান্য আকীদা-বিশ্বাসের অনুসারীদের ওপর অগ্রাধিকার দিত। এ কারণে সেখানকার খ্রিস্টানরা মুসলমান শাসন ও শাসকদেরকে খুবই পছন্দ করতো। কারণ তারা যে উদারতা ও মহানুভবতা প্রদর্শন করতো, খ্রিস্টান শাসকদের কাছ থেকে তার বিন্দুবিসর্গও তারা পেত

www.nagorikpathagar.org

না। রোমের পিটার অব ইয়ার্ককে এত ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল যে, তার অবস্থা দাঁড়িয়েছিল রাষ্ট্রের ভেতরে রাষ্ট্রের অনুরূপ। তারা পাঁচশো বছর পর্যন্ত এভাবেই স্বাধীন জীবন যাপন করতে থাকে। তাদের এ স্বাধীনতা এত দৃঢ় ও স্থিতিশীল ছিল যে, তাদের কোন সেনাবাহিনীর প্রয়োজন ছিল না এবং তাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কোন করও তাদের দিতে হতো না। কিন্তু বড়ই পরিতাপ ও লজ্জার বিষয়, ইতিহাসের এই নজীরবিহীন ধর্মীয় উদারতার ভিত্তিতে খ্রিস্টানদেরকে যে সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছিল তারা তার অবৈধ প্রয়োগ করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পাশ্চাত্যবাসী এই সব শহরে ইসলামী ও স্থানীয় শাসনের স্মৃতিবিজড়িত স্থান ও বৈশিষ্ট্যগুলোর বিলোপ সাধনের নিমিত্তে বিশ্বাসঘাতকতা মূলক ভূমিকা পালন করে।

৫৯. বিধর্মীদের প্রতি আব্বাসীয় খলিফাদের উদারতা

যে ক'জন খ্রিস্টান চিকিৎসক মুসলিম শাসকদের আমলে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাদের মধ্যে জারজীস ইবনে বাখতিশু ছিলেন অন্যতম। ইনি খলিফা মানসুরের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। মনসুর তার আরাম-আয়েশের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন। জারজীসের স্ত্রী ছিল বুড়ী। তাই মানসুর তার কাছে তিনজন সুন্দরী যুবতী দাসী পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু জারজীস এই বলে তাদেরকে ফেরত পাঠালেন যে, আমার ধর্ম এক স্ত্রী থাকতে আর কোন স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয় না। এতে মানুসর খুবই খুশী হলেন এবং তাকে আরো পদোন্নতি দান করলেন। জারজীস রোগাক্রান্ত হলে মানসুর তাকে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে ডেকে আনলেন এবং নিজে গিয়ে তার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিলেন। জারজিস মানসুরের কাছে স্বদেশে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন, যাতে নিজের বাপ দাদাদের পাশে সমাহিত হবার সুযোগ পান। মানসুর তাকে অনুরোধ করলেন যে, আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, তাহলে বেহেশতে যেতে পারবেন। জারজীস জবাবে বললেন, "আমি আমার বাপ-দাদাদের সাথেই সমাহিত হতে চাই, তা তারা দোজখ বা বেহেশত যেখানেই থাকুন না কেন"। মানসুর হাসলেন এবং তাকে দশ হাজার আশরাফী সমেত তার পৈতৃক বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিলেন।

www.nagorikpathagar.org

৬০. ওহুদ যুদ্ধে আহত রাসূল (সাঃ)

ওহুদ যুদ্ধে যখন রাসূল (সা.)-এর কয়েকটা নির্দেশ অমান্য করার কারণে মুসলমানদের পরাজয় ঘটলো, শত্রুরা তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেললো, তারা তাঁকে প্রাণে খতম করে দেয়ার জন্য তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, তিনি আহত হলেন, তাঁর দাঁত শহীদ হলো, মুখমণ্ডলে আঘাত লাগলো, বর্শার বৃত্ত তাঁর চোয়ালের ভেতরে ঢুকে গেল, তাঁর সাহাবীগণ জীবনের মায়া ত্যাগ করে তার বিরুদ্ধে পরিচালিত আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং শত্রুদের কবল থেকে তাঁকে উদ্ধার করলেন। সেই সময় কতিপয় সাহাবী অনুরোধ করলেন যে, আপনি এই হতভাগাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করুন। রাসূল (সা.) বললেনঃ "আল্লাহ আমাকে অভিশাপকারী হিসেবে পাঠাননি; প্রচারক ও করুণা হিসাবে পাঠিয়েছেন। হে আল্লাহ্, তুমি আমার অজ্ঞ জাতিটাকে সৎপথে পরিচালিত কর"।

ওহুদের যুদ্ধে শহীদকূল শিরোমণি হযরত হামযা (রা.) শহীদ হন। তিনি ছিলেন রাসূল (সা.) এর চাচা এবং আরবের শ্রেষ্ঠ ঘোড়সওয়ারদের অন্যতম। ওয়াহ্শী নামক একজন কৃতদাস তাঁকে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডটা নেহায়েত কাকতালীয় ঘটনা ছিল না। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা তাকে বিরাট পারিতোষিকের লোভ দেখিয়ে এই হত্যার প্ররোচনা দিয়েছিল। হযরত হামযা (রা.) যখন শহীদ হলেন, তখন হিন্দা রণাঙ্গনে এসে শহীদদের লাশের ভেতর থেকে হযরত হামযার লাশ খুঁজে বের করলো, তাঁর হৃৎপিণ্ড ও কলিজা বের করে দাঁত দিয়ে চিবালো এবং এভাবে শত্রুতা ও পাশবিকতার এক ঘৃণ্য বিশ্বরেকর্ড কায়েম করলো। এরপর কালের আবর্তনে এমন একটা অভাবনীয় দিনের আবির্ভাবও ঘটলো, যখন ওয়াহ্শী ও হিন্দা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূল (সা.) এর সামনে হাজির হলো। তিনি উভয়ের ইসলাম গ্রহণকে স্বাগত জানালেন। হিন্দার জন্য তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন। আর ওয়াহ্শীকে শুধু বললেনঃ "তুমি আমাদের কাছ থেকে দূরে কোথাও গিয়ে বসবাস করলে ভালো হয়"। রাসূল (সা.) তাঁর চাচাকে যে হত্যা করেছিল এবং তাঁর হৃৎপিণ্ড ও কলিজা চিবিয়েছিল তার সাথে এরূপ ব্যবহার করলেন।

৬১. মক্কা বিজয়ে রাসূল (সাঃ)

তিনি যেদিন মক্কা জয় করলেন, সেদিনকার দৃশ্যটা দেখুন। দশ হাজার লড়াকু সাহাবীকে সাথে নিয়ে তিনি মহা ধুমধামের সাথে শহরের ভেতরে প্রবেশ করলেন। তাঁর সামনে মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে তার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় পরাজিত

www.nagorikpathagar.org

সেই কুরাইশ-যারা এগারো বছর ধরে তাঁর ওপর কঠিনতম পাশবিক নির্যাতন চালাতে কোনই কসুর করেনি। তাদের এই অবস্থা দেখে তিনি শুধু একটা প্রশ্ন করলেন : হে কুরাইশ, তোমাদের সাথে আমি কী ধরনের আচরণ করবো বলে তোমাদের ধারণা? তারা জবাব দিল: "আমরা ভালো ব্যবহারের আশা রাখি। কেননা আপনি আমাদের একজন মহানুভব ভাই এবং একজন মহানুভব ভাই এর ছেলে"। তিনি বললেন : "আমি আজ তোমাদেরকে সেই কথাটাই বলবো, যা ইউসুফ (আ.) তাঁর ভাইদেরকে বলেছিলেন যে, আজ আমি তোমাদের ওপর কোন প্রতিশোধ নেব না। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন, তিনি অত্যন্ত দয়ালু। যাও তোমরা আমার পক্ষ থেকে স্বাধীন ও মুক্ত"। ইনি হচ্ছেন দোজাহানের সরদার হযরত মুহাম্মদ (সা.), যিনি মানবজাতিকে সততা ও ন্যায়পরায়ণতা শিখিয়েছিলেন। কোন রক্তপিপাসু সেনাপতি নন যে, শুধু নিজের ক্ষমতা ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করবেন এবং জয়ের নেশায় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন।

৬২. কালো মহিলা ফারকুনার সৌভাগ্য

মিসরের এক নিগ্রো মহিলা ফারকুনা হযরত উমার ইবনে আব্দুল আযীযকে চিঠি লিখলো যে, আমার বাড়ীর প্রাচীর এত নীচু যে, লোকজন সহজেই প্রাচীর ডিংগিয়ে ভেতরে ঢুকে আমার মুরগী চুরি করে নিয়ে যায়। উমার ইবনে আব্দুল আযীয তৎক্ষণাৎ তাকে জবাবী চিঠিতে লিখে পাঠালেন যে, 'তোমার অসুবিধার কথা মিসরের গভর্ণরকে জানানো হয়েছে, এবং প্রাচীর উঁচু করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।' ওদিকে মিসরের গভর্ণরকেও চিঠি লিখলেন, 'অবিলম্বে তুমি নিজে গিয়ে নিজের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ঐ মহিলার বাড়ীর প্রাচীর উঁচুঁ করে দাও"।

মিসরের গভর্ণর আইয়ুব ইবনে শুরাহবিল চিঠি পেয়েই ফারুকুনার সন্ধানে বেরুলেন। দেখলেন, সে এক নিগ্রো দরিদ্র আযাদকৃত দাসী। গভর্ণর নিজ তত্ত্বাবধানে তার বাড়ীর প্রাচীর উঁচু করিয়ে দিলেন।

৬৩. গভর্ণর সিদ্ধান্ত পাল্টালেন

একবার লেবাননের কিছু দুষ্কৃতিকারী অমুসলিম সেখানকার গভর্ণর আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসলো। তিনি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালালেন এবং তাদেরকে পরাজিত করলেন। এবার তিনি মনস্থ

www.nagorikpathagar.org

করলেন যে, এই সব নৈরাজ্যবাদীকে পুনরায় সংঘবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সুযোগ আর দেবেন না। তাই তাদেরকে দেশের বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত করে দেবেন এবং কতককে দেশ থেকে বিতাড়িত করবেন। এটা ছিল সেকালের ন্যূনতম শাস্তি, যা আজকালও সকল সভ্য দেশের শাসকরা নির্দ্বিধায় দিয়ে থাকেন। কিন্তু তৎকালের একজন বিশিষ্ট আলেমে দীন গভর্ণরকে চিঠি লিখে সাবধান করে দিলেন যে, তার এ কাজ শরিয়ত বিরোধী হবে। যারা বিদ্রোহে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছে, তাদের সাথে অন্যান্য অমুসলিম নাগরিককে শাস্তি দেয়া কোন অবস্থাতেই বৈধ হবে না। যারা অপরাধী প্রমাণিত হবে, শুধু তাদেরকে শাস্তি দেয়া যেতে পারে। তিনি লেবাননের গভর্ণরকে যে চিঠি লিখলেন, তার নিম্নোক্ত অংশটা লক্ষ্য করুন:

"আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি লেবাননের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী অমুসলিমদের কতককে হত্যা করেছেন এবং কতককে দেশান্তরিত করছেন। দেশান্তরিতদের মধ্যে কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা বিদ্রোহীদের কোন রকম সহযোগিতা করেনি। একজন বিশেষ ব্যক্তি বা একটা বিশেষ গোষ্ঠীর অপরাধের কারণে আপনি সাধারণ নাগরিকদেরকে কোন্ যুক্তিতে শাস্তি দিচ্ছেন, বলুন তো? আপনি তাদেরকে তাদের সহায়-সম্পত্তি ও ঘরবাড়ী থেকে বের করে দিচ্ছেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন: "একজনের অপরাধের দায় আরেকজন বহন করে না"। এটাই সর্বোত্তম নীতি এবং এর অনুসরণ করা অপরিহার্য। তা ছাড়া রাসূল (সা.) এর এই হুঁশিয়ারী সব সময় স্মরণ রাখা উচিত : "যে ব্যক্তি কোন অনুগত অমুসলিম নাগরিকের ওপর যুলুম করে কিংবা তার ওপর তার ক্ষমতার অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপায়, কেয়ামতের দিন আমি স্বয়ং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবো"।

এরপর লেবাননের গভর্ণর নিজ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন ।

৬৪. সমরকন্দের অমুসলিমদের প্রতি আচরণ

হযরত উমার ইবনে আব্দুল আযীয যখন খেলাফতের আসনে আসীন হলেন, তখন সমরকন্দের একটা প্রতিনিধি দল তাঁর কাছে এসে অভিযোগ করলো যে, সেখানকার মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি কুতায়বা কোন কারণ ছাড়াই তাদের শহর দখল করে সেখানে মুসলমানদের বসতি স্থাপন করেছে।

হযরত উমার ইবনে আব্দুল আযীয সমরকন্দের গভর্ণরকে লিখলেন, তিনি যেন কুতায়বা ও সমরকন্দবাসীর বিরোধ মিটিয়ে দেয়ার জন্য সেখানে একটা বিশেষ তদন্ত আদালত গঠন করেন। আদালত যদি সিদ্ধান্ত দেয় যে, মুসলমানদের

www.nagorikpathagar.org

সেখান থেকে চলে যাওয়া উচিত, তাহলে মুসলমানরা যেন অবিলম্বে শহর খালি করে দেয়। গভর্ণর তৎক্ষণাৎ জনৈক মুসলমান বিচারক জামী ইবনে হাজের আল-বাবীকে তদন্তের কাজ নিযুক্ত করেন। তদন্তের পর তিনি রায় দেন যে, মুসলমানদের ওখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। তিনি তার রায়ে এও লিখলেন, "মুসলিম বাহিনীর উচিত ছিল প্রথমে সমরকন্দবাসীকে যুদ্ধের চরমপত্র দেয়া এবং ইসলামী সামরিক বিধান মোতাবেক তাদের সাথে ইতিপূর্বে সম্পাদিত সকল চুক্তি বাতিল করা, যাতে সমরকন্দবাসী তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারতো। তাদের ওপর আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে শহর দখল করে নেয়া অবৈধ হয়েছে।" সমরকন্দবাসী মুসলমান বিচারকের এ রায় শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তাদের স্থির বিশ্বাস হলো যে, মানবজাতির ইতিহাসে এটা একটা নজীরবিহীন ঘটনা যে, কোন সরকার কোন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও তার বাহিনীকে এমন কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করে রাখতে পারে এবং তাদের সদ্য দখলকৃত ভূমি হাতছাড়া করার মত রায় তাদের নিজস্ব বিচারকই দিতে পারে। এ অবস্থা দেখে তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, এমন জাতির সাথে বিরোধ জিইয়ে রাখা নিরর্থক বরং এমন জাতির শাসন আল্লাহর এক অপূর্ব নিয়ামত ও অনুগ্রহ। তাই তারা মুসলিম বাহিনীর দখল বজায় রাখতে ও মুসলমানদের বসতি বহাল রাখার পক্ষে সম্মতি দিল।

৬৫. প্রতিশ্রুত পালন ও সৌজন্য প্রদর্শনের নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত

বিজয়ী মুসলিম বাহিনী দামেস্ক, হিম্‌স ও সিরিয়ার অন্যান্য শহরগুলোকে একে একে জয় করে। তারপর সন্ধির শর্ত অনুসারে সেখানকার অধিবাসীদের জান ও মালের হেফাজত ও দেশের প্রতিরক্ষার জন্য কিছু করও আদায় করে। কিন্তু সহসা মুসলিম নেতারা জানতে পারলেন যে, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস মুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে একটা বিশাল বাহিনী তৈরী করেছে এবং মুসলমানদের সাথে একটা চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষার জন্য ঐ বাহিনীকে ব্যবহার করার মতলব আঁটছে। এ খবর জানার পর মুসলিম সেনাধ্যক্ষগণ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, সবক'টা বিজিত অঞ্চল খালি করে তারা কোন একটা জায়গায় সমবেত হবেন এবং হিরাক্লিয়াসের গঠিত বিশাল বহিনীর বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে লড়বেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে মুসলিম বাহিনীগুলো হিমস, দামেস্ক ও অন্যান্য শহর খালি করতে লাগলো। হযরত খালেদ হিমসবাসীকে, আবু উবাইদা দামেস্কবাসীকে এবং অন্যান্য সেনাপতিগণ অন্যান্য শহরবাসীকে একত্রিত করে বললেন: "আমরা চেয়েছিলাম আপনাদের জান ও মালের

www.nagorikpathagar.org

হেফাজত করবো এবং বহিরাগত হানাদারদের আক্রমণ থেকে আপনাদেরকে রক্ষা করবো। কিন্তু দু:খের বিষয় যে, এখন আমরা আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি এবং আপনাদের জানমালের হেফাজতের দায়িত্ব পালন করতে পারছি না। সুতরাং আপনাদের কাছ থেকে নেয়া (নিরাপত্তা কর) টাকা পয়সা আমরা আপনাদেরকে ফেরত দিচ্ছি। এই নিন আপনাদের সেই সব টাকা পয়সা।

এ কথা শোনার পর মুসলিম অধিকৃত ঐ সব শহরবাসী বললো: "আল্লাহ আপনাদেরকে বিজয়ী করুন এবং এখানে আবার ফিরিয়ে আনুন। আপনাদের শাসন, আপনাদের ন্যায়বিচার ও সদাচার আমাদেরকে আপনাদের গুণমুগ্ধ করেছে। কেননা আমরা রোমকদের একই ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও তাদের যুলুম ও নিপীড়নের অত্যন্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। আল্লাহর কসম, আজ আপনাদের স্থলে তারা থাকলে আমাদের কাছ থেকে নেয়া একটা কপর্দকও ফিরিয়ে দিত না, বরং আরো যত বেশী পারতো আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে যেত"।

৬৬. ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে মুক্ত করতে এগিয়ে এলেন শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)

তাতারী হানাদাররা যখন সিরীয় এলাকায় আগ্রাসন চালালো এবং বহুসংখ্যক মুসলমান ইহুদী ও খ্রিস্টান অধিবাসীকে বন্দী করলো, তখন শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া তাতারী সেনাপতির সাথে বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে কথা বললেন। সেনাপতি বললো যে, সে শুধু মুসলমান বন্দীদেরকে মুক্তি দিতে প্রস্তুত এবং ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে ছাড়বে না। কিন্তু শায়খুল ইসলাম তার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন, সমস্ত খ্রিস্টান ও ইহুদীদের মুক্তি দেয়াও জরুরী। কেননা তারা আমাদেরই নাগরিক এবং আমরা তাদের নিরাপত্তার জন্য দায়ী। আমরা মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যেকের মুক্তি চাই। কোন একজনকেও বন্দীদশায় থাকতে দেব না। অবশেষে তাতারী সেনাপতি সবাইকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলো।

৬৭. সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর মহানুভবতা

ক্রুসেডের অব্যাহত নৃশংসতার ৯০ বছর পর সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী বাইতুল মাকদাস জয় করেন। এ সময় তিনি সেখানকার খ্রিস্টান অধিবাসীদের সাথে কেমন আচরণ করেছিলেন? সেখানে প্রায় এক লক্ষ অধিবাসী ছিল।

www.nagorikpathagar.org

তিনি তাদের সবার জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তা দিলেন। তারপর সবার কাছ থেকে নয়, কেবল স্বচ্ছল নাগরিকদের কাছ থেকে ক্ষুদ্র একটা মুক্তিপণ নিয়ে সবাইকে সেখান থেকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। তাদেরকে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য চল্লিশ দিনের অবকাশও দিলেন। এভাবে অত্যন্ত শান্তি পূর্ণভাবে ৮৪ হাজার অধিবাসী শহর ত্যাগ করে চলে গেল। তারা 'উক্কা' প্রভৃতি শহরে নিজ নিজ আপনজনদের কাছে চলে গেল। অনেককে আবার মুক্তিপণ না দিয়েই যেতে দেয়া হলো। তার ভাই মালিক আদেল দু'হাজার লোকের কর তো নিজের পকেট থেকেই দিয়ে দিলেন। নারীদের সাথে তিনি যে আচরণ করলেন আজ-কালকার কোন সভ্য বিজেতার কাছ থেকে তা প্রত্যাশা করা তো দূরের কথা, কল্পনা করাও সম্ভব নয়। এরপর যখন খ্রিস্টান পিটার অব ইয়ার্ক শহর ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি চাইল, সুলতান সাচ্ছন্দে অনুমতি দিলেন। তাঁর কাছে গীর্জার বিপুল ধনরত্ন ছিল। কোন কোন উপদেষ্টা সালাহউদ্দীনকে পরামর্শ দিল যে, তার এই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হোক। কিন্তু সুলতান তাদেরকে জবাব দিলেন যে, আমি কোন পরিস্থিতিতেই ওয়াদা ভংগ করতে পারবো না। এমনকি তার কাছ থেকে যে পণ আদায় করা হয়েছিল, তা ছিল একজন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আদায় করা পণেরই সমান। কিন্তু সালাহউদ্দীনের বাইতুল মাকদাস জয়ের সময়কার কর্মকাণ্ডের ভেতরে যে জিনিসটা তাকে সবচেয়ে বেশী গৌরবান্বিত করেছে, সেটা ছিল, বাইতুল মাকদাস ত্যাগকারী খ্রিস্টানদের সাথে তিনি নিজের রক্ষীদেরকেও পাঠিয়েছিলেন এবং তাদেরকে কঠোর নির্দেশ দিয়ে দিয়েছিলেন যে, সাওর ও সায়দার খ্রিস্টান অধিবাসীদের কাছ পর্যন্ত তাদেরকে নিরাপদে যেন পৌছে দিয়ে আসা হয়। অথচ সে সময় সমগ্র খ্রিস্টান জগত মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত ছিল। কতিপয় খ্রীষ্টান মহিলা, যারা মুক্তিপণ দিয়ে দিয়েছিল, সুলতানের কাছে এসে জানালো, তাদের স্বামী, বাবা ও ছেলেরা হয় যুদ্ধে মারা গেছে, নচেৎ বন্দী রয়েছে। ঐ নারীদের দেখাশুনা করার মত কেউ নেই এবং তাদের কোন আশ্রয় নেই। এ কথা বলার সময় তারা কাঁদছিল। তাদের চোখে পানি দেখে সুলতানের মন দয়ায় গলে গেল এবং তিনিও কেঁদে ফেললেন। তারপর তিনি আদেশ দিলেন যে, অনুসন্ধান চালিয়ে এই মহিলাদের যার যার বাবা, স্বামী বা ছেলে বন্দী রয়েছে, তাদেরকে মুক্তি দেয়া হোক। এই মহিলারা এরপর যেখানেই গিয়েছে, সুলতানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে। অনুসন্ধানের পর যখন বন্দীরা মুক্তি পেল, তখন তাদেরকে অনুমতি দেয়া হলো, তারা নিজ নিজ পরিবার-পরিজন নিয়ে খ্রিস্টান এলাকায় আপনজনদের কাছে চলে যেতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

৬৮. সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদের মহানুভবতা

সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ কনস্টান্টিনোপল জয় করার পর সেন্ট সোফিয়ার গীর্জায় প্রবেশ করলেন এবং সেখানে প্রাণভয়ে আশ্রয় গ্রহণকারী পাদ্রীদের সাথে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে সাক্ষাৎ করেন। তাদেরকে আশ্বাস দেন যে, তাদের ন্যায্য দাবী তিনি মেনে নেবেন। তাদের আতংকিত হবার কোন কারণ নেই। যে সব খ্রিস্টান প্রাণভয়ে বাড়ী ছেড়ে এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তাদেরকে তিনি নির্ভয়ে নিজ নিজ বাড়ী ঘরে চলে যাওয়ার অনুরোধ করলেন। এরপর তিনি খ্রিস্টানদের বিভিন্ন সমস্যার দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং তার সমাধান করলেন। তাদেরকে পূর্ণ নিশ্চয়তা দিলেন যে, তারা তাদের পারিবারিক আইন, ধর্মীয় বিধি-বিধান এবং সংশ্লিষ্ট নিজ নিজ গীর্জায় প্রবর্তিত রীতিপ্রথা মেনে চলার পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবেন। এই সময়ে তিনি পূর্ণ জাঁকজমকের সাথে বাইজেন্টাইন আমলের খ্রিস্টিয় উৎসব উদ্‌যাপন করলেন এবং পিটার অব ইয়ার্ককে বললেন, 'আপনি পিটার অব ইয়ার্ক হিসাবে সব সময় সর্বত্র আমার বন্ধু। আপনার পূর্ববর্তী পিটার অব ইয়ার্করা যে সকল ধর্মীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো, তার সবই আপনি ভোগ করতে পারেন"। এরপর সুলতান তাকে একটা সুন্দর ঘোড়া উপহার দিলেন। তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিজের বিশেষ দেহরক্ষীদের মধ্য থেকে একজনকে নিযুক্ত করলেন এবং সুলতানের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা তার মহল পর্যন্ত গিয়ে তাকে পৌঁছিয়ে দিলেন। এরপর সুলতান যোঘণা করলেন যে, তিনি রক্ষণশীল গীর্জার বিধি বিধান মঞ্জুর করেছেন। পিটার অব ইয়ার্ক এসব বিধির তত্ত্বাবধায়ক হবেন। বিজয়ের সময় খ্রিস্টান জনগনের যে সব প্রাচীন কীর্তি ও নিদর্শন সাধারণ লোকেরা নিয়ে গিয়েছিল, সুলতান সেগুলোর দাম দিয়ে কিনলেন এবং গীর্জা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে দিলেন।

সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের মুহূর্তে খ্রিস্টানদের সাথে এ ধরনের কোন চুক্তি করেননি। তাই এসব সুযোগ-সুবিধা দিতে বাধ্য ছিলেন না। তথাপি নিছক উদারতা ও মহানুভবতার বশে তিনি এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ সব উদার আচরণের ফলে কনস্টান্টিনোপলবাসী অনুভব করতে থাকে যে, তারা তাদের সাবেক বাইজেন্টাইন খ্রিস্টান শাসকদের চেয়ে এই ইসলামী সরকারের অধীনে অধিকতর নিরাপদে ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করতে সক্ষম।

www.nagorikpathagar.org

৬৯. আল্লাহর ভয়

ইমাম হাসান (রা.)-এর বাড়ীতে কয়েকজন মেহমান এসেছেন। বাড়ীতে রুটি ছিল, কিন্তু তরকারী ছিলনা। এমন শোচনীয় আর্থিক অবস্থা এমন এক ব্যক্তির, যার পিতা হযরত আলী (রা.) তখন সমগ্র মুসলিম জাহানের মুকুটহীন সম্রাট।

হযরত হাসান স্বীয় খাদেম কিম্বারকে বললেন:

কিম্বার, মেহমানদের জন্য কিছু তরকারীর ব্যবস্থা কর"।

কিম্বার: হে নবীজীর প্রিয় নাতি, খলিফার নিকট ইয়ামান থেকে কিছু মধু এসেছে। আদেশ দিলে সেখান থেকে কিছু আনতে পারি"।

ইমাম হাসান: কিন্তু ওটাতো বাইতুলমালের জিনিস এবং জনগনের সম্পত্তি। আব্বা ওখান থেকে কিছু নেয়ার অনুমতি দেবেন না"।

কিম্বার: ঠিক আছে। ওটা জনগনের সম্পত্তি। কিন্তু ওতে তো আপনারও অংশ আছে। আপনার অংশ যখন পাবেন, তখন এই ঋণ পরিশোধ করে দেবেন।

হাসান: হ্যাঁ, ওটা যুক্তিযুক্ত কথা। এতে অন্যায় কিছু হবে না।

অতপর একটা মশকের মুখ খুলে এক বোতল মধু নিয়ে আবার মুখ বন্ধ করে দেয়া হলো।

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী মশকগুলোর মধ্যে একটা মশকে মধু কম দেখে কিম্বারকে জিজ্ঞেস করলেন: "এটায় কম কেন, কিম্বার?

কিম্বার: আমীরুল মুমিনীন, হাসান মেহমানদের জন্য ওখান থেকে কিছু মধু নিয়েছেন"।

"হাসানকে ডাকো"।

হাসান এলেন।

আমীরুল মুমিনীন: হাসান এ কী করেছ তুমি? বন্টনের আগে তুমি মধু নিলে কেন? এ সাহস তোমার হলো কী করে? তুমি আমীরুল মুমিনীনের ছেলে বলে?

হাসান: না, আব্বু, আমীরুল মুমিনীনের ছেলে বলে নয়। ভেবেছিলাম, দেশের নাগরিক হিসাবে এতে আমারও একটা অংশ আছে। বন্টনের পর যখন আমি আমার অংশ পাবো, তখন এই ঋণ পরিশোধ করে দেব।

আমীরুল মুমিনীন: আচ্ছা, এবার বুঝেছি তোমার যুক্তি। কিন্তু আমাকে এ প্রশ্নের জনাব দাও যে, অন্যদের পাওনা পাওয়ার আগে তুমি নিজের পাওনা আদায় করার অধিকার কোথা থেকে পেলে?

হাসান এ প্রশ্নের কোনই জবাব দিতে পারলো না।

www.nagorikpathagar.org

৭০. সরকারী কোষাগারের রক্ষণাবেক্ষণ

হযরত আলী (রা.) তখন খেলাফতে রাশেদার মসনদে আসীন। সমগ্র মুসলিম জাহানের সহায় সম্পদ তাঁর মুঠোর ভেতরে। তাঁর প্রিয় ভাই আকীল তাঁর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং নিজের দারিদ্র ও অভাব অনটনের বর্ণনা দিয়ে সাহায্য চাইলেন। আমীরুল মুমিনীন বললেনঃ আকীল, একটু ধৈর্য ধারণ কর। মুসলমানদের জন্য ধনসম্পদ এলে অন্যদের সাথে তুমিও অংশ পাবে।

আকীল : কিন্তু আমীরুল মুমিনীন, আমারতো এখনই দরকার। আমি নিরুপায় হয়েই আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি। হযরত আলী এক ব্যক্তিকে ডাকলেন এবং বললেনঃ

আমীরুল মুমিনীন : "আকীলকে বাজারে নিয়ে যাও এবং ওকে বল, যে দোকানের ডিব্বা, তালা ভেঙ্গে ভেতর থেকে যা চাও নিয়ে নাও"।

আকীল : (প্রতিবাদের স্বর) আমীরুল মুমিনীন, আপনি আমাকে চুরি করতে প্ররোচিত করছেন।

আমীরুল মুমিনীন : হ্যাঁ, চোর তো তুমি। আমাকে প্ররোচিত করছ যেন মুসলমানদের মাল চুরি করে তোমাকে দেই।

৭১. মুসলিম শাসকের বিনয়

হিমসের অধিবাসীদের একটি প্রতিষ্ঠিত দল খলীফা হযরত উমরের দরবারে হাজির হয়ে অভিযোগ করলোঃ

"আপনার নিযুক্ত শাসক সাঈদ ইবনে আমের নিজের দায়িত্ব পালনে খুবই শৈথিল্য দেখাচ্ছেন"।

হযরত উমর বললেনঃ তিনি কী কী করেন, খুলে বল, যেন তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি।

প্রতিনিধি দলঃ প্রথমত সূর্য অনেকখানি ওপরে উঠে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি ঘর থেকেই বের হননা। দ্বিতীয়তঃ রাত্রিবেলা তাকে ডাকলে সাড়া দেন না। তৃতীয়তঃ মাসে একদিন একেবারেই ঘর থেকে বের হন না।

হযরত উমরঃ এগুলো তো খুবই গুরুতর অভিযোগ। সাঈদ ইবনে আমেরের মত দায়িত্ব সচেতন ব্যক্তির কাছ থেকে আমি এ রকম আশা করিনি। তাকে ডেকে আনা হোক আমি তাঁর বক্তব্য শুনতে চাই।

সাঈদ ইবনে আমের যথা সময়ে দরবারে উপস্থিত হয়ে গেলেন।

www.nagorikpathagar.org

আমীরুল মুমিনীন প্রতিনিধিদলকে বললেন:

"এই যে সাঈদ ইবনে আমের উপস্থিত। তার বিরুদ্ধে তোমাদের যে সব অভিযোগ রয়েছে, তা পুনরায় তুলে ধর"।

প্রতিনিধিদল অভিযোগগুলোর হুবহু পুনরাবৃত্তি করলো।

আমীরুল মুমিনীন: সাঈদ, তোমার জবাব কী?

সাঈদ: আমীরুল মুমিনীন, এ জিনিসগুলো আমার ও আল্লাহর মাঝে গোপনীয় ছিল, যা কারো কাছে প্রকাশ করা আমার পছন্দীয় ছিল না। কিন্তু এখন বাধ্য হয়ে করতে হচ্ছে।

আমীরুল মুমিনীন, ব্যাপার এই যে, আমি আমার দিন জনগনের সেবার জন্য আর রাত আমার প্রতিপালকের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছি। রাত হলে জনগনের সেবা থেকে অবসর নেই। এশার নামাজের পর ঘরে চলে যাই এবং আমার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়িয়ে যাই। এজন্য কেউ রাতের বেলা ডাকলে সাড়া দেইনা"।

একটু শুনে হযরত ওমরের চেহারা আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠলো, "আমীরুল মুমিনীন, আমার ঘরে কোন দাসদাসী নেই। যার দ্বারা ঘরকন্যার কাজে আমার ও আমার স্ত্রীর সহায়তা হয়। আমার স্ত্রী সমস্ত কাজ একা একা করতে পারে না। আমি ফজরের নামাযের পর ঘরে যাই, আটা ছেনি ও রুটি বানাই। তারপর হাতমুখ ধুয়ে জনগনের সেবার জন্য বাহিরে আসি। এ কারণে আমার ঘর থেকে বের হতে দেরী হয়ে যায়"।

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আমীরুল মুমিনীন জিজ্ঞাসা করলেন:

তৃতীয় অভিযোগ সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কী?

সাঈদ: আমীরুল মুমিনীন, আমার জনসমক্ষে আসার উপযুক্ত এই একজোড়া পোশাক-ই রয়েছে, এটা যখন ময়লা হয়ে যায়, তখন তা খুলে আমি অন্য একটি পুরানো কাপড়ও গায়ে জড়িয়ে নিজ হাতেই ধুয়ে ফেলি। এই পোশাক যখন শুকিয়ে যায়। তখন পরে বাইরে আসি। এ কাজে মাসে একদিন ব্যয় হয় এবং সেদিন সারা দিন ঘরে থাকতে বাধ্য হই।

হযরত উমর আনন্দে অধীর হয়ে বললেন:

"হে আল্লাহ্! তোমার শোকর যে, খেলাফতের মহান দায়িত্ব পালনের জন্য আমাকে এমন সব ব্যক্তি দিয়েছ। সাঈদ আমি অভিযোগগুলো শুনে তোমার সম্মন্ধে কোন খারাপ ধারণা করিনি। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, এ সবের পেছনে কোন যুক্তিসংগত কারণ অবশ্যই রয়েছে"।

www.nagorikpathagar.org

৭২. জনসেবার নমুনা

হিমসের শাসক সাইদ ইবনে আমেরের পর্যাপ্ত পোশাক ও চাকর-বাকর না থাকায় হযরত উমার (রা.) তাঁর প্রয়োজন পুরণের জন্য এক হাজার দিনার পাঠিয়ে দিলেন। দিনারগুলো দেখে তাঁর স্ত্রী স্বাভাবিক ভাবেই খুশী হলেন এবং স্বামীকে বললোঃ

ভালোই হলো। এ দ্বারা আমরা একটা গোলাম কিনে নেব, যাতে ঘরের কাজ কিছুটা সহজ হয়"।

সাঈদ তার স্ত্রীকে বললেনঃ

"কিন্তু আমি কি তোমাকে এর চেয়ে ভালো জিনিসের সন্ধান দেব না"?

স্ত্রী বললোঃ

"বেশ তো, বল, এর চেয়ে ভালো কিছু থাকলে তাতেই টাকাটা খাটালে মন্দ কী"?

সাঈদ বললোঃ

"এস, আমরা এ দিনারগুলো সেই সব লোককে দিয়ে দেই। যারা আমাদের চেয়েও অভাব ও দুস্থ।

স্ত্রী বললেনঃ ঠিক আছে। এটা তো খুবই ভালো প্রস্তাব।

অতঃপর দিনারগুলোকে আলাদা আলাদা পুটলাতে বেঁধে এতীম, মিসকীন ও বিধবাদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

৭৩. তুফাইল ইবনে আমর দাওসী- অপপ্রচার যাঁর কাছে বুমেরাং হলো

"হে আল্লাহ! ওকে তুমি এমন একটা নিদর্শন দাও, যা তাকে তাঁর সদুদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হবে"। জনৈক সাহাবীর জন্য রাসূল (সা.) এই দোয়া করেছিলেন। কে এই সাহাবী?

ইনি হচ্ছেন বিশিষ্ট সাহাবী, দাওস গোত্রের সরদার, আরবের একজন সর্বজনমান্য সমাজপতি, ধনাঢ্য, কবি, অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ তুফাইল ইবনে আমর দাওসী। তিনি একবার মক্কায় এলেন, তখন রাসূল (সা.) এর দাওয়াত সমগ্র আরবে তোলপাড় তুলেছে। কুরাইশ সরদারগণ তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালো এবং বললোঃ হে তুফাইল, আপনি আমাদের শহরে এসেছেন, এটা আমাদের জন্য আনন্দের ব্যাপার। তবে আমাদের এখানে এক ব্যক্তি নিজেকে

www.nagorikpathagar.org

৭৪. হেদায়েত করার কৌশল

একবার এক উদ্ধত স্বভাবের লোক রাসূল (সা.)-এর সাথে বে-আদবী করে বসলো এবং তাকে কিছু কটু বাক্য শোনালো। উপস্থিত সাহাবীগণ তো তার প্রতি মারমুখী হয়ে উঠলেন। রাগ সামলাতে না পেরে তারা ঐ বে-আদবকে হত্যাও করে বসতে পারতেন। কিন্তু রাসূল (সা.) পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করে সাহাবীগণকে যেভাবে হেদায়েতের কৌশল শিক্ষা দিলেন, তা সব সময় স্মরণ করে রাখার মত। তিনি বললেন:

"শোন, এই লোকটার ও আমার অবস্থা সেই ব্যক্তির সাথে তুলনীয়, যার একটা উট ছিল। কিন্তু উটটা পাগলামী করে রশি ছিড়ে ছুটে পালাতে লাগলো। লোকেরা তার পিছু ধাওয়া করলো এবং শক্তি প্রয়োগ করে তাকে বশে আনতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তাদের সেই চেষ্টার ফলে উটটা আরো ভড়কে গেল এবং হাজার চেষ্টা করেও তাকে ধরতে পারলো না।

উটের মালিক লোকজনকে বললো: তোমরা সবাই সরে যাও। আমি নিজেই ওটিকে বাগে আনবো। আমি এর অব্যর্থ কৌশল জানি। ওটি কিভাবে বাগে আসবে, তা আমার জানা আছে। মালিক উটের পিছু পিছু ছুটলো না। বরং তার সামনের দিক দিয়ে এগিয়ে এল। মাটি থেকে কিছু ঘাস তুলে নিল এবং আদর করে ঘাস দেখিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল। উট তা দেখে তার কাছে এল এবং বসে পড়লো। মালিক উটের ওপর আসন স্থাপন করলো এবং শান্ত ভাবে তার উপর চড়ে বসলো"।

৭৫. রক্তপিপাসু শত্রুর সাথেও আমানতদারীতা

সাহাবায়ে কেরাম দলে দলে মদিনায় হিজরত করতে শুরু করেছেন। বিশিষ্ট সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) ছাড়া উল্লেখযোগ্য কেউ আর মক্কায় অবশিষ্ট নেই। ঠিক এমনি সময়ে মক্কায় মুশরিকরা শলাপরামর্শ করে স্থির করে ফেললো যে, রাসূল (সা.) কে হত্যা করতে হবে। পরামর্শ মোতাবেক নির্ধারিত এক রাতে এক দল যুবক দোজাহানের সরদার মহানবীর বাড়ী ঘেরাও করে ফেলল। তারা স্থির করলো যে, ভোরে যখন তিনি নামাজের জন্য ঘর থেকে বের হবেন, অমনি সবাই একত্রে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে খুন করে ফেলবে।

www.nagorikpathagar.org

দীর্ঘ তেরো বছর ধরে তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদতের আহবান জানাচ্ছিলেন। কিন্তু তারা তার কথায় কর্ণপাত করল না। তারা শুধু কর্ণপাত না করে বা অবহেলা করেই ক্ষান্ত থাকল না, বরং সেই পাষাণ হৃদয় মানুষগুলো তাঁদেরই চির পরিচিত ও আশৈশব তাদেরই দেয়া 'আল-আমীন' বা বিশ্বাসী খেতাবে ভূষিত মহানবীর বেঁচে থাকার অধিকারই ছিনিয়ে নিতে বদ্ধ পরিকর হলো। তাঁকে দুনিয়া থেকেই বিদায় করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল। মহান আল্লাহ তাঁকে তাদের ষড়যন্ত্রের খবর আগে ভাগেই জানিয়ে দিলেন এবং মদিনায় হিজরত করার হুকুম দিলেন। নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরের সফর মাসের ২৭ তারিখ শুক্রবারের পবিত্র রজনী। তিনি সূরা ইয়াসীন পড়তে পড়তে ঘেরাওকারী সন্ত্রাসী যুবকদের ভেতর দিয়েই বেরিয়ে গেলেন। মহান আল্লাহর প্রত্যক্ষ প্রহরার কল্যাণে তাকে কেউ দেখতে পেলনা। রাতের অন্ধকারে তিনি হযরত আবু বকরকে সাথে নিয়ে মদীনা অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। কিন্তু 'আল-আমীন' হিসাবে তখনো শত্রু মুশরিকদের বিভিন্ন আমানত তাঁর কাছে গচ্ছিত ছিল। সেগুলো যথাযথভাবে প্রাপকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার দায়িত্ব দিয়ে নিজের বিছানায় শুইয়ে রেখে গেলেন হযরত আলী (রা.) কে! পরদিন সকালে হযরত আলী (রা.) যথারীতি সকলের গচ্ছিত সম্পদ সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক প্রাপককে ফিরিয়ে দিলেন।

৭৬. সাহাবীর পিতৃসেবা

হযরত উমাইয়া ইবনুল আশকার কিনানী একজন অন্ধ সাহাবী ছিলেন। তাঁর একমাত্র ছেলে কিলাব তাঁর অত্যাধিক সেবা করতেন। একবার তাঁর জিহাদে যাওয়ার আগ্রহ হলো এবং সহসাই মুসলিম বাহিনীতে যোগ দিয়ে ইরাক চলে গেলেন। অন্ধ পিতা একমাত্র অনুগত ও পিতৃভক্ত ছেলে প্রবাসে যাওয়ায় খুবই অসহায় হয়ে পড়লেন। কারণ তাঁর দেখাশুনা ও সেবা শুশ্রূষা করার আর কেউ ছিল না। অনন্যোপায় হয়ে তিনি আমীরুল মুমিনীন হযরত উমরের দরবারে উপস্থিত হলেন এবং নিজের কষ্ট ও অসহায়ত্বের কথা জানিয়ে খলিফার কাছে আবেদন জানালেন যে, কিলাবকে ফিরিয়ে আনুন। ছেলের বিরহে অধির হয়ে তিনি কিছু কবিতা রচনা করেছিলেন। তিনি সেই কবিতাও খলিফাকে শোনালেন। সবকিছু শুনে হযরত উমর এত অভিভূত হলেন যে, ইরাকের মুসলিম বাহিনীর সেনাপতিকে অবিলম্বে কিলাবকে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দিলেন। কিলাব ফিরে এসে সরাসরি মসজিদে নববীতে আমীরুল মুমিনীনের

কাছে উপস্থিত হলেন। হযরত উমর জিজ্ঞেস করলেন, “কিলাব, তুমি তোমার বাবার এমন কী সেবা করতে যে, তিনি তোমার জন্য এত অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে পড়েন”?

কিলাব বললেন, “আমীরুল মুমিনীন, আমি তার যাবতীয় কাজ নিজ হাতে করে দিতাম এবং তার কোন কাজের জন্য তিনি অন্য কারো সাহায্য নেয়ার প্রয়োজন বোধ করতেন না। তিনি যখন দুধ খেতে চাইতেন, তখন আমি উটনীর ওলান ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ধুয়ে নিতাম, যাতে দুধও ঠাণ্ডা হয়ে যায়। দুধ দোয়ানের পর পাত্র পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ঢেকে বাবার কাছে নিয়ে যেতাম, যাতে তাতে মাছি ইত্যাদি না পড়তে পারে”? হযরত উমর (রা.) বললেন, বেশ, তাহলে আজ আমার সামনে একটু দুধ দোয়াও তো দেখি”। কিলাব দুধ দোয়াতে শুরু করলেন। আর আমীরুল মুমিনীন একজনকে চুপি সারে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর বাবাকে ডেকে আনতে। উমাইয়া লাঠিতে ভর দিয়ে এলেন এবং আমীরুল মুমিনীনকে সালাম করে বসে গেলেন। ইত্যবসরে তার ছেলের দুধ দোয়ানোর কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। হযরত উমর (রা.) তাঁকে ইংগিত করলেন যে, কোন কথাবার্তা না বলে চুপে চুপে এই দুধ তোমার বাবাকে দাও। কিলাব যখন হযরত উমরের আদেশ মোতাবেক দুধ ভর্তি পেয়ালা নিজের পিতার হাতে দিলেন, তখন হযরত উমর (রা.) বললেন: “উমাইয়া, আমি তোমার জন্য দুধ যোগাড় করেছি ওটা খেয়ে নাও”। উমাইয়া এক ঢোক দুধ খেয়েই চিৎকার করে বলে উঠলেন: “আমি তো এই দুধ থেকে কিলাবের হাতের সুগন্ধি পাচ্ছি”।

হযরত উমর (রা.) ও উপস্থিত সবার চোখ এ দৃশ্য দেখে অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। হযরত উমর (রা.) আদেশ দিলেন, “কিলাব, তোমার আব্বার সাথে সাক্ষাৎ কর”। কিলাব, তোমার পিতার সেবাই তোমার জিহাদ। এতে আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাকে জিহাদ করার চেয়েও বেশী সওয়াব দেবেন।

৭৭. আবরাহার বাহিনীর করুণ পরিণতি

রাসূল (সা.) এর জন্মের পঞ্চাশ অথবা পঞ্চান্ন দিন পূর্বে আসহাবুল ফীলের ঘটনা ঘটে। সীরাত ও ইতিহাস গ্রন্থাবলীতে এ ঘটনা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এমনকি পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে স্বতন্ত্র একটা সূরা ‘সূরা ফীল’ নাযিল হয়েছে বিস্তারিত কাহিনী তাফসীরের কিতাবগুলোতে লিপিবদ্ধ হয়েছে সংক্ষেপে ঘটনাটা এরূপ: আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশীর অধীনে আবরাহা নামক এক ব্যক্তি ইয়ামানের শাসনকর্তা বা গভর্ণর ছিল। সে যখন দেখলো যে, সমগ্র আরব

www.nagorikpathagar.org

জাহানের মানুষ কা'বা শরীফের তাওয়াফ ও হজ্জ করার জন্য মক্কা শরীফ গমন করে ও কা'বা শরীফের তওয়াফ করে, তখন তার ইচ্ছা হলো, সে খ্রিস্টান ধর্মের নামে এমন একটা বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করবে, যা হবে অত্যন্ত মনোরম ও চিত্তাকর্ষক। তাহলে আরবের জনগণ সাদামাটা কা'বা শরীফকে ত্যাগ করে সেই নতুন চিত্তাকর্ষক প্রাসাদের তওয়াফ করতে আসবে। এছাড়াও সান'আ আরবের প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে পরিণত হবে। এজন্যই ইয়ামানের রাজধানী সানাতে খুবই সুন্দর একটা গীর্জা নির্মাণ করা হলো। আরবে যখন খবরটা জানাজানি হয়ে গেল, তখন কিনানা গোত্রের কোন এক অজ্ঞাত ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে এসে গীর্জায় পায়খানা করে নোংরা বানিয়ে রেখে রাতের অন্ধকারেই পালিয়ে গেল। এটি হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা। কেউ কেউ বলেন, আরবের যুবকরা ঐ এলাকার আশপাশে আগুন জ্বালিয়েছিল। বাতাসে ঐ আগুন উড়ে গিয়ে গীর্জায় লাগে এবং তা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আবরাহা রাগান্বিত হয়ে কসম খেল যে, কা'বা শরীফকে ভেংগে চূর্ণবিচূর্ণ ও নিশ্চিহ্ন না করে ছাড়বে না। এই উদ্দেশ্যে সে সেনাবাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওনা হলো। পথিমধ্যে যেখানেই কোন আরব গোত্র তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল। সেখানে সে ঐ গোত্রকে খুন জখম করে পরাজিত করে অবশেষে মক্কায় উপনীত হয়েছে। তার সাথে তার পদাতিক বাহিনী ও হস্তিবাহিনীও ছিল। তৎকালে মক্কার আশপাশে মক্কাবাসীর উট ভেড়া প্রভৃতি পশু চরে বেড়াতো। আবরাহার বাহিনী নিজেদের খাওয়ার জন্য ঐ সব পশুকে পাকড়াও করলো। তন্মধ্যে রাসূল (সা.) এর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের দু'শো উট ছিল। সে সময় আব্দুল মুত্তালিবই ছিলেন কা'বা শরীফের মুতাওয়াল্লী বা তত্ত্বাবধায়ক এবং কুরাইশ সরদার বা গোত্রপতি। তিনি যখন আবরাহার বাহিনীর আগমনের খবর শুনলেন, তখন কুরাইশ জনতাকে একত্রিত করে বললেন, তোমরা কোন চিন্তা করো না শহর ছেড়ে চলে যাও। কা'বা শরীফকে কেউ ধ্বংস করতে পারবে না। ওটা আল্লাহর ঘর। তিনি নিজেই ঐ ঘরের হেফাজত করবেন। পরে আব্দুল মুত্তালিব কতিপয় শীর্ষ কুরাইশ নেতাকে সাথে করে আবরাহার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। প্রথমে ভেতরে খবর পাঠালেন। আবরাহা আব্দুল মুত্তালিবকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানালো। আল্লাহ তা'আলা আব্দুল মুত্তালিবকে অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য দান করেছিলেন, যা দেখে যে কোন ব্যক্তি মোহিত হয়ে যেত। আবরাহা আব্দুল মুত্তালিবকে দেখেই হতবুদ্ধি হয়ে গেল এবং অত্যাধিক শ্রদ্ধাবোধের সাথে আচরণ করতে লাগলো। তাকে একেবারে নিজের আসনের পাশাপাশি বসাতে পারছিল না। তবে তাঁর সম্মানে এতটুকু করতে বাধ্য হলো যে, নিজে তার আসন থেকে নেমে মেঝেতে বসে

www.nagorikpathagar.org

তাকে কাছে বসালো। কথা প্রসঙ্গে আব্দুল মুত্তালিব নিজের উটগুলো ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ জানালেন। আবরাহা অবাক হয়ে বললো, এটা তো খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, তুমি আমার সাথে তোমার উট সম্পর্কে কথা বললে। অথচ যে কা'বা শরীফ তোমার ও তোমার বাপ দাদাদের ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু, তার সম্পর্কে কিছুই বললে না। আব্দুল মুত্তালিব বললেন : আমি উটের মালিক। আর এই ঘরের একজন মালিক আছেন, যিনি তার ঘরকে রক্ষা করবেন"। অর্থাৎ আমি উটের মালিক বলে উট ফেরত চেয়েছি। কাবা ঘরের মালিক আল্লাহ্। তিনি তাঁর ঘরকে নিজেই রক্ষা করবেন। আবরাহা কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল। তারপর উট ফেরত দেয়ার নির্দেশ দিল। আব্দুল মুত্তালিব নিজের উটগুলোকে নিয়ে ফিরে এলেন এবং কুরাইশদেরক হুকুম দিলেন যে, মক্কা খালি করে অন্যত্র চলে যাও। নিজে তাঁর সমস্ত উট কা'বা শরীফের উদ্দেশ্যে কুরবানী করে দিলেন এবং কিছু লোককে সাথে নিয়ে কা'বার দরজায় কেঁদে কেঁদে দোয়া করার জন্য উপস্থিত হলেন। আব্দুল মুত্তালিব কা'বার সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্ তা'আলাকে সম্বোধন করে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করে দোয়া করলেন :

"হে আল্লাহ্, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের জায়গার হেফাজত করে থাকে, অতএব, তুমি তোমার জায়গার রক্ষণাবেক্ষণ কর"।

"ক্রুশের ধারক বাহক ও পুঁজারীদের মোকাবিলায় তোমার ধারক বাহকদেরকে সাহায্য কর"।

"এদের ক্রুশ ও কৌশল তোমার কৌশলের ওপর যেন বিজয়ী না হয়"।

"তারা সেনাবাহিনী ও হস্তিবাহিনী নিয়ে হামলা করতে এসেছে, যাতে তোমার পরিবার-পরিজনকে বন্দী করে নিয়ে যেতে পারে"।

"তারা তোমার গৃহকে ধ্বংস করার ইচ্ছা নিয়ে এসেছে। নিছক অজ্ঞতার কারণে তারা এমন কাজ করেছে। তোমার মহত্ব ও প্রতাপকে তারা বিবেচনায় আনেনি"।

আব্দুল মুত্তালিব দোয়া শেষে নিজের সাথীদেরকে নিয়ে পাহাড়ের ওপর আরোহণ করলেন। অন্যদিকে আবরাহা তার সেনাবাহিনী ও হস্তিবাহিনীকে নিয়ে কা'বা শরীফকে ধ্বংস করতে রওনা হলো। সহসা আকাশে দেখা গেল ঝাঁকে ঝাঁকে এক ধরনের ছোট পাখি। প্রত্যেকটা পাখির ঠোঁটে ও দুই পায়ে একটা করে ছোট ছোট কংকর। আকস্মিকভাবে এইসব কংকর বর্ষিত হতে লাগলো আবরাহার সেনাবাহিনী ও হস্তিবাহিনীর ওপর। আল্লাহর অপার মহিমা

www.nagorikpathagar.org

যে প্রতিটি কংকর গুলির মত কাজ করতে লাগলো। মাথার ভেতর দিয়ে ঢুকে মলদ্বার দিয়ে বেরুতে লাগলো। যার ওপর কংকর পড়ছিল, সে তৎক্ষণাৎ মারা যাচ্ছিল। এভাবে আবরাহার গোটা বাহিনী ধ্বংস হয়ে গেল। আবরাহার দেহে বসন্তের মত স্ফোটক দেখা দিল। এর ফলে গোটা শরীরে পচন ধরলো এবং দেহ থেকে রক্ত ও পুঁজ বেরুতে লাগলো। তার দেহের এক একটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একের পর এক ঝরে পড়তে লাগলো। অবশেষে তার মৃত্যু হলো। সবাই মরে যাওযার পর আল্লাহ তা'আলা একটা বৃষ্টির বন্যা পাঠালেন, যা আবরাহা ও তার বাহিনীর মরদেহগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

৭৮. হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনা

একদিন রাসূল (সা:) স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি স্বয়ং ও তাঁর সাথে অন্যান্য মুসলমানরা কেউবা চুল কামিয়ে কেউবা চুল ছেঁটে পবিত্র কা'বায় প্রবেশ করছেন। অথচ হিজরতের পর থেকেই মুশরিকরা তাদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিচ্ছিল না। এমনকি যে নিষিদ্ধ মাসগুলোকে জাহেলী যুগের আরবরাও সম্মান করতো, যে নিষিদ্ধ মাসগুলোতে তারা অস্ত্র সংবরণ করতো এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মসজিদুল হারামে প্রবেশে কাউকে বাধা দেয়া ঘোরতর অন্যায় বলে মনে করতো, সেই নিষিদ্ধ মাসগুলোতে তারা মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিত না। এই মাসগুলোতে এমনকি নিজ বংশের কোন নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ গ্রহণ থেকেও তারা বিরত থাকতো। এই মাসগুলোতে কেউ তার পিতা বা ভাই এর হত্যাকারীকে দেখলেও তার ওপর তরবারী উত্তোলন করতো না এবং তাকে মসজিদুল হারামে ঢুকতে বাধা দিত না। অথচ মুসলমানদের ব্যাপারে তারা তাদের এই অটুট ঐতিহ্যকেও লংঘন করলো এবং হিজরতের পরবর্তী পুরো ছ'টা বছর রাসূল (সা.) ও মুসলমানদেরকে পবিত্র কা'বায় প্রবেশ করতে দিল না। হিজরতের ৬ষ্ঠ বছরে পদার্পণ করার পর রাসূল (সা.) এই স্বপ্ন দেখলেন। অত:পর তিনি যখন মুসলমানদেরকে এই স্বপ্নের কথা জানালেন, তখন তারা একে একটা শুভ লক্ষণ মনে করলো ও খুশী হলো।

হুদাইবিয়ার ঘটনা সম্পর্কে ইবনে হিশামের বর্ণনা সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরে। সার্বিক বিচারে ইমাম বুখারী, ইমাম আহমাদ এবং ইমাম ইবনে হাযমের "জাওয়ামিউস সীরাত" গ্রন্থে উদ্ধৃত বর্ণনার সাথে এ বর্ণনার হুবহু মিল রয়েছে।

ইবনে ইসহাক বলেন, "অত:পর রাসূল (সা.) রমযান ও শাওয়াল মাস মদিনায় অবস্থান করলেন। (বনুল মুসতালিকের যুদ্ধ ও তারপর হযরত আয়েশার

www.nagorikpathagar.org

বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা সংক্রান্ত ঘটনার পর) যিলকদ মাসে তিনি ওমরাহ্ করার উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে রওনা হলেন। যুদ্ধের বিন্দুমাত্রও অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। তিনি মদিনার আশপাশের আরব ও মরুচারী বেদুঈনদেরকেও তাঁর সাথে যাত্রা করতে উদ্বুদ্ধ করলেন। কারণ তিনি আশংকা করছিলেন যে, কুরাইশরা তাঁর সাথে পূর্বেকার মতই আচরণ করবে, তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাইবে অথবা তাঁকে কা'বা শরীফে প্রবেশে বাধা দেবে। বেদুঈনদের অনেকেই তাঁর সাথে যাত্রা করতে প্রস্তুত হলো না। অগত্যা রাসূল (সা.) তাঁর সাথী মুহাজির, আনসার ও তার সাথে যোগদানকারী আরবদেরকে সাথে নিয়ে রওনা হলেন। তিনি তাঁর সাথে কুরবানীর জন্তুও হাঁকিয়ে নিয়ে চললেন ও ওমরার এহ্‌রাম বাঁধলেন, যাতে মক্কাবাসী তাঁর যুদ্ধের অভিপ্রায় নেই ভেবে আশ্বস্ত ও নিরাপদ বোধ করে এবং নিশ্চিত হয় যে, তিনি শুধু কা'বা শরীফের যিয়ারত ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই এসেছেন।

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ বলেন, আমরা যারা হুদাইবিয়ার যাত্রী হয়েছিলাম, সংখ্যায় চৌদ্দশো ছিলাম। যুহ্‌রী বলেন, রাসূল (সা.) যাত্রা করে যখন মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী উসফানে উপনীত হলেন, তখন তাঁর সাথে বিশর ইবনে সুফিয়ান আল-কা'বী সাক্ষাৎ করলো। সে বললো, হে রাসূল! কুরাইশরা আপনার যাত্রার খবর পেয়েছে। খবর পেয়ে তারা সদলবলে বেরিয়েছে। তাদের সাথে এমনকি গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিনী মহিলারাও বেরিয়ে এসেছে। সবাই বাঘের চামড়া পরেছে এবং যী-তুয়াতে যাত্রা বিরতি করেছে। তারা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, কখনো আপনাদেরকে মক্কায় ঢুকতে দেবে না। খালিদ ইবনে ওয়ালীদ তাদের অধিনায়ক হয়ে আসছে। তারা কুরাউল গামীমে পৌছে গেছে। (উসফান থেকে আট মাইল সামনে অবস্থিত জায়গার নাম) রাসূল (সা.) এ কথা শুনে বললেন: ধিক কুরাইশকে! যুদ্ধ তাদেরকে গিলে খেয়ে ফেলেছে। আমাকে সমগ্র আরব জাতির সাথে একটা বুঝাপড়া করতে দিলে তাদের অসুবিধা কোথায়? আরবরা যদি আমাকে খতম করে দেয়, তাহলে তো তারা যা চায় সেটাই হয়ে যাবে। আর যদি আল্লাহ্ তাদের ওপর আমাকে বিজয়ী করেন, তাহলে তারা দলে দলে ইসলামে যোগদান করবে। আর তা না হলে তারা আমার সাথে সর্বশক্তি নিয়ে লড়াই করবে, তাহলে কুরাইশের ভাবনাটা কী? আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ আমাকে যে বাণী দিয়ে পাঠিয়েছেন, তার প্রতিষ্ঠার জন্য আমি সর্বাত্মক সংগ্রাম চালিয়েই যাবো যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমাকে বিজয়ী করেন অথবা আমার এই গর্দান থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তারপর তিনি বললেন: এখানে এমন কে

www.nagorikpathagar.org

আছে, যে আমাদেরকে এমন পথে মক্কায় নিয়ে যেতে পারে যা মক্কাবাসীরা আমাদেরকে রুখতে আসার পথ থেকে ভিন্ন?

ইবনে ইসহাক বলেন, বনু আসলাম গোত্রের একজন বললো, হে রাসূল! আমি পারবো আপনাদেরকে সে রকম একটা পথ দিয়ে নিয়ে যেতে। অত:পর সে মুসলমানদেরকে একটা দুর্গম প্রস্তরময় পার্বত্যপথ ধরে নিয়ে চললো। এ পথ ধরে চলা মুসলমানদের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। এক সময়ে তারা এই দুর্গম পথ অতিক্রম করে সমভূমিতে উপনীত হলো। রাসূল (সা.) মুসলমানদেরকে বললেন: তোমরা বল: আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই ও তওবা করি। তারা তৎক্ষণাৎ তা বললো। তখন রাসূল (সা.) বললেন: বনী ইসরাঈলকেও এই কথার সমার্থক 'হিত্‌তাতুন' বলতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তারা তা বলেনি।

ইবনে শিহাব আয-যুহরী বলেন, এরপর রাসূল (সা.) জনগণকে আদেশ দিলেন যে, তোমরা হিমযের ভেতর দিয়ে মিরারের সংকীর্ণ গিরিপথ দিয়ে মক্কার নিম্নাঞ্চলের হুদাইবিয়ার সমভূমি অভিমুখে এগিয়ে যাও। (মক্কার অদূরের একটা গ্রামের নাম হুদাইবিয়া) এরপর মুসলমানরা সেই পথ ধরে এগিয়ে চললো। কুরাইশ বাহিনী যখন মুসলমানদের পথের উড়ন্ত ধুলো দেখতে পেল এবং বুঝলো যে, তারা যে পথ দিয়ে যাচ্ছে, মুসলমানরা তা থেকে ভিন্ন পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন তারা ত্বরিতগতিতে কুরায়েশের কাছে ফিরে গেল। রাসূল (সা.) তাঁর দলবল নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তারা মিরারের পাহাড়ের কাছে যেতেই রাসূল (সা.)-এর উটনীটা শুয়ে পড়লো। তা দেখে মুসলমানদের অনেকেই বলে উঠলো, উটনীটা গোয়ার্তুমি শুরু করেছে। রাসূল (সা.) বললেন: গোয়ার্তুমি করছে না এবং এটা তার স্বভাবও নয়। আসলে আবরাহার হস্তিবাহিনী মক্কায় প্রবেশে যে বাধার সম্মুখীন হয়েছিল, এ উটনীটা সেই একই বাধার সম্মুখীন। আজ কুরাইশরা আমাকে রক্ত সম্পর্ক বহাল রাখার দাবি জানিয়ে যে প্রস্তাবই দেবে, আমি তা মেনে নেব। (বুখারীর বর্ণনা অনুসারে রাসূল (সা.) বললেন: যে আল্লাহ্ তা'আলার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিসগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন সাপেক্ষে কুরাইশরা আমার কাছে যে দাবীই জানাবে আমি তা মেনে নেব।) তারপর রাসূল (সা.) মুসলমানদেরকে বললেন: তোমরা এখানে যাত্রাবিরতি কর। তাঁকে বলা হলো: হে রাসূলুল্লাহ! এই প্রান্তরে পানি নেই যে, তার ওপর নির্ভর করে যাত্রাবিরতি করা যাবে"। রাসূল (সা.) নিজের কাছ থেকে একখানা তীর বের করে জনৈক সাহাবীকে দিলেন। ঐ সাহাবী তৎক্ষণাৎ

www.nagorikpathagar.org

সামান্য বৃষ্টির পানি ধারণকারী একটা নীচু জায়গায় তীরটা গেঁড়ে দিতেই তা পানিতে ভরে উঠলো।

এভাবে রাসূল (সা.) যখন নিশ্চিত হলেন, তখন তার কাছে বুদাইন ইবনে ওয়ারকা খাযায়ীর নেতৃত্বে বনু খাযায়া গোত্রের একটা প্রতিনিধি দল এল এবং রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞেস করলো, তিনি কি উদ্দেশ্য এসেছেন? রাসূল (সা.) তাদেরকে জানালেন যে, তিনি যুদ্ধ করতে আসেননি, কেবল কা'বা শরীফ যিয়ারত করতে এবং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে এসেছেন। তারপর তিনি বিশর ইবনে সুফিয়ান আল-কা'বীকে যা বলেছিলেন, সেই ধরনের কথা তাদেরকেও বললেন। তারপর এই প্রতিনিধি দল কুরাইশের কাছে ফিরে গিয়ে বললোঃ কুরাইশ, তোমরা মুহাম্মদের ব্যাপারে বড্ড তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছ। আসলে মুহাম্মদ (সা.) যুদ্ধ করতে আসেনি। সে এসেছে যিয়ারত করতে কিন্তু কুরাইশ তাদের কথায় কর্ণপাত করলো না। তারা বরং খাযায়ীদেরকেই পক্ষপাতিত্বের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করলো এবং বললোঃ যদি যুদ্ধ করার ইচ্ছা নিয়ে নাও এসে থাকে, তথাপি আল্লাহর কসম, সে আমাদের শহরে জোর করে ঢুকতে পারবে না এবং আরবরা আমাদের সম্পর্কে এমন কথা বলতে পারুক তা আমরা কিছুতেই হতে দেব না।

খাযায়া গোত্রটার কাফের ও মুসলমান নির্বিশেষে সবাই রাসূল (সা.) এর প্রতি সহানুভূতিশীল ও শুভাকাঙ্খী ছিল। মক্কায় যা কিছুই ঘটতো, তা তারা রাসূল (সা.) এর কাছ থেকে গোপন করতো না। খাযায়ী প্রতিনিধি দলের পর কুরাইশ বনু আমের ইবনে লুয়াই গোত্রের মুকাররায ইবনে হাফসকে রাসূল (সা.) এর কাছে পাঠালো। তাকে আসতে দেখে রাসূল (সা.) দূর থেকেই বললেনঃ এই যে একজন বিশ্বাসঘাতক আসছে। রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে সে যখন কথা বললো, তখন তিনি বুদাইল ও তার সাথীদেরকে যা বলেছিলেন, তাকেও তাই বললেন। সে কুরাইশের কাছে ফিরে গিয়ে রাসূল (সা.) যা জানিয়েছেন তা জানালেন। এরপর কুরাইশরা হুলাইস ইবনে আলকামাকে রাসূল (সা.)-এর কাছে পাঠালো। সে আহাবিশ নামক গোত্রের সরদার ছিল। এই গোত্রটি বনু হারেস গোত্রের একটা শাখা। তাকে আসতে দেখে রাসূল (সা.) বললেনঃ এই লোকটি একজন ধর্মানুরাগী ব্যক্তি। ওকে তোমরা কুরবানীর জন্য নিয়ে আসা আমদের পশুগুলোকে দেখিয়ে দাও। সে যখন কুরবানীর পশুগুলোকে মাঠে চরে বেড়াতে দেখলো এবং এও দেখলো যে, দীর্ঘদিন আটক থাকার কারণে পশুগুলোর দেহের বিভিন্ন স্থান থেকে লোম ঝরে গেছে, তখন সে রাসূল (সা.) এর কাছে না এসেই কুরাইশের কাছে ফিরে

www.nagorikpathagar.org

গেল। কেননা যে দৃশ্য সে দেখেছে, তাতে সে বুঝেছে যে, যথার্থই তিনি কা'বার যিয়ারত করতে এসেছেন। সে যখন কুরাইশকে এ কথা বললো, তখন কুরাইশরা বললোঃ "তুমি বস। তুমি একজন বেদুইন। এ বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই"।

ইবনে ইসহাক বলেন, কুরাইশ নেতাদের মুখ থেকে এ কথা শুনে হুলাইস রেগে গিয়ে বললোঃ হে কুরাইশ জনতা, তোমাদের সাথে আমাদের যে মৈত্রী চুক্তি হয়েছিল, তার ভেতরে এ বিষয়টা অন্তর্ভুক্ত ছিল না, যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরের প্রতি সম্মান জানাতে আসে তাকে কি তা থেকে প্রতিহত করা হবে? হুলাইসের জন্ম মৃত্যু যার হাতে, সেই আল্লাহর কসম, তোমরা যদি মুহাম্মদ যে উদ্দেশ্যে এসেছে তা তাকে করতে না দাও, তাহলে আমি সমস্ত আহাবিশীদেরকে নিয়ে যাব। একথা শুনে কুরাইশ নেতারা বললোঃ "হুলাইস, আমরা যা পছন্দ করি, তা করতে আমাদেরকে বাধা দিওনা"।

যুহরী বলেনঃ এরপর কুরাইশরা রাসূল (সা.) এর কাছে পাঠালো বনু সাকীফ গোত্রের নেতা উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকীফকে। সে বললোঃ ওহে কুরায়েশ, আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমরা যাকেই মুহাম্মাদের কাছে পাঠাচ্ছ, সে ফিরে এলে তাকে তোমরা অনেক ভর্ৎসনা করছ ও কটু কথা বলছ। তোমরা তো জান, আমি তোমাদের সন্তান এবং তোমরা আমার বাবা, (তার মা কুরাইশের শাখা বনু আব্দুস শামছের মেয়ে ছিল।) তোমাদের ওপর কী বিপদ এসেছে তা আমি শুনেছি। সেজন্য আমার গোত্রের যারা আমার অনুগত, তাদেরকে সমবেত করেছি এবং তোমাদেরকে সান্তনা দিতে এসেছি'। কুরাইশরা বললোঃ তুমি ঠিক বলেছো। আমরা তোমার ওপর কোন দোষারোপ করিনি। তারপর সে রাসূল (সা.) এর কাছে গেল এবং গিয়ে তাঁর সামনেই বসলো। তারপর বললোঃ হে মুহাম্মাদ, তুমি তো বিরাট এক দল মানুষ জমায়েত করে তোমারই গোত্রের লোকদেরকে ধ্বংস করার জন্য নিয়ে এসেছো, তাই না? তবে শুনে রাখ, কুরাইশ তোমাকে ঠেকাতে তাদের সন্তানসম্ভবা নারী ও দুধ খাওয়ানোর মায়েদেরকে পর্যন্ত সাথে নিয়ে বাঘের চামড়া পরে বেরিয়ে এসেছে। তারা আল্লাহর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, তোমাকে কোন ক্রমেই বলপ্রয়োগে মক্কায় ঢুকতে দেবে না। আল্লাহর কসম, হয়তো আগামীকাল আমিও তাদের সাথে থাকবো এবং তোমার কাছে তাদের উপস্থিতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠবে। এ কথা বলার সময় হযরত আবু বকর (রা.) রাসূল (সা.) এর পেছনে বসে ছিলেন। তিনি তাকে ধমক দিয়ে বললেনঃ আমরা কি রাসূল (সা.) কে পর্যুদস্ত হতে দেব? উরওয়া বললঃ এ ব্যক্তি কে, হে মুহাম্মাদ? তিনি বললেনঃ এ হচ্ছে

www.nagorikpathagar.org

ইবনে আবি কুহাফা। সে বললোঃ আল্লাহর কসম, আমার যদি তোমার সাহায্যের প্রয়োজন না হতো, তাহলে আমি এর প্রতিশোধ নিতাম। সেই প্রয়োজনের কারণে এটা সহ্য করলাম। এরপর সে রাসূল (সা.) এর দাঁড়ি বিলি দিতে দিতে তাঁর সাথে কথা বলতে লাগলো। ওদিকে হযরত মুগীরা ইবনে শুবা তখন লৌহ শিরস্ত্রাণ পরে রাসূলের (সা.) মাথার ওপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। সে যখনই তাঁর দাড়ি বিলি দিচ্ছিল, তখনই তিনি তার হাতে আঘাত করছিলেন আর বলছিলেনঃ রাসূল (সা.) এর মুখ থেকে তোমার হাত সরাও নচেত এই অস্ত্র দিয়ে ওটা সরানো হবে। উরওয়া বলছিলঃ ঠিক তোমাকে। তুমি কত কর্কশভাষী। রাসূল (সা.) মুচকি হাসলেন। তখন উরওয়া বললোঃ হে মুহাম্মাদ এ ব্যক্তি কে? রাসূল (সা.) বললেনঃ এ তোমার ভাতিজা মুগীরা ইবনে শু'বা। সে বললোঃ ওহে বিশ্বাসঘাতক। মাত্র সেদিনই তো তোর মলমূত্র পরিষ্কার করেছি।

ইবনে হিশাম বলেনঃ উরওয়া তার এই কথা দ্বারা যা বুঝাচ্ছিল তা হলো মুগীরা ইসলাম গ্রহণের আগে বনু মালেক ইবনে সাকাফীর ১৩ জনকে হত্যা করেছিলেন। এতে নিহতদের পক্ষে বনু মালেক ও মুগীরার পক্ষে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। উরওয়া দশটা দিয়ত (রক্তপণ) দিয়ে এই উত্তেজনা প্রশমিত করেছিল ও বিবাদ মিটিয়ে দিয়েছিল।

ইবনে ইসহাক আরো বর্ণনা করেন যে, যুহরী বলেছেনঃ রাসূল (সা.) পূর্ববর্তীদেরকে যা যা বলেছিলেন, উরওয়াকেও অবিকল তাই বললেন। তিনি তাকে জানালেন যে, তিনি যুদ্ধ করতে আসেননি। এরপর সে কুরাইশের কাছে ফিরে গেল। সে দেখে গিয়েছিল যে, রাসূল (সা.) ওযু করলে তার ওযুর পানি, তিনি থুথু ফেললে তা নেয়ার জন্য তার শিষ্যরা কিভাবে পাল্লা দেয়। তার চুল পড়লেও তা নেয়ার জন্য ছুটোছুটি শুরু হয়ে যায়। সে কুরাইশকে গিয়ে বললোঃ ওহে কুরাইশ! আমি এমন এক ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছি যে তার রাজ্যে পারস্যের, আবিসিনিয়ার ও রোমের সম্রাটের মত দুর্দন্ড ক্ষমতাশালী ও প্রতাপশালী। আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদকে তার সাথীরা যেমন আনুগত্য করে, তেমন কোন রাজাকেও তার প্রজাদের আনুগত্য পেতে দেখিনি। আমি নিশ্চিত যে, মুহাম্মাদের সাথীরা কোন অবস্থাতেই তাকে কারো হাঁতে সমর্পন করবে না। এখন তোমরা ভেবে দেখ কী করবে।

ইবনে ইসহাক বলেন, রাসূল (সা.) খাররাশ ইবনে উমাইয়া খাযায়ীকে মক্কায় কুরাইশদের কাছে পাঠালেন, যাতে সে কুরাইশ নেতাদেরকে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য অবহিত করে। কিন্তু রাসূলের সেই উটটাকে তারা হত্যা করলো, যার

www.nagorikpathagar.org

ওপর চড়িয়ে তিনি খাররাশকে পাঠিয়েছিলেন। তারা খাররাশকেও হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু আহবিশীয়রা তা করতে দেয়নি, বরং তাকে রাসূল (সা.) এর কাছে ফিরে আসতে দিয়েছিল।

ইবনে ইসহাক আরো বলেনঃ কুরাইশরা চল্লিশ বা পঞ্চাশ জনের একটা দলকে রাসূল (সা.) এর বাহিনীর পাশ দিয়ে চক্কর দিতে ও সাহাবীগণের কোন একজনকে ধরে নিতে পাঠিয়েছিল। কিন্তু তারা সবাই ধরা পড়ে যায় ও রাসূল (সাঃ) এর কাছে নীত হয়। তিনি তাদেরকে ক্ষমা করলেন ও ছেড়ে দিলেন। অথচ তারা রসূলের বাহিনীকে লক্ষ্য করে পাথর ও তীর ছুড়েছিল।

এরপর তিনি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবকে ডাকলেন এবং তাঁকে মক্কায় পাঠিয়ে কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য অবহিত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। উমর (রা.) বললেন। হে রাসূল, আমি কুরাইশদের পক্ষ থেকে আমার জীবনাশংকা বোধ করছি। আমার গোত্র বনু আদির এমন কোন লোক মক্কায় নেই যে আমাকে রক্ষা করতে পারে। তাছাড়া কুরাইশের বিরুদ্ধে আমি যে কট্টর শত্রুতার মনোভাব পোষণ করি, তা তারা জানে। তবে আমার চেয়েও কুরাইশদের ওপর বেশী প্রভাবশালী একজনের সন্ধান আপনাকে দিতে পারি। তিনি হচ্ছেন হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান। অগত্যা রাসূল (সা.) হযরত উসমান ইবনে আফফানকে ডাকলেন এবং তাকে আবু সুফিয়ান ও অন্যান্য কুরাইশ নেতার কাছে এই বার্তা দিয়ে পাঠালেন যে, তিনি কোন যুদ্ধ বিগ্রহের উদ্দেশ্যে নয় বরং পবিত্র কা'বার যিয়ারত ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্তে এসেছেন।

ইবনে ইসহাক বলেনঃ অতঃপর হযরত উসমান মক্কা চলে গেলেন। সেখানে আব্বাস ইবনে সাঈদ ইবনুল আস তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলো এবং তাকে আশ্রয় দিল। হযরত উসমান তার কাছে রাসূল (সা.) এর বার্তা পৌঁছে দিলেন। তারপর তিনি আবু সুফিয়ান ও অন্যান্য কুরাইশ নেতার কাছে গেলেন এবং তাদের কাছে রাসূল (সা.) এর বার্তা পৌছালেন। বার্তা পৌঁছানোর পর তারা হযরত উসমানকে বললোঃ তুমি যদি কাবা শরীফ তাওয়াফ করতে চাও, তওয়াফ কর। হযরত উসমান বললেনঃ রাসূল (সা.) তাওয়াফ না করা পর্যন্ত আমি তওয়াফ করব না। অতঃপর কুরাইশরা হযরত উসমানকে আটক করল। ওদিকে রাসূল (সা.) ও সাহাবীগণের কাছে খবর পৌঁছলো যে, হযরত উসমানকে হত্যা করা হয়েছে।

ইবনে ইসহাক বলেন, হযরত উসমান নিহত হয়েছেন এই মর্মে খবর পেয়ে রাসূল (সা.) সকল মুসলমানকে বাইয়াত (অঙ্গীকার) করার আহবান

www.nagorikpathagar.org

জানালেন। এটাই ছিল গাছের নীচে বসে সম্পাদিত "বাইয়াতুর রিদওয়ান"বা "আল্লাহর সন্তুষ্টির বাইয়াত"।

এ বাইয়াত সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানদের মন্তব্য এই যে, রাসূল (সা.) মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকার বাইয়াত করিয়েছেন। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ বলতেনঃ রাসূল (সা.) মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকার বাইয়াত নয়, বরং আমরা যেন পালিয়ে না যাই সে জন্য বাইয়াত করিয়েছেন। রাসূল (সা.) এই বাইয়াত করানোর পর এতে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্য থেকে একমাত্র বনু সালমা গোত্রের সদস্য জাদ্দ ইবনে কায়েস ছাড়া আর কেউ রাসূল (সা.)-কে ছেড়ে পিছিয়ে যায়নি। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ বলতেনঃ আল্লাহর কসম, আমি যেন স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি যে, জাদ্দ ইবনে কায়েস নিজেকে তার উটের বগলের সাথে লেপ্টে রেখে জনসাধারণের দৃষ্টির আড়াল হয়ে কোথাও চলে গেল। তারপর রাসূল (সা.) এর কাছে এসে জানালো যে, হযরত উসমানের ব্যাপারে যা প্রচারিত হয়েছে তা মিথ্যে।

ইবনে হিশাম বলেনঃ রাসূল (সা.) হযরত উসমানের জন্য হাতের ওপর হাত রেখে বাইয়াত নিয়েছিলেন।

ইবনে ইসহাক যুহরীর বরাত দিয়ে বলেনঃ এরপর কুরাইশ বনু আমের গোত্রের সুহায়েল ইবনে আমরকে পাঠালো। তাকে তারা বললোঃ তুমি মুহাম্মাদের কাছে গিয়ে সন্ধি চুক্তি কর। এই সন্ধিতে একথা থাকা চাই যে, মুহাম্মাদ এ বছর অবশ্যই হুদাইবিয়া থেকে মদিনায় ফিরে যাবে। কেননা আল্লাহর কসম, আমরা থাকতে মুহাম্মাদ জোর পূর্বক মক্কায় ঢুকেছে একথা তারা বলাবলি করবে সেটা আমরা কখনো হতে দেব না।

অতঃপর সুহায়েল রাসূল (সাঃ) এর কাছে এল। রাসূল (সা.) তাকে দেখেই বললেনঃ কুরাইশ যখন এই ব্যক্তিকে পাঠিয়েছে, তখন সন্ধির উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছে। সুহায়েল রাসূল (সা.) এর কাছে এসে দীর্ঘ আলোচনা চালালো। অতঃপর উভয়ের মধ্যে চুক্তির সিদ্ধান্ত হলো।

যখন সন্ধির সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো এবং চুক্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকলো না, তখন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব ভীষণ লম্ফঝম্ফ শুরু করলেন। তিনি প্রথমে হযরত আবু বকরের কাছে এসে নিম্নরূপ কথোপকথন করলেনঃ

উমরঃ হে আবু বকর, উনি কি আল্লাহর রাসূল নন?

আবু বকরঃ অবশ্যই।

www.nagorikpathagar.org

উমরঃ আমরা কি মুসলমান নই?

আবু বকরঃ নিশ্চয়ই।

উমরঃ ওরা কি মুশরিক নয়?

আবু বকরঃ অবশ্যই।

উমরঃ তাহলে কিসের জন্য আমরা দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীনকে বিসর্জন দিচ্ছি?

আবু বকরঃ হে উমর, রাসূলের আদেশ মেনে চল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, উনি আল্লাহর রাসূল।

উমরঃ আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। তারপর তিনি রাসূল (সা.) এর কাছে এলেন। অতপর নিম্নরূপ কথোপকথন হলোঃ

উমরঃ হে রাসূলুল্লাহ, আপনি কি আল্লাহর রাসূল নন?

রাসূলুল্লাহ (সা.): হ্যাঁ।

উমরঃ আমরা কি মুসলমান নই?

রাসূলুল্লাহ (সা.): হ্যাঁ।

উমরঃ তাহলে আমরা কিসের জন্য দুনিয়ার বিনিময় দ্বীনকে বিসর্জন দিচ্ছি?

রাসূলুল্লাহঃ আমি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আমি কোন ক্রমেই আল্লাহর আদেশ লংঘন করতে পারবো না। তিনি আমাকে কখনো ধ্বংস করবেন না।

ইবনে ইসহাক বলেনঃ পরবর্তী জীবনে হযরত উমর বলতেনঃ আমি সদকা দেয়া, নামায পড়া, রোযা রাখা ও দাস মুক্ত করা অব্যাহত রেখেছি, যাতে আমার ঐ দিনের আচরণের পাপ মোচন হয় এবং ভালো হবে মনে করে যে কথা বলেছি তার গুনাহ্ মাফ হয়।

এরপর রাসূল (সা.) হযরত আলী ইবনে আবী তালেব (রা.) কে ডাকলেন। তাকে বললেনঃ "বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম"। কিন্তু সুহায়েল বললোঃ এটা আমি মানিনা। বরং লেখঃ বিস্মিকা আল্লাহুম্মা। (অর্থাৎ তোমার নামে আল্লাহ্) রাসূল (সাঃ) বললেনঃ ঠিক আছে, বিস্মিকা আল্লাহুম্মা লেখ। হযরত আলী তাই লিখলেন। পুনরায় তিনি বললেন, লেখ, "এ হচ্ছে সুহায়েল ইবনে আমরের সাথে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের সম্পাদিত চুক্তি"। সোহায়েল বললোঃ আমি যদি তোমাকে আল্লাহর রাসূল বলে স্বীকার করতাম, তাহলে তো তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধই করতাম না। শুধু তোমার নাম ও তোমার বাবার নাম লেখ। অগ্যতা রাসূল (সা.) হযরত আলীকে বলল: লেখ– "এ হচ্ছে সুহায়েল ইবনে আমরের সাথে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর সম্পাদিত সন্ধি চুক্তি। তারা

www.nagorikpathagar.org

উভয়ে জনগণকে দশ বছরের জন্য যুদ্ধ থেকে নিরাপত্তা দানের পক্ষে চুক্তি সম্পাদন করেছেন। এই সময়ে জনগণ নিরাপদে থাকবে। একে অপরের ওপর আক্রমণ থেকে বিরত থাকবে। কুরাইশ থেকে যে কেউ মুহাম্মাদের কাছে আসলে তাকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে, পক্ষান্তরে মুহাম্মদের নিকট যে কেউ কুরাইশদের নিকট গেলে তাকে ফেরত দেবে না। আমাদের ভেতরে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এক পক্ষ অপর পক্ষের ওপর আক্রমণও করবে না, কেউ কারো সম্পদ অপহরণও করবে না এবং কেউ কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতাও করবে না। যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির অংশীদার হওয়া পছন্দ করবে, হতে পারবে। আর যে ব্যক্তি কুরাইশের চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির অংশীদার হবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে, সে তা করতে পারবে। এবার তুমি (মুহাম্মাদ) আমাদের কাছে থেকে ফিরে যাবে, 'মক্কায় প্রবেশ করবে না। আগামী বছর আমরা মক্কা থেকে বেরিয়ে যাবো এবং তুমি তোমার সাথীদেরকে নিয়ে প্রবেশ করবে, মক্কায় তিন দিন থাকবে তোমাদের সাথে কোষবদ্ধ তরবারী থাকবে। তরবারী ছাড়া প্রবেশ করবে না।"

রাসূল (সা.) ও সুহায়েলের সামনে এই চুক্তি লেখা চলছে এমতাবস্থায় সুহায়েলের ছেলে আবু জান্দাল শেকল বদ্ধ অবস্থায় সেখানে এসে উপস্থিত হলো। সে রাসূল (সা.) এর কাছে পালিয়ে এসেছিল। এ সময়ে রাসূলের সাহাবীগণের মানসিক অবস্থা ছিল খুবই নাজুক। রাসূলের স্বপ্নের কারণে তারা মক্কা বিজয় নিশ্চিত জেনেই মদিনা থেকে বেরিয়েছিল। পরে যখন তারা সন্ধি হওয়া ও ওমরাহ না করেই ফিরে যাওয়ার ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করলো এবং আরো কয়েকটি অসহনীয় ব্যাপার রাসূলকে (সা.) সহ্য করতে দেখলো, তখন মুসলমানদের মন এত খারাপ হয়ে গেল যে, সে অবস্থাটা তাদের কাছে মৃত্যু তুল্য মনে হচ্ছিল। সুহায়েল আবু জান্দালকে দেখা মাত্রই তার দিকে ছুটে গিয়ে তার কলার টেনে ধরে চপেটাঘাত করলো তারপর সে বললো: হে মুহাম্মাদ, সে আসার আগেই তোমার ও আমার মাঝে বিষয়টার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। রাসূল (সা.) বললেন: তোমার কথা সত্য। তারপর সুহায়েল আবু জান্দালকে কলার ধরে সজোরে টেনে নিয়ে মক্কা অভিমুখে নিয়ে যেতে লাগলো। আবু জান্দাল উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগলো: 'ওহে মুসলমান ভাইয়েরা, আমাকে কি মুশরিকদের কাছে ফেরত পাঠানো হচ্ছে? ওরা তো আমাকে নির্যাতন করে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করবে। এ অবস্থা দেখে মুসলমানদের মনের দু:খ ও যন্ত্রণা আরো বেড়ে গেল। রাসূল (সা.) বললেন: " হে আবু জান্দাল, ধৈর্যধারণ কর ও ঈমানের দৃঢ়তা বজায় রাখ। মনে রেখ, আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য ও তোমার দুর্বল সাথীদের জন্য অচিরেই মুক্তির

www.nagorikpathagar.org

ব্যবস্থা করবেন। আমরা মুশরিকদের সাথে একটা আপোষ রফা করেছি এবং সে ব্যাপরে আমরা পরস্পরের সাথে আল্লাহর নামে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। আমরা তাদের সাথে ওয়াদা খেলাফ করতে পারি না"। তৎক্ষণাৎ ওমর ইবনুল খাত্তাব আবু জান্দালের কাছে ছুটে গেলেন এবং তার সাথে সাথে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে উমর নিজের তরবারীর মুঠো আবু জান্দালের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেনঃ " হে আবু জান্দাল, ধৈর্য্য ধারণ কর। ওরা মুশরিক। ওদের রক্ত কুকুরের রক্তের সমান"। উমর (রা.) বলেনঃ " আমি আশা করেছিলাম যে, সে তরবারী তুলে নিয়ে তার বাবাকে আঘাত করবে"। কিন্তু লোকটা তার বাবার প্রতি দুর্বলতা দেখালো এবং চুক্তিটা কার্যকরী হয়ে গেল।

চুক্তিটা লেখা সম্পন্ন হলে মুসলমানদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক, অমুসলিমদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোককে স্বাক্ষী করা হলো। এই স্বাক্ষীরা হলেনঃ আবু বকর সিদ্দীক, উমর ইবনুল খাত্তাব, আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, মাহমুদ ইবনে মাসলামা, মুকাররায ইবনে হাফস (তিনি তখনো মুশরিক ছিলেন) আলী ইবনে আবি তালেব। হযরত আলী (রা.) ছিলেন চুক্তিপত্রের লেখক।

যুহরী বলেন, চুক্তিপত্র লেখা শেষ হলে রাসূল (সা.) তাঁর সাহাবীগণকে বললেনঃ "তোমরা এখন ওঠ, কুরবানী কর এবং তারপর মাথার চুল কামাও।" যুহরী বলেন, রাসূল (সা.) এর আদেশে সাড়া দিয়ে কেউ উঠলো না। ফলে রাসূল (সা.) তাঁর আদেশ তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। কেউ উদ্যোগী হলোনা দেখে রাসূল (সা.) হযরত উম্মে সালমা (রা.) এর কাছে গেলেন সাহাবীগণের পক্ষ থেকে তিনি যে আচরণ প্রত্যক্ষ করেছেন তা তাকে জানালেন। উম্মে সালমা (রা.) বললেনঃ হে আল্লাহর নবী ! আপনি কি কুরবানী করা পছন্দ করেন? যদি করেন, তাহলে তাদের কারো সাথে আর একটা কথাও না বলে নিজে উট কুরবানী করে ফেলুন এবং আপনার চুল কামানেওয়ালাকে ডেকে আনুন, সে আপনার চুল কামিয়ে দিক"। রাসূল (সা.) তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেলেন, কাউকে কিছু না বলে কুরবানীর কাজটা নিজ হাতেই সমাধা করলেন এবং চুল কামানেওয়ালাকে ডাকলেন সে তাঁর চুল কামিয়ে দিল। সাহাবীগণ যখন এটা দেখলেন, তখন তাঁরা গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন, কুরবানী করলেন এবং তারা একে অপরের মাথা কামিয়ে দিলেন। তাদের মানসিক অবস্থা তখনো এমন ছিল যে, তারা মনের দুঃখে ও ক্ষোভে (একে অপরের চুল কামাতে গিয়ে) একে অপরকে হত্যা করে বসতে পারেন, এমন আশংকা দেখা দিয়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

ইবনে ইসহাক বলেন, হুদাইবিয়ার সন্ধির দিনে কতক মুসলমান চুল কামায় এবং কতকে চুল ছোট করে ছাঁটে। এরপর রাসূল (সাঃ) বললেন, "যারা চুল কামিয়েছে, তাদের ওপর আল্লাহর রহমত করুন। সাহাবীগণ বললেন, হে রাসূলুল্লাহ যারা চুল ছেঁটেছে? তিনি বললেনঃ যারা চুল কামিয়েছে, আল্লাহ তাদের ওপর রহমত করুন। তৃতীয়বার যখন সাহাবীগণ বললেনঃ হে রাসূল, যারা চুল ছেঁটেছে? তিনি বললেনঃ যারা চুল ছেঁটেছে তাদের ওপর আল্লাহ রহমত করুন। তারা বললেনঃ হে রাসূলুল্লাহ, আপনি যারা চুল কামিয়েছে, তাদের জন্য যারা চুল ছেঁটেছে তাদের চেয়ে বেশী রহমত কামনা করলেন কেন? রাসূল (সা.) বললেনঃ তারা সন্দেহ করেনি (অর্থাৎ হুদাইবিয়ার সন্ধির যথার্থতা সম্পর্কে)।

যুহরী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) যাত্রা শুরু করলেন। মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছলে সূরা আল-ফাতাহ নাযিল হলো।

ইমাম আহমাদ মুজাম্মা ইবনে হারিসা আনসারী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (মুজাম্মা) বলেছেন, আমরা হুদাইবিয়ায় উপস্থিত ছিলাম। যখন সেখান থেকে যাত্রা করলাম। সহসা লোকেরা তাদের উটগুলোকে জোরে জোরে হাঁকাতে শুরু করলো। তা দেখে অন্যরা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, ব্যাপার কি? ওরা এরকম করছে কেন? তখন বলা হলোঃ রাসূল (সাঃ)-এর কাছে ওহী এসেছে। একথা শুনে আমরা আবেগে উদ্বেলিত হয়ে ছুটলাম। দেখলাম, কারাউল গামীমে রাসূল (সা.) তাঁর বাহন জন্তুটির ওপর বসে আছেন। মুসলমানরা তার চার পাশে সমবেত হলো। তিনি তাদের সামনে পাঠ করলেনঃ ইন্না ফাতহনা লাকা ফাতহাম মুবীনা..। "আমি তোমাকে একটা সুস্পষ্ট বিজয়ে ভূষিত করেছি"। এ সময় জনৈক সাহাবী বললেন, "হে রাসূলুল্লাহ, ওটা কি বিজয়?" তিনি বললেনঃ "হা, আল্লাহর কসম, ওটা বিজয়"।

ইমাম আহমাদ আরো বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব বলেছেনঃ আমরা একটা সফরে রাসূল (সা.) এর সাথে ছিলাম। তখন তাকে একটা কথা তিনবার জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু তিনি আমাকে কোন জবাব দিলেন না। আমি নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বললামঃ ওহে খাত্তাবের ছেলে, তোর মরণ হোক, তুই রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে তিনবার জিজ্ঞেস করলি। তিনি একবারও জবাব দিলেন না। তারপর আমি আমার উটের পিঠে চড়ে বসলাম, উটকে তাড়া দিলাম এবং সামনে এগিয়ে গেলাম। আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে, আমার সম্পর্কে কোন আয়াত নাযিল হয় কিনা। সহসা দেখলাম, একজন আমাকে ডাকছে আমি ভাবলাম, আমার সম্পর্কে কিছু নাযিল হয়েছে হয়তো। আমি ফিরে এলাম।

www.nagorikpathagar.org

তখন রাসূল (সা.) বললেনঃ গতকাল আমার ওপর কোন একটা সূরা নাযিল হয়েছে, যা আমার কাছে সমগ্র পৃথিবী ও তার যাবতীয় ধন সম্পদের চেয়ে প্রিয়। তা হচ্ছে সূরা আল-ফাতাহ্। রাসূল (সা.) সূরার প্রথম দু' আয়াত পড়লেন। (বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী)

৭৯. হযরত হামযার লাশের অনুসন্ধান

রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত হামযার (রা.) লাশের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। বাতনুল ওয়াদীতে তাঁর বিকৃত লাশ পাওয়া গেল। লাশটি ছিল নাক-কান কাটা ও বুক-পেট ফাড়া। এই হৃদয় বিদারক ও মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ (সা.) হতবিহ্বল হয়ে পড়লেন এবং বললেনঃ

"আপনার ওপর আল্লাহর রহম হোক। আমি যতদূর জানি, আপনি অত্যন্ত পরোপকারী ও আত্মীয় স্বজনদের সহায়ক ছিলেন। সফিয়া দুঃখ শোক বহু গুণ বেড়ে যাওয়ার অশংকা না থাকলে আমি আপনাকে এভাবেই রেখে যেতাম। যাতে পশু পাখীরা আপনাকে খেয়ে ফেলতো এবং কিয়ামতের দিন আপনি তাদের পেট থেকে বেরিয়ে আসতেন। তারপর সেখানেই দাঁড়িয়ে বললেন, "আল্লাহর কসম, আল্লাহ যদি আমাকে কাফেরদের ওপর বিজয় দান করেন, তবে আপনার প্রতিশোধ নিতে ৭০ জন কাফেরকে হত্যার পর লাশ বিকৃত করবো"। একথা বলার পর তিনি ঐ জায়গা থেকে সরে যাওয়ার আগেই নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়ঃ

"তোমরা যদি প্রতিশোধ নিতে চাও, তবে ততটুকুই প্রতিশোধ নাও যতটুকু তোমাদেরকে কষ্ট দয়া হয়েছে আর যদি ধৈর্যধারণ কর তবে সেটা ধৈর্যধারণকারীদের জন্য উত্তম। তুমি ধৈর্যধারণ কর। তোমার ধৈর্যধারণ কেবল আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুপ্রেরণারই অবদান। তাদের নিয়ে তুমি উদ্বিগ্ন হয়োনা এবং তাদের চক্রান্তে তুমি হতোদ্যম হয়ো না। নিশ্চয় যারা আল্লাহকে ভয় করে ও যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে আছেন। (সূরা নাহল : ১২৬-১২৮)

তিনি তৎক্ষণাৎ ধৈর্য ধারণের সংকল্প গ্রহণ করলেন। কসমের কাফ্ফারা দিলেন এবং যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা বাতিল করলেন।

হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) হযরত হামযার লাশ দেখে কাঁদতে কাঁদতে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন এবং বলেছিলেন–

"কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট হামযাই শহীদদের সরদার"।

www.nagorikpathagar.org

হাকেম ও ইমাম যাহাবী এ হাদীস বিশুদ্ধ বলে রায় দিয়েছেন। হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–

"আব্দুল মুত্তালিবের ছেলে হামযা শহীদদের সরদার"।

এ কারণেই হযরত হামযা "সাইয়েদুশ্ শুহাদা" (শহীদদের সরদার) উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন।

৮০. আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.)-এর শাহাদাত

ওহুদের যুদ্ধে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.) ও শহীদ হন। সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস বর্ণনা করেন, "ওহুদের দিন যুদ্ধ শুরু হবার আগে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ আমাকে এক দিকে ডেকে নিয়ে নিভৃতে বললেন, এস আমরা দুজনে কোথাও আলাদা বসে আল্লাহর কাছে দোয়া করি এবং একে অপরের দোয়ায় আমিন বলি। সা'দ বলেন, তাঁর কথামত আমরা দু'জনে এককোণে সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে বসে পড়লাম। তারপর প্রথমে আমি দোয়া করলাম যে, হে আল্লাহ, আজ আমাকে এমন শত্রুর মুখোমুখি কর, যে অত্যন্ত সাহসী, দুর্ধর্ষ ও রাগী, কিছুক্ষণ আমি তার আক্রমণ প্রতিহত করবো, এবং তারপর সে আমার আক্রমণ প্রতিহত করবে। তারপর হে আল্লাহ, আমাকে তার ওপর বিজয়ী কর, যেন আমি তাকে হত্যা করতে ও তার সহায়- সম্পদ ছিনিয়ে নিতে পারি। আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.) এতে আমিন বললেন।

এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ এভাবে দোয়া করলেনঃ হে আল্লাহ,আজ আমাকে এমন শত্রুর সম্মুখীন কর, যে অত্যন্ত শক্তিশালী ও রাগী হবে। একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তার সাথে লড়বো এবং অবশেষে সে আমাকে হত্যা করবে। আমার নাক ও কান কাটবে। যখন হে আল্লাহ, আমি তোমার সাথে সাক্ষাত করবো এবং তুমি জিজ্ঞেস করবে, হে আব্দুল্লাহ, তোমার এ নাক ও কান কোথায় কাটা গিয়েছিল? তখন বলবো, হে আল্লাহ, তোমার ও তোমার রাসূলের পথে, আর তুমি তখন বলবে, "তুমি সত্য বলেছ"। সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, তাঁর দোয়া আমার দোয়ার চেয়ে ভালো ছিল। সন্ধ্যার সময় তার নাক ও কান কাটা লাশ দেখলাম। (যারকানী, ২/৫১)

সা'দ বলেন, আল্লাহ আমার দোয়াও কবুল করেছিলেন। আমিও একজন দুর্দান্ত কাফেরকে হত্যা করেছিলাম ও তার মালপত্র ছিনিয়ে নিয়েছিলাম। (রওযুল আলফ, ২/১৪৩)

www.nagorikpathagar.org

সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ নিম্নরূপ দোয়া করেনঃ

"হে আল্লাহ, আমি তোমার কসম খেয়ে বলছি, আমি যেন তোমার শত্রুর মোকাবিলা করি, অত:পর তারা আমাকে হত্যা করে, আমার পেট কাটে, আমার নাক ও কান কাটে, অত:পর তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে, এ সব কেন হয়েছে? আমি বলবো, শুধুমাত্র তোমার জন্য"। এ কারণেই আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ "মুজাদ্দাফিল্লাহ" অর্থাৎ "আল্লাহর পথে নাক ও কান কাটা" উপাধিতে ভূষিত হন। (ইসাবা, ২/২৮৭)

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের স্বভাব এ রকমই হয়ে থাকে যে, তাঁরা যারা আল্লাহর পথে জীবন দেয়াকে নিজের পরম সৌভাগ্য মনে করে এবং বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু তাঁদের কাছে মজাদার লাগে। কেননা মৃত্যুকে তাঁরা তাঁদের প্রিয়তম বন্ধু আল্লাহর সাথে মিলিত হবার এবং দুনিয়ার কারাগার থেকে আখেরাতের জান্নাতে পৌঁছার মাধ্যম মনে করে। জনৈক কবি বলেন–

"দৈহিক মৃত্যু তাদের কাছে কষ্টকর মনে হয় না। এ যেন তাদের কারাগার থেকে কুসুম কাননে প্রস্থান। বিষের ভেতর দিয়ে যাদেরকে মধুর কাছে নেয়া হয়। তাঁদের কাছে বিষ যন্ত্রণাদায়ক মনে হবে কেন"?

৮১. যিনি এক ওয়াক্ত নামায না পড়েও জান্নাতবাসী হলেন

আমর ইবনে সাবেত, যিনি উমাইরিম নামে খ্যাত ছিলেন। সারা জীবন ইসলামের বিরোধী ছিলেন। ওহুদের দিন হঠাৎ ইসলামের পক্ষে বুঝ এসে গেল। তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছে গেলেন এবং কাফেরদের সাথে তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। অবশেষে আহত হয়ে পড়ে রইলেন। লোকেরা যখন দেখলো উমাইরিম পড়ে আছে, তখন সবাই অবাক হলো এবং বললো, ওহে আমর, তুমি এ যুদ্ধে কিভাবে এলে? ইসলামের জজবা নিয়ে, না কি জাতীয় ভাবাবেগ নিয়ে? উমাইরিম জবাব দিলেন–

"বরং ইসলামের প্রতি আগ্রহী হয়েই এসেছি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি মুসলমান হয়েছি। তারপর তরবারী হাতে তুলে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে জিহাদ করেছি এবং তার ফলে এই সব জখম হয়েছে।" এই কথাটুকু বলার সাথে সাথেই তাঁর জীবন প্রদীপ নিভে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তার খবর শুনে বললেন–

"সে অবশ্যই জান্নাতবাসী"। (ইবনে ইসহাক)

www.nagorikpathagar.org

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলতেন– বলতো, সেই ব্যক্তি কে, যে একবারও নামায না পড়ে জান্নাতবাসী হয়েছে। তিনি এই সাহাবী আমর ইবনে সাবেত উমাইরিম রাদিয়াল্লাহু আনহু।

৮২. বীরে মাউনার ৭০ শহীদ

আমের ইবনে মালেক আবু বারা রাসূল (সা.) এর কাছে হাজির হলো এবং কিছু উপঢৌকন পেশ করলো। কিন্তু তিনি উপঢৌকন গ্রহণ করলেন না। বরং আবু বারাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন। আবু বারা ইসলাম গ্রহণও করলেন না, প্রত্যাখ্যানও করলেন না। সে বরং বললো: আপনি যদি আপনার কিছু সাথীকে নাজদবাসীর কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতে পাঠান, তবে আমি আশা করি, নাজদবাসী ইসলাম গ্রহণ করবে। রাসূল (সা.) বললেন: আমি নাজদবাসী সম্পর্কে শঙ্কিত। আবু বারা বললো: আমি দায়িত্ব নিচ্ছি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিচ্ছি। রাসূল (সা.) ৭০ জন সাহাবীকে তার সাথে পাঠিয়ে দিলেন এবং মুনযির ইবনে আমর সায়েদী (রা.) কে তাদের আমীর বা নেতা নিযুক্ত করলেন। এই সত্তর জন সাহাবী ক্বারী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। [সমগ্র কুরআনের হাফেযকে তৎকালে ক্বারী বলা হতো]। তারা অত্যন্ত পরহেজগার ও পবিত্র আচরণের অধিকারী ছিলেন। দিনের বেলা জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতেন, তা বিক্রি করে সন্ধ্যায় আসহাবে সুফফার জন্য খাবার কিনে আনতেন। রাতের একাংশ কুরআন শিখতে, শেখাতে এবং কিছু অংশ রাতের নামায ও তাহাজ্জুদে কাটাতেন।

তারা মদিনা থেকে রওনা হয়ে সোজা বীরে মাউনায় পৌঁছে গেলেন। মক্কা ও উমফানের মাঝখানে অবস্থিত এই বীরে মাউনার আশপাশে অবস্থান করে বনু হুযায়েল, বনু আমের ও বনু মুলায়েম নামক গোত্র সমূহ। রাসূল (সা.) আমের ইবনে তুফায়েলের নামে একটা চিঠি লিখিয়ে তা হযরত আনাসের মামা হযরত হারাম ইবনে মিলহানের হাতে সোপর্দ করলেন। আমের ইবনে তুফায়েল হচ্ছে বনু আমের গোত্রের সরদার।

তারা যখন বীরে মাউনায় পৌঁছলেন, তখন দলের আমীর হারাম ইবনে মিলহানকে রাসূল (সা:) এর চিঠি সহকারে আমের ইবনে তুফায়েলের কাছে পাঠালেন। আমের ইবনে তুফায়েল চিঠি খুলে দেখার আগেই তার জনৈক অনুচরকে ইশারা করলো তাকে হত্যা করতে। সে পেছন থেকে এমন জোরে একটা বর্শা মারলো যে, তা হারাম ইবনে মিলহানের পিঠ ও বক্ষ ভেদ করে

www.nagorikpathagar.org

এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে বেরিয়ে গেল। হযরত হারাম ইবনে মিলহান সংগে সংগে বলে উঠলেন,

اَللّٰهُ اَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

"আল্লাহ মহান, কা'বার প্রভুর কসম! আমি সফল হয়েছি"। তারপর আমের বনু আমের গোত্রকে বাদবাকী সাহাবীগণকেও হত্যা করতে প্ররোচনা দিল। কিন্তু আমেরের বাবা আবু বারা তাদের নিরাপত্তা দিয়ে এনেছে বলায় বনু আমের তার কথায় কান দিল না।

আমের ইবনে তুফায়েল নিজ গোত্রের লোকদেরকে কথা শুনাতে ব্যর্থ হয়ে বনু মুলায়েমের সাহায্য চাইলো। বনু মুলায়েমের আসিয়া, রা'ল ও যাকওয়ান এই কটা গোত্র তার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল এবং সবাই মিলে সব কজন সাহাবীকে ইবনো অপরাধে শহীদ করে ফেললো। একমাত্র হযরত কা'ব ইবনে যায়েদ আনসারী বেঁচে গেলেন। তাঁর ভেতরে কিছুটা প্রাণস্পন্দন অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু কাফেররা তাকে মৃত ভেবে রেখে গেল। পরে সংজ্ঞা ফিরে পান, দীর্ঘকাল জীবিত থাকেন এবং খন্দকের যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি ছাড়া আরো দুই ব্যক্তিও বেঁচে যান। মুনযির ইবনে মুহাম্মাদ ও আমর ইবনে উমাইয়া যামরী। তারা দু'জন ছাগল চরাতে জংগলে গিয়েছিলেন। সহসা আকাশে পাখী উড়তে দেখে তারা ভড়কে যান এবং ধারণা করেন যে, কোন মারাত্মক ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। কাছে এসে দেখলেন, তাদের সংগীরা সবাই শহীদ হয়ে গেছেন। উভয়ে পরামর্শ করলেন যে, তখন কী করা যায়। আমর ইবনে উমাইয়া বললেন, মদিনায় চলে যাই এবং রাসূল (সা.)-কে খবর দেই। মুনযির বললেন, খবরতো পৌঁছে যাবেই। শাহাদাতের সুয়োগ হাতছাড়া করবো কেন? উভয়ে এগিয়ে গেলেন, মুনযির যুদ্ধ করে শহীদ হলেন। আর আমর ইবনে উমাইয়াকে তারা গ্রেফতার করে আমের ইবনে তুফায়েলের কাছে নিয়ে গেল। আমের তার মাথার চুল কামালো। তারপর তাকে এই বলে ছেড়ে দিল যে, আমার মা একজন ক্রীতদাস স্বাধীন করার মানত মেনেছেন। সেই মানত অনুযায়ী তোমাকে ছেড়ে দিলাম। (যারকানী, ২/৭৭)

৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারামের শাহাদাত

হযরত জাবেরের (রা.) পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারামও শাহাদাত বরণ করেন ওহুদ যুদ্ধে। হযরত জাবের বলেন, আমার বাবা ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হন এবং কাফেররা তার মুখমণ্ডলকে ক্ষত-বিক্ষত ও বিকৃত করে ফেলে। তার লাশ যখন রাসূলুল্লাহর (সা.) কাছে আনা হল তখন আমি বাবার মুখের ওপর

www.nagorikpathagar.org

থেকে কাপড় খুলে দেখতে চাইলে সাহাবীগণ আমাকে নিষেধ করলেন। আমি আবার দেখতে চাইলে আবারো তারা নিষেধ করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) অনুমতি দিলেন।

আমার ফুফু ফাতেমা ইবনেতে আমর যখন কান্নাকাটি করতে লাগলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, "কাঁদো কেন? তার লাশতো কবরে দাফন হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতাদের ছায়ার নীচে ছিল। (বুখারী) অর্থাৎ তোমার ভাই এর ওপর যখন ফেরেশতাগণ ছায়া দিয়ে রেখেছেন, তখন কাঁদো কেন? এটা তো খুশীর খবর।

হজরত জাবের (রা.) বলেন, একদিন হযরত (সা.) আমাকে দেখে বললেন, ওহে জাবের তোমার কী হয়েছে? তোমাকে আমি বিমর্ষ দেখি কেন? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার বাবা ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এবং সমস্ত সংসার ও ঋণের বোঝা রেখে গেছেন। তিনি বললেনঃ আমি কি তোমাকে একটা সুসংবাদ শুনাবোনা? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, অবশ্যই শুনাবেন। তিনি বললেন, আল্লাহ এ যাবত যত লোকের সাথে নিজে কথা বলেছেন, পর্দার আড়াল থেকেই বলেছেন, কিন্তু তোমার আব্বাকে তিনি জীবিত করে সরাসরি মুখোমুখি কথা বলেছেন। তিনি তোমার বাবাকে বললেন, হে আমার বান্দা, তোমার কোন আকাঙ্খা থাকলে তা আমাকে বল। তোমার বাবা বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার আকাঙ্খা এই যে, আমি আবার যেন জীবিত হই এবং আবার তোমার পথে লড়াই করে শহীদ হই। আল্লাহ বললেন, সেটা তো হতে পারে না। কেননা মৃত্যুর পরে কেউ দুনিয়ায় ফিরে যাবে না, এটাই অমোঘ ও অকাট্য বিধি। (তিরমিযী)

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম বলেন, ওহুদের আগে আমি মুবাশশির ইবনে আব্দুল মুনযিরকে স্বপ্নে দেখেছিলাম, তিনি বললেন যে, হে আব্দুল্লাহ, তুমিও শিগগীরই আমার কাছে আসবে। আমি বললাম, তুমি কোথায় থাক। তিনি বললেন, জান্নাতে । যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে ঘুরে আমোদ ফূর্তি করছি। আমি বললাম, তুমি বদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলে, তাই না? তিনি বললেন হ্যাঁ, কিন্তু আবার আমাকে জীবিত করে দেয়া হয়েছে। আব্দুল্লাহ বলেন, আমি এই স্বপ্নের কথা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জানালাম। তিনি বললেন, হে জাবেরের বাবা, এর তা'বীর (স্বপ্নের ব্যাখ্যা) হলো শাহাদাত। (যাদুল মায়াদ ২/৯৬)

www.nagorikpathagar.org

৮৪. মদিনার নারী-পুরুষদের রাসূল প্রেমের নমুনা

যেহেতু ওহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে মদিনায় অত্যন্ত উদ্বেগজনক খবরাদি আসছিল, তাই মদিনার নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবাই রাসূল (সা.)-এর খবর জানার জন্য বেশী ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। সবার মনোভাব এরকম ছিল যে, যার যাই হোক, রাসূলুল্লাহ (সা.) যেন অক্ষত, সুস্থ ও নিরাপদ থাকেন।

সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূল (সা.) সহ মদিনায় ফিরে যাওয়ার সময় জনৈকা আনসারী মহিলার সম্মুখীন হলাম। তার স্বামী, ভাই ও বাবা এই যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল। এই মহিলাকে যখন তার স্বামী, বাবা ও ভাই এর শাহাদাতের খবর সাহাবীগণ একে একে শোনালেন, তখন মহিলা বললেন, "ও সব রাখ, আগে বল, রাসলুল্লাহ (সা.) কেমন আছেন"?

লোকেরা বললো, আলহামদুলিল্লাহ, তিনি ভালো আছেন। মহিলা বললেন, আমাকে রাসূল (সা.) এর পবিত্র মুখ খানা দেখাও।

তাঁকে না দেখলে আমি স্থির হতে পারছি না। লোকেরা ইংগিত করে দেখালো যে, এই যে ইনি রাসূলুল্লাহ (সা.)। রাসূলকে দেখে সেই মহিলা বললেন, তাঁকে দেখে আমার সব দুঃখ দূর হয়ে গেছে। আল্লাহ রাসূল (সা.)-কে দ্বীনের জন্য বাঁচিয়ে রাখুন।

৮৫. একটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনা

যাতুর রিকার অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনকালে রাসূল (সা.) যখন একটা গাছের ডালে তরবারী ঝুলিয়ে রেখে গাছের ছায়ায় ঘুমাচ্ছিলেন, তখন সহসা এক মুশরিক এসে রাসূল (সা.) এর তরবারীটা নিজের হাতে তুলে নিল এবং বললো, বল, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে? রাসূল (সা.) অত্যন্ত শান্তভাবে ও দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেনঃ আল্লাহ। জবাবটা শোনামাত্র সে ভয়ে কাঁপতে লাগলো এবং তার হাত থেকে তরবারীটা খসে পড়লো। (বুখারী)

ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুসারে হযরত জিবরীল তার বুকে একটা প্রচণ্ড ঘুষি দেন। সংগে সংগে তার হাত থেকে তরবারী পড়ে গেল। এবার রাসূল (সা.) তরবারী হাতে উঠিয়ে নিয়ে বললেনঃ এখন বল, আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে? সে বললোঃ কেউ না। রাসূল (সা.) বললেনঃ আচ্ছা যাও, তোমাকে আমি মাফ করে দিলাম।

www.nagorikpathagar.org

ওয়াকেদী বলেনঃ এই ব্যক্তি মুসলমান হয়ে যায় এবং নিজ গোত্রে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিলে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে। সহীহ্ বুখারীর বর্ণনা অনুযায়ী এর নাম ছিল গোরাস ইবনে হারেস।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, অবিকল এ ধরনেরই ঘটনা গাতফান অভিযান প্রসংগে বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এটা আসলে একই ঘটনা। আবার অনেকের মতে পৃথক পৃথক ঘটনা। (যারকানী, ২/৯১)

৮৬. আমর ইবনুল জামুহের শাহাদাত

এই যুদ্ধে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাসের ভগ্নিপতি হযরত আমর ইবনুল জামুহ শহীদ হন। তাঁর শাহাদাতের ঘটনাও অদ্ভুত। আমর ইবনুল জামুহ (রা.) এর পায়ে মারাত্মক রকমের জখম ছিল। যার জন্য তিনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতেন তাঁর চার ছেলের সকলেই প্রত্যেক যুদ্ধে রাসূল (সা.)এর সাথে থাকতেন। ওহুদে যাওয়ার সময় তিনি ছেলেদেরকে বললেন, আমিও তোমাদের সাথে জিহাদে যাবো। ছেলেরা বললো, আপনি মা'যুর অর্থাৎ অসুস্থ। আল্লাহ আপনাকে বাড়ীতে বসে থাকার অনুমতি দিয়েছেন আপনি বাড়ীতেই থাকুন। কিন্তু এই ত্যাগী নাছোড়বান্দা আল্লাহর রাসূলের অনুমতি নিতে অগ্রণী হলেন।

শাহাদাতের আকাঙ্খায় এতই ব্যাকুল ছিলেন যে, ঐ অবস্থায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার ছেলেরা আমাকে আপনার সাথে যেতে দিচ্ছে না। আল্লাহর কসম! আমার প্রবল আশা, এই খোঁড়া পা নিয়েই জান্নাতের মাটিতে হাঁটবো।

রাসূল (সা.) তাকে বললেন, আল্লাহ তোমাকে অসুস্থ ও অক্ষম আখ্যায়িত করেছেন। তোমার ওপর জিহাদ ফরয নয়। আবার ছেলেদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ তোমরা যদি তাকে বাধা না দাও, তবে ক্ষতি কী? হতে পারে, আল্লাহ তা'আলা তাকে শাহাদাত দান করবেন। অবশেষে তিনি জিহাদে গেলেন এবং শহীদ হলেন।

মদিনা থেকে রওনা হবার সময় কেবলামুখী হয়ে তিনি এভাবে দোয়া করেন, "হে আল্লাহ, আমাকে শাহাদাত দিও এবং আমাকে আমার পবিরারের কাছে ফেরত পাঠিও না"।

এই একই যুদ্ধে তার ছেলে খালেদ ইবনে আমর ইবনুল জামুহও শহীদ হন। আমর ইবনুল জামুহের স্ত্রী- হিন্দা ইবনেতে আমর ইবনে হারাম (অর্থাৎ

www.nagorikpathagar.org

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল হারামের বোন এবং হযরত জাবেরের ফুফু) মনস্থ করলেন যে, তিন শহীদকেই অর্থাৎ নিজের ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম। ছেলে খালিদ ও স্বামী ইবনুল জামূহকে একই উটের পিঠে করে মদিনা নিয়ে যাবেন এবং সেখানে দাফন করবেন। কিন্তু উট যখনই মদিনার দিকে চালাতে চান, অমনি উট বসে পড়ে। আর যখনই ওহুদের দিকে চালাতে চান, অমনি হন্ হন্ করে চলতে আরম্ভ করে।

হিন্দা তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট এসে সমস্যাটা জানালেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমর ইবনুল জামুহ কি মদিনা থেকে রওনা হবার সময় কিছু বলেছিল? হিন্দা তার উক্ত দোয়ার কথা উল্লেখ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এ জন্যই উট চলে না। তিনি আরো বললেন–

"যার হাতে আমার জীবন সেই আল্লাহর কসম, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে, যে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বসলে আল্লাহ স্বয়ং তার কসম পূর্ণ করার ব্যবস্থা করেন। এ ধরনেরই একজন হচ্ছে আমর ইবনুল জামুহ, আমি তাঁকে জান্নাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে বেড়াতে দেখেছি।" (যারকানী, ২/৫০, ইস্তিয়াব ২/৫০৪)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম ও আমর ইবনে জামুহ (রা.) দু'জনকেই ওহুদের নিকটে একই কবরে সমাহিত করা হয়।

৮৭. মানুষ ও শয়তান

বনী ইসরাইল অধ্যুষিত একটা গ্রামে একজন সৎ কিন্তু দরিদ্র যুবক বাস করতো। ঐ গ্রামে একটা প্রাচীন গাছ ছিল। আজকাল যেমন গাছগাছালির ফল ফুল পাতা শেকড় ও ছালবাকল ব্যবহার করে নানা রকমের রোগের চিকিৎসা করা হয় এবং ওষুধ তৈরি হয় সেকালে এ বিষয়টা সাধারণ মানুষের জানা ছিল না। কিন্তু ঘটনাক্রমে ঐ গ্রামের কোন ব্যক্তি ঐ গাছটার পাতা ফল বা ছালবাকল ব্যবহার করে আশ্চর্য রকমের সুফল পেয়েছিল । আর এই ঘটনার সূত্র ধরে শয়তান ঐ এলাকার জনগণকে প্ররোচনা দিতে শুরু করলো যে, গাছটা অতি পুণ্যময় ও পবিত্র এবং তার অনেক রহস্যময় রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা রয়েছে। তাই গাছটা পূজনীয়। এই প্ররোচনায় প্রভাবিত হয়ে তারা ধোঁকায় পড়ে গেল এবং গাছের পূজা অর্চনা শুরু করে দিল। দীনদার যুবকটি এই প্রকাশ্য শিরকী কার্যকলাপ দেখে ভীষণ ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত হলো। সে গাছটি কেটে ফেলার সংকল্প নিল। অত:পর সে একখানা কুড়াল নিয়ে গাছ

www.nagorikpathagar.org

কাটতে রওনা হলো। পথিমধ্যে মানুষের আকৃতি ধারণ করে শয়তান যুবকটির সাথে দেখা করলো।

শয়তান: কি হে যুবক, কোথায় চলেছ?

যুবক: ঐ গাছটার কাছে যাচ্ছি।

শয়তান: কি দরকার?

যুবক: গাছটা কেটে ফেলবো।

শয়তান: কেন?

যুবক: কারণ জনগণ ধোঁকায় পড়ে গেছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে ঐ গাছের উপাসনা করছে।

শয়তান: না, তুমি কখনো ঐ গাছের নাগাল পাবে না। আমি তোমাকে এ কাজ করতে দেবো না।

এই বলে সে যুবকের কাপড় টেনে ধরলো। যুবক ভীষণ রেগে গেল। সে মানুষরূপী শয়তানকে উঁচু করে মাটিতে ফেলে দিল এবং তার গলা টিপে ধরলো। শয়তানের প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার উপক্রম হলো। এবার সে যুবকের সাথে নরম আচরণ শুরু করলো। তার কাছে দয়া ও ক্ষমা ভিক্ষা করলো। যুবকের মন দয়ায় গলে গেল। সে তাকে ছেড়ে দিল। এবার শয়তান আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে যুবকের সাথে খাতির জমাতে শুরু করলো। অর্থাৎ শক্তিতে হেরে গিয়ে কৌশলে জয়লাভ করার ফন্দি আঁটলো। সে বললো, হে সরদার, আসলে আমি আপনাকে গাছ কাটা থেকে স্থায়ীভাবে বিরত রাখতে চাইনি। চেয়েছিলাম শুধু একদিন বা দু'দিনের জন্য কাজটা বন্ধ করতে। কেননা তাতে আমার কিছু ফায়দা ছিল। কিন্তু সে ফায়দা যখন আপনার দ্বারা অর্জিত হয়েছে। এখন আর আমার গাছ কাটা না, কাটায় কিছু এসে যায় না। এখন আপনি ইচ্ছে করলে গাছ কাটতেও পারেন, রাখতেও পারেন। তবে যে কয়দিন গাছ কাটা থেকে বিরত থাকবেন, তার প্রতিদিনের বিনিময়ে আপনাকে এক দিনার করে দিতে থাকবো। এভাবে অর্থের প্রলোভন দিয়ে শয়তান তাকে গাছ না কাটার ব্যাপারে সম্মত করে ফেলল। যুবক ভাবলো: কয়েকদিন বিরত থাকলে যদি কয়েক দিনার কামিয়ে নেয়া যায় তবে মন্দ কি? কয়েকদিন পরেই না হয় কাটা যাবে। অতঃপর সে প্রতিদিন এক দিনার করে পেতে লাগলো। উভয়ে উভয়ের কাজে মন দিল। যুবক ক্রমান্বয়ে বেশ কিছু দিনারের মালিক হয়ে গেল। দিনের পর দিন গড়িয়ে চললো। সে ক্রমেই পার্থিব সম্পদের

www.nagorikpathagar.org

মোহে বিভোর হয়ে গেল এবং মানুষকে আল্লাহ্ থেকে দূরে নিক্ষেপকারী ঐ গাছের প্রতি তার আর কোন ক্ষোভ রইল না।

একদিন হঠাৎ দিনার আসা বন্ধ হয়ে গেল। যুবক ভাবলো, লোকটা (শয়তান) হয়তো বিদেশে গেছে কিংবা নিদারুণ কোন ব্যস্ততায় ভুলে গেছে। সে সারাদিন তার অপেক্ষায় কাটিয়ে দিল। পরের দিনও নিষ্ফল অপেক্ষায় কেটে গেল। এভাবে তৃতীয় দিন এবং চতুর্থ দিনও। যুবক নিজ মনে নানা কথা কল্পনা করতে লাগলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার দিনার প্রাপ্তির আর কোন আশাই রইল না।

এবার তার গাছ কাটার কথা মনে পড়লো। যে ব্যক্তি এতদিন দিনার সরবরাহ করার পর এখন বন্ধ করে দিয়েছে, তার ওপর রাগে ও ক্ষোভে অধীর হয়ে আবার কুড়াল হাতে গাছ কাটতে ছুটলো। পথে দেখা হলো সেই শয়তানের সাথে। সে বললো, ঐ গাছটা কাটতে যাচ্ছি। লোকেরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে ওর পূজা করছে। কাটবো না কেন? তুমি তো আমাকে দৈনিক এক দিনার করে দেয়া বন্ধ করেছ।

শয়তান বললো, অসম্ভব! তুমি গাছের ধারে কাছেও যেতে পারবে না। আমি তোমাকে যেতে দেব না। এই বলে সে যুবকের কাপড় চেপে ধরলো। যুবকও ধরলো শয়তানকে উঁচু করে আছড়ে ফেলে দেয়ার জন্য, যেমনটি ইতিপূর্বে করেছিল। আজও তেমনি চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। আগের দিন হালকা মনে হলেও আজ তাকে পাহাড়ের মত ভারী মনে হলো।

বরং শয়তানই তাকে বেলচার মত উঁচু করে ধপাস করে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর সে যুবকের ওপর চড়াও হলো এবং গলা টিপে মেরে ফেলতে উদ্যত হলো। এবার যুবক শয়তানের কাছে দয়া ও ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগলো: সে কাকুতি-মিনতি করে অঙ্গীকার করলো যে, আর কখনো ঐ গাছ কাটতে যাবে না। শয়তান তার অঙ্গীকার মেনে নিল। তবে আরো একটা শর্ত আরোপ করলো। যুবককেও অন্যদের মত ঐ গাছের উপাসনা করতে হবে। নচেৎ তাকে মেরে ফেলবে। অনন্যোপায় হয়ে সে এই কু-প্রস্তাবও মেনে নিল। অতঃপর শয়তান তাকে ছেড়ে দিল। যুবক তাকে ছেড়ে দেয়ায় কৃতজ্ঞতা জানালো। তারপর জিজ্ঞেস করলো: তুমি কে এবং তোমাকে আগের দিন এত হালকা মনে হলেও আজ কেন ভারী মনে হলো।? শয়তান বললো, আমি শয়তান। যেহেতু আগের দিন তুমি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমার সাথে লড়েছিলে, ফলে আল্লাহ্ তোমাকে বিজয়ী করেছিলেন। তোমার অজেয় ক্ষমতার কাছে আমি হার মানতে বাধ্য হয়েছিলাম। আর আজ তুমি

www.nagorikpathagar.org

দুনিয়ার সম্পদের মোহে অন্ধ। আজ গাছ কাটার পেছনে তোমার অর্থ পাওয়ার লোভ সক্রিয় ছিল। তাই তুমি আল্লাহর সাহায্য পাওনি। এজন্য আমি তোমার ওপর বিজয়ী হয়েছি।

একথা শুনে যুবক লজ্জায় মাথা নিচু করে রইল।

শিক্ষা: শয়তান মানুষকে বিপথগামী করতে প্রথমে প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ উপায় অবলম্বন করে। তাতে কাজ না হলে অবলম্বন করে সূক্ষ্ম ও পরোক্ষ কৌশল। মুমিনকে তাই সব সময় সতর্ক থাকতে হবে।

৮৮. হযরত খুজায়মার শাহাদাত

হযরত খুজায়মা, যার ছেলে বদরের যুদ্ধে শহীদ হন, রাসূল (সা.) এর নিকট হাজির হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আফসোসের বিষয় যে, আমি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারিনি। অথচ আমি তাতে শরীক হতে খুবই আগ্রহী ও উদগ্রীব ছিলাম। ঐ যুদ্ধে যাওয়ার প্রশ্নে আমার ছেলের সাথে লটারীও করেছিলাম। কিন্তু এই সৌভাগ্য আমার বড় ছেলে লাভ করে। তার নামে লটারী বের হয় এবং সে শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করে। আর আমি বাদ পড়ে যাই।

আজ রাতে আমি আমার ছেলেকে স্বপ্নে দেখেছি অত্যন্ত সুদর্শন চেহারার অধিকারী। জান্নাতের বাগানে বাগানে ও ঝর্ণায় ঝর্ণায় ঘুরে বেড়াচ্ছে আর আমাকে বলছে, বাবা, তুমিও এখানে চলে এস। দু'জন মিলে জান্নাতে এক সাথে থাকবো। আমার প্রতিপালক আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ করেছেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ঐ স্বপ্ন দেখার পর থেকে আমার ছেলের কাছে চলে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে। বুড়ো হয়ে গিয়েছি। হাড় দুর্বল হয়ে গেছে। এখন আমার ইচ্ছে, যে কোন উপায়ে আমার প্রতিপালকের সাথে মিলিত হই। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, আল্লাহ যেন আমাকে শাহাদাত ও সাদের সাহচর্য দান করেন। রাসূল (সা.) খুজায়মার জন্য দোয়া করলেন। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং খুজায়মা ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। (যাদুল মায়াদ, ২/৯৬)

৮৯. যায়েদ ইবনে হারেসার (রা.) প্রতি আল্লাহর বিশেষ রহমত

রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায় যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.) এক ঘটনার সম্মুখীন হন। তায়েফ থেকে ফিরবার সময় যায়েদ একটা খচ্চর ভাড়া করে তাতে

www.nagorikpathagar.org

চড়েন। খচ্চরের মালিকও তাঁর সাথে সাথে হেঁটে চলতে থাকে। পথিমধ্যে এমন একটা নির্জন জায়গায় খচ্চরকে নিয়ে থামালো, যেখানে ইতিপূর্বে নিহত বহু ব্যক্তির লাশ পড়েছিল। তারপর খচ্চরের মালিক যায়েদকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। যায়েদ (রা.) বললেন, আমাকে হত্যা করার আগে দু'রাকাত নামায পড়তে দাও। লোকটি বিদ্রুপের সাথে বললো, ঠিক আছে, তুমিও দু'রাকাত নামায পড়ে নাও। তোমার আগে এসব লোকও নামায পড়েছিল। কিন্তু তাদের নামায তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি। যায়েদ (রা.) যখন নামায শেষ করলেন, তখন লোকটি পুনরায় তাঁকে হত্যা করতে এগিয়ে গেল। তাকে এগিয়ে আসতে দেখে যায়েদ (রা.) "ইয়া আরহামার রাহিমীন" (অর্থাৎ হে সর্বাপেক্ষা দয়াবান) এই কথাটা উচ্চারণ করলেন। হযরত যায়েদের মুখ থেকে এই কথাটা উচ্চারিত হওয়া মাত্রই সে একটা গায়েরী আওয়ায শুনতে পেল "ওকে হত্যা করোনা"। লোকটি এই আকস্মিক গায়েবী আওয়ায শুনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো কাউকে দেখা যায় কিনা। কাউকে দেখতে না পেয়ে তার সাহস ফিরে এল এবং পুনরায় সে যায়েদকে হত্যা করতে অগ্রসর হলো। যায়েদ (রা.) পুনরায় "ইয়া আরহামার রাহিমীন" বললেন এবং সংগে সংগে ঐ লোকটিও একটা গায়েবী আওয়াজ শুনে আবারো পিছিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর আবার আগের মত যায়েদের দিকে এগিয়ে গেল। তিনি পুনরায় "ইয়া আরহামার রাহিমীন" পড়লেন। সংগে সংগে যায়েদ দেখতে পেলেন এক ঘোড় সওয়ার বর্শা হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছে। বর্শার মাথায় আগুনের লেলিহান শিখা! সে তার বর্শা দিয়ে খচ্চরওয়ালাকে হত্যা করলো। তারপর সে যায়েদ (রা.)-কে বললো, তুমি যখন প্রথমবার "ইয়া আরহামার রাহিমীন" বলছিলে, তখন আমি ৭ম আকাশে ছিলাম। যখন ২য় বার বলছিলেন, তখন সর্বনিম্ন আকাশে এবং তৃতীয়বার বললে তোমার কাছে চলে এসেছি। এই ঘটনা আল্লামা মুহাহিলী উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, এ ঘটনা রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায়ই ঘটেছিল। (রওযুল আনফ, ২/১৭১, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪/৬৫)।

মুসতাদরাকে হাকেমে আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন, যে ব্যক্তি একবার "ইয়া আরহামার রাহিমীন বলে, ঐ ফেরেশতা তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আরহামুর রাহিমীন তোমার প্রতি মনোনিবেশ করছেন। তাঁর কাছে যা চাইবে চাও।"

www.nagorikpathagar.org

৯০. সা'দ ইবনে রবীর শাহাদাত

কুরাইশ বাহিনী ওহুদ থেকে বিদায় হয়ে যাওয়ার পর রাসূল (সা.) সা'দ ইবনে রবী আল-আনসারীকে খোঁজার নির্দেশ দেন। হাকেমের বর্ণনা অনুসারে যায়দ ইবনে সাবেতকে, হাফেয ইবনে আব্দুল বারের বর্ণনা অনুসারে উবাই ইবনে কাবকে এবং ওয়াকেদীর বর্ণনা অনুসারে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাকে এই নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন যে, সা'দ ইবনে রবী আনসারী (রা) কে খুঁজে দেখ কোথায় আছে। তাঁকে পেলে আমার সালাম জানাও এবং বল রাসূলূল্লাহ জানতে চেয়েছেন আপনি কেমন আছেন?

যায়দ ইবনে সাবেত বলেন, আমি খুঁজতে খুঁজতে সা'দ ইবনে রবীকে মুমূর্ষু অবস্থায় পেলাম। তাঁর শরীরে তীর ও তলোয়ারের সত্তরটা জখম ছিল। আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বার্তা পৌঁছালাম। সা'দ ইবনে রবী জবাব দিলেন,

"রাসূল (সা.) এর ওপর সালাম এবং তোমার ওপরও সালাম। তুমি তাঁকে বল, হে রাসূলুল্লাহ, আমি বেহেশতের ঘ্রাণ পাচ্ছি। আর আমার আনসার ভাইদেরকে বলবে, তোমাদের ভেতরে একজনও চক্ষুষ্মান থাকা অবস্থায় যদি রাসূল (সা.) কোন কষ্ট পান, তবে তোমরা আল্লাহর কাছে কোন ওযর দিতে পারবে না"। এ কথা বলা মাত্রই তাঁর প্রাণ বেরিয়ে গেল।

অন্য বর্ণনা অনুসারে সা'দ যায়দ ইবনে সাবেতকে বলেন,

"রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জানিয়ে দিও, এখন আমি মৃত্যুপথযাত্রী। আমার সালাম দিয়ে বলে দিও, সা'দ বলেছে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে আমাদের পক্ষ থেকে ও সমগ্র উম্মাতের পক্ষ থেকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিন।"

ইবনে আব্দুল বারের বর্ণনা অনুসারে উবাই ইবনে কা'ব বলেন, আমি ফিরে এলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সা'দের বার্তা পৌঁছালাম। তিনি বললেন,

"আল্লাহ তার ওপর রহম করুন। সে আজীবন তো বটেই, এমনকি মৃত্যুর সময়েও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শুভাকাঙ্খী ও আনুগত্যশীল ছিল"। (ইস্তিয়াব, ২/৩৫)

৯১. যাতুর রিকার অভিযান

বনু নযীর অভিযানের পর রবিউল আওয়াল থেকে জমাদিউল আওয়াল শুরু হওয়া পর্যন্ত রাসূল (সা.) মদিনাতেই অবস্থান করেন। জমাদিউল আওয়ালের প্রথমভাগে তিনি খবর পান যে, বনু মুহারেব ও বনু সা'লাবা নামক দুটো গোত্র রাসূল (সা.) এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্য সমাবেশ করছে। এই গোত্র

www.nagorikpathagar.org

দুটো বনু গাতফানের শাখা। তিনি বারশো, মতান্তরে সাতশো বা আটশো সাহাবীর বাহিনী নিয়ে নাজদ অভিমুখে রওনা হলেন। যখন নাজদ পৌঁছলেন, তখন বনু গাতফানের কিছু লোকের সাথে তার সাক্ষাৎ হলো। কিন্তু যুদ্ধ হলোনা। রাসূল (সা.) তার সাথীদেরকে নিয়ে সালাতুল খাওফ বা ভীতিকালীন নামায আদায় করেন। ইবনে সা'দের বর্ণনামতে এটি ছিল প্রথম সালাতুল খাওফ।

আবু মূসা আশয়ারী (রা.) বলেন, এই অভিযানকে "যাতুর রিকা" নামে আখ্যায়িত করার কারণ এই যে, 'রিকা' শব্দের অর্থ হলো, কাপড়ের ছোট ছোট টুকরো। এই অভিযানে হাঁটতে হাঁটতে আমাদের পা ফেটে গিয়েছিল। এ জন্য আমরা পায়ে কাপড় জড়িয়ে নিয়েছিলাম। এ জন্য এই অভিযানকে 'যাতুর রিকা' অর্থাৎ কাপড়ের টুকরো যুক্ত অভিযান বলা হয়। (বুখারী)

ইবনে সা'দ বলেনঃ যাতুর রিকা একটি পাহাড়ের নাম, যার ওপর তিনি এই অভিযানকালে অবস্থান করেছিলেন।

৯২. যায়েদের (রা.) শাহাদাত

সাফওয়ান ইবনে রুবাইয়ার বাবা উমাইয়া ইবনে খালফ বদর যুদ্ধে যায়েদের হাতে মারা গিয়েছিল তাই সে হযরত যায়েদকে তার বাবার বিনিময়ে হত্যা করার জন্য কিনে নিল। আর হযরত খোবায়েবের হাতে বদরযুদ্ধে মারা গিয়েছিল হারেস। তাই হারেসের ছেলেরা খোবায়েবকে কিনে নিল। (বুখারী, ফাতহুল বারী)

সাফওয়ান তো তার বন্দীকে হত্যার ব্যাপারে বিলম্ব করা সমীচীন মনে করলোনা। সে হযরত যায়েদকে তার ক্রীতদাস ফিসতাসের সাথে হারাম শরীফের বাইরে তানয়ীমে পাঠিয়ে দিল হত্যা করার জন্য। তার হত্যার দৃশ্য দেখার জন্য কুরাইশের একদল লোক তানয়ীমে জমায়েত হলো। তাদের মধ্যে আবু সুফিয়ানও ছিল।

যখন হযরত যায়েদকে হত্যা করার জন্য সামনে আনা হলো, তখন আবু সুফিয়ান বললো, "ওহে যায়েদ, আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো। তুমি কি এটা পছন্দ করবে যে, তোমাকে আমরা ছেড়ে দেই এবং তোমার বদলে মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করি আর তুমি নিরাপদে নিজের বাড়ীতে বসে থাক"? যায়েদ (রা.) ঝংকার দিয়ে বলে উঠলেন,

www.nagorikpathagar.org

"আল্লাহর কসম, আমি এতটুকুও সহ্য করতে রাজী নই যে, মুহাম্মদ (সা.) এর পায়ে একটা কাঁটা ফুটুক, আর আমি ঘরে বসে থাকি"।

আবু সুফিয়ান বললো, আল্লাহর কসম, আমি কখনো কাউকে কারো প্রতি এত আন্তরিক ও গাঢ় ভালোবাসা পোষণ করতে দেখেনি যতটা মুহাম্মাদের সাথীরা তাকে ভালোবাসে। তরপর ফিসতাস হযরত যায়েদকে শহীদ করে ফেলে। (ইবনে হিশাম, ২/১৩১) পরবর্তীকালে অবশ্য ফিসতাসও ইসলাম গ্রহণ করে। (ইসাবা, যারকানী)

৯৩. সাহাবীর নামায প্রীতি

যাতুর রিকা থেকে ফিরে যাওয়ার পথে রাসূল (সা.) পাহাড়ঘেরা একটা জায়গায় যাত্রাবিরতি করলেন? আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা.) ও আব্বাদ ইবনে বিশর (রা.) কে গিরিপথের পাহারায় নিযুক্ত করা হলো। উভয়ে সমন্বয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, রাতে প্রথমার্ধে আব্বাদ ও অপরার্ধে আম্মার জেগে কাটাবেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে আম্মার ইবনে ইয়াসার ঘুমিয়ে পড়লেন। আর আব্বাদ ইবনে বিশর (রা.) নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন।

গভীর রাতে যখন আব্বাদ (রা.) নামাযে মগ্ন, তখন চুপিসারে এক কাফের তার কাছাকাছি এসে তাকে দেখলো এবং দেখেই চিনে ফেললো যে, ইনি মুসলমানদের একজন প্রহরী।

সে আব্বাদকে (রা.) লক্ষ্য করে একটা তীর ছুঁড়ে দিল এবং তা আব্বাদের শরীরে বিদ্ধ হলো। কিন্তু এই তীর আব্বাদ ইবনে বিশরের নামাযে ব্যাঘাত ঘটাতে পারলোনা। কেননা তার মেরুমজ্জায় বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল মহান আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্ব। তিনি ছিলেন আপদমস্তক আল্লাহ প্রেমে মাতোয়ারা। ঈমান ও ইহসানের স্বাদ ও মজা তাঁর অন্তরের অন্তস্থলে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং তীরই আসুক আর বর্শাই দেহে বিদ্ধ হোক, তাতে কী এসে যায়? তিনি তীর টেনে বের করে যথারীতি নামাযে মশগুল থাকলেন। কাফের অপর একটি তীর নিক্ষেপ করলো। সেটিও তিনি টেনে বের করে ফেলে দিলেন এবং নামায অব্যাহত রাখলেন। সে তৃতীয় আর একটা তীর ছুঁড়ে দিল। এবার তিনি ভাবলেন শত্রুরা এরপর গোপন অবস্থান থেকে সর্বাত্মক আক্রমণ চালিয়ে বসতে পারে এবং যে উদ্দেশ্যে রাসূল (সা.) আমাদের দুজনকে প্রহরী নিযুক্ত করেছেন সে উদ্দেশ্য নস্যাৎ হয়ে যেতে পারে। এ জন্য তিনি নামাযকে সংক্ষিপ্ত করলেন এবং শেষ করার পর তাঁর সাথী আম্মার ইবনে ইয়াসারকে (রা.) জাগিয়ে তুললেন। বললেন, ওঠো ভাই,

www.nagorikpathagar.org

আমি ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছি। শত্রু দূর থেকে সব কিছু লক্ষ্য করছিল। সাথীকে জাগতে দেখে সে পালালো। আম্মার (রা.) জেগে উঠলেন এবং 'আব্বাদের শরীর থেকে রক্তপাত হতে দেখে বললেন, "সুবহানাল্লাহ, তুমি প্রথম তীর লাগার পরই আমাকে জাগালে না কেন? 'আব্বাদ বললেন, "আমি এমন একটা সূরা পড়ছিলাম যার মাঝখানে বিরতি দেয়া ভালো মনে হয়নি। কিন্তু পরপর তিনটে তীর বিদ্ধ হওয়ার কারণে আমি নামায সংক্ষেপ করি এবং তোমাকে জাগাই। আল্লাহর কসম, রাসূল (সা.) এর আদেশের দিকে যদি লক্ষ্য না করতাম, তবে নামায শেষ হওয়ার আগে আমার প্রাণ বেরিয়ে যেত"।

৯৪. খুবায়েবের শাহাদাত

হযরত খুবায়েব নিষিদ্ধ মাস শেষ হওয়া নাগাদ কাফেরদের হাতে বন্দী রইলেন। তারপর কাফেরেরা যখন তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল, তখন তিনি হারেসের মেয়ে যয়নবের কাছে নখ ইত্যাদি সেভ করার জন্য ক্ষুর চাইলেন। (যয়নব পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করেন) যয়নব ক্ষুর দিয়ে নিজের কাজে মনোনিবেশ করলো। যয়নব বলেঃ কিছুক্ষণ পরই আমি দেখলাম, আমার শিশু সন্তান দিব্বি খুবায়েবের কোলে বসে আছে। আর তার হাতে ক্ষুর। এ দৃশ্য দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। খোবায়েব আমাকে বললো, "তুমি কি ভেবেছ আমি এই শিশুকে হত্যা করবো? কখনো নয়। ইনশা-আল্লাহ, আমার দ্বারা এমন কাজ কখনো হবে না। আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করি না। পরবর্তীকালে যয়নব বারবার বলতোঃ

"আমি খুবায়েবের চেয়ে ভালো কোন কায়েদী কখনো দেখিনি। আমি তাকে আংগুর খেতে দেখেছি অথচ সে সময়ে মক্কায় কোন ফলমূল ছিলনা। তাছাড়া তাকে লোহা দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। ঐ আংগুর নিশ্চয়ই আল্লাহর দেয়া খাবার ছিল।

হত্যার জন্য যখন তাঁকে হারাম শরীফের বাইরে তানয়ীমে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন তিনি বললেন, "আমাকে এতটুকু সময় দাও যে, দু'রাকায়াত নামায পড়ে নিতে পারি।" তাকে অনুমতি দেয়া হলো এবং তিনি দু'রাকায়াত নামায পড়ে নিলেন। তারপর মুশরিকদেরকে বললেন, "আমি শুধু এই আশংকায় নামাযকে বেশী লম্বা করিনি যে, তোমরা হয়তো ভাববে আমি মৃত্যুর ভয়ে নামায লম্বা করেছি"। তারপর দু'হাত তুলে নিম্নোক্ত দোয়া করলেনঃ

"আয় আল্লাহ, ওদেরকে এক এক করে হত্যা করো, কাউকে ছেড়ে দিওনা"। অতঃপর নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করলেনঃ

www.nagorikpathagar.org

"যখন আমি মুসলিম অবস্থায় নিহত হই,
তখন আল্লাহর জন্য আমি কোনদিকে ফিরে মারা যাই,
তার কোন পরোয়া করি না।
কেননা সে মৃত্যু তো আল্লাহর জন্য।
তিনি ইচ্ছা করলে আমার দেহের প্রতিটি কর্তিত
অংশের ওপর বরকত নাযেল করতে পারেন"।

এরপর হযরত খুবায়েবকে শূলে চড়িয়ে শহীদ করা হলো। তিনি ভবিষ্যতের জন্য এই রীতি স্থাপন করে গেলেন যে, যে ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে, সে যেন সুযোগ পেলে দু'রাকাত নফল নামায পড়ে নেয়।

৯৫. বিবেকের স্বাধীনতা

আব্বাসীয় খলীফা মান্‌সুরের চরম স্বৈরাচারী শাসনামালের কথা। তখন সাধারণত মসজিদে বিচার বসতো। কাজী ইবনে আবি লায়লা একদিন বিচার অধিবেশন শেষ করে মসজিদ থেকে বাড়ী ফিরছিলেন। পথিমধ্যে দেখতে পেলেন, দুই মহিলা ঝগড়া করছে। তাদের একজন আরেকজনকে 'হারামজাদী' বলে গালি দিল। সংগে সংগে কাজী সাহেব থমকে দাঁড়ালেন এবং তাঁর সহযাত্রী কর্মচারীকে আদেশ দিলেন, যে মহিলাটি গালি দিয়েছে তাকে গ্রেফতার করতে। তারপর তিনি আসামীকে নিয়ে মসজিদে ফিরে গেলেন এবং পুনরায় বিচারের অধিবেশন বসালেন। বিচারে তিনি নিজেই বাদী হলেন, বিচার কর্মচারী সাক্ষী হলেন এবং নিজেই বিচার করে রায় ঘোষণা করলেন যে, হারামজাদী বলে গাল দিয়ে মহিলাটি অপর মহিলার মায়ের ওপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করছে। তাই তাকে ইসলামী ফৌজদারী বিধি অনুসারে ৮০ বেত্রাঘাত করা হোক। তারপর একই অধিবেশনে মসজিদে বসেই দণ্ড কার্যকর করা হলো।

তখন ইমাম আবু হানীফা জীবিত। তিনি এই ঘটনা শুনে খলিফার নিকট প্রতিবাদ জানালেন এবং কাজী ইবনে আবি লায়লাকে পাঁচটি বিধি লংঘনের দায়ে অভিযুক্ত করলেন। প্রথমত: তিনি বিচারের অধিবেশন শেষ করার পর ইবনো নোটিশে একই দিন পুনরায় অধিবেশন বসিয়েছেন, যা বিধি বহির্ভূত।

দ্বিতীয়ত: এটি একটি ফৌজদারী মামলা এবং ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ অভিযোগ দায়ের না করা পর্যন্ত তা বিচারে আসতে পারে না।

তৃতীয়ত: একই ব্যক্তি বাদী ও বিচারক হয়েছেন, যা বিধি বহির্ভূত।

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থত: বিচারের রায় মসজিদে কার্যকর করা হয়েছে। অথচ মসজিদে কোন শাস্তি কার্যকর করা যায় না। কারণ শাস্তি হচ্ছে অপরাধের ময়লা দূর করার উপকরণ।

পঞ্চমত: আসামী একজন মহিলা এবং সে পবিত্রাবস্থায় আছে কিনা, না জেনেই তাকে মসজিদে ঢুকিয়ে তিনি বেআইনী কাজ করেছেন। (সীরাতে নুমান)

৯৬. হযরত আবু উবায়দার কয়েকটা দৃষ্টান্ত

ওহুদ যুদ্ধে যখন মুসলমানরা পরাজিত হলো এবং মুশরিকরা চিৎকার করে বলছিল 'মুহাম্মাদ কোথায়? মুহাম্মাদ কোথায়?' তখন যে দশজন নিজেদের জীবন বাজি রেখে রাসূল (সা.) কে রক্ষা করার জন্য তাঁকে চার দিকে থেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছিলেন, তাদের মধ্যে আবু উবায়দা (রা.) ছিলেন অন্যতম।

যুদ্ধ শেষে দেখা গেল, রাসূল (সা.)-এর একটা দাঁত ভেঙ্গে গেছে। তাঁর কপাল আহত হয়েছে এবং তাঁর লৌহ শিরস্ত্রাণের দুটো টুকরো ভেঙ্গে তাঁর চোয়ালের ভেতরে ঢুকে গেছে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তৎক্ষণাৎ ঐ টুকরো দুটোকে বের করার জন্য এগিয়ে এলেন। হযরত আবু উবায়দা তাঁকে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলার দোহাই, এ কাজটা আমাকে করতে দিন। হযরত আবু বকর তাঁর অনুরোধ রক্ষা করলেন এবং এক পার্শ্বে সরে দাঁড়ালেন। আবু উবায়দা দেখলেন, হাত দিয়ে লোহার টুকরো দুটো টেনে তুলতে গেলে রাসূল (সা.) বেশী ব্যথা পেতে পারেন। তাই তিনি প্রথমে নিজের সামনের দাঁত দিয়ে শক্তভাবে কামড়ে ধরে অপর টুকরোটা তুলে আনলেন। এবার তাঁর দ্বিতীয় দাঁতটাও পড়ে গেল। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, এভাবে দুটো দাঁত পড়ে যাওয়ার পরও আবু উবায়দাকে খুবই সুন্দর দেখাতো।

বদরের রণাঙ্গণে হযরত আবু উবায়দা এমন এক কষ্টকর দায়িত্ব পালন করেন, যা কল্পনা করতেও গা শিউরে ওঠে।

বদরের যুদ্ধের দিন হযরত আবু উবায়দা এক কাতার থেকে আর এক কাতারে এমন বেপরোয়াভাবে ছুটোছুটি করেন, যেন নিজের মৃত্যুর সম্ভাবনার কথা তিনি ভাবতেই পারেন না। আর এই দুর্ধর্ষতা ও দু:সাহসিকতা দেখে মুশরিকরাও ঘাবড়ে গিয়েছিল। এমনকি কুরাইশ অশ্বারোহী সৈন্যরা পর্যন্ত তাঁকে আসতে দেখলেই দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে যে যেদিক পারে, সরে যাচ্ছিল।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু কুরাইশদের মধ্যকার একজন ভারিক্কী চালের প্রবীন ব্যক্তি বারবার আবু উবাইদার ওপর হামলা করতে এগিয়ে আসছিল। আর আবু উবায়দা (রা.) দ্রুত তার সামনে থেকে সরে দাঁড়াচ্ছিলেন, যাতে তার মুখোমুখি হতে না হয়। ক্রমে ঐ প্রবীন লোকটা আরো বেশী আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করতে লাগলো এবং আবু উবাইদাও তাকে আরো বেশী করে এড়িয়ে চলতে লাগলেন। কিন্তু প্রবীন ব্যক্তিটি ক্রমে আবু উবাইদার পথই বন্ধ করে দিতে লাগলো এবং কাফেরদের উপর আবু উবাইদা যে রকম ক্ষিপ্ত গতিতে আক্রমণ চালাচ্ছিলেন, তার পথে সে বাধা হয়ে দাঁড়ালো।

অবশেষে হযরত আবু উবায়দা আর ধৈর্যধারণ করতে পারলেন না। প্রবীন লোকটার মাথায় তরবারী দিয়ে এমন আঘাত করলেন যে, এক আঘাতেই মাথা ঘাড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়লো। এই ব্যক্তিটি আর কেউ নয় হযরত আবু উবায়দার বাবা আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ।

না, হযরত আবু উবায়দা তার পিতাকে হত্যা করেননি। হত্যা করেছেন আল্লাহর দুশমন এক মুশরিক নেতাকে, যে বাগে পেলে ছেলেকেই হত্যা করতো। এ জন্য হযরত আবু উবায়দার প্রশংসা করে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়:

'যারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী, তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য লোকদের সাথে প্রীতি ও ভালোবাসা পোষণ করতে তুমি দেখবে না এমনকি তারা যদি তাদের বাবা, ছেলে, ভাই, বা ঘনিষ্ট আত্মীয় স্বজন হয়। আল্লাহ তা'আলা তাদের হৃদয়পটে ঈমানকে খোদাই করে দিয়েছেন, তার নিকট থেকে আগত প্রেরণা ও শক্তি দিয়ে তাদের বল-বীর্য বৃদ্ধি করেছেন এবং তাদেরকে সেই চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত। আল্লাহ তাদের ওপর সন্তুষ্ট। তারা আল্লাহর দল। জেনে রেখ, আল্লাহ তা'আলার দলই সফলকাম'। (সূরা মুজাদালাহ : ২২)

হযরত আবু উবায়দার দ্বারা এ কাজটি সংঘটি হওয়া অপ্রত্যাশিত ছিল না। কেননা তাঁর ঈমানী বল, ইসলামের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এ উম্মাতে মুহাম্মাদীর প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততার এত প্রবল ও অটুট ছিল যে, তার মোকাবিলায় অন্য কেউ বা অন্য কিছু বিন্দুমাত্রই অগ্রাধিকার লাভ করতে পারতো না।

হযরত আবু উবায়দা যখন মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি হয়ে সিরিয়ায় একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ শহর ও বন্দর জয় করে চলেছেন। তখন পূর্বে ফোরাত নদী ও উত্তরে মধ্য এশিয়া মুসলিম বাহিনীর পদানত।

www.nagorikpathagar.org

এই সময়ে সহসা সে অঞ্চলে ভয়ংকর প্লেগের মহামারী দেখা দেয় এবং সেই অভূতপূর্ব মহামারীতে অসংখ্য লোক প্রাণ হারায়।

খবর পেয়ে হযরত ওমর একটা চিঠি সহকারে আবু উবায়দার নিকট দূত পাঠালেন। চিঠিতে তিনি লিখলেন,

'আমাকে একটা বিশেষ কাজে আপনার প্রয়োজন। এ কাজ আর কারো দ্বারা হওয়ার নয়। আমার এ চিঠি যদি আপনার কাছে রাতের বেলা পৌঁছে, তবে আমার কঠোরতম নির্দেশ, আপনি সকাল হবার আগেই আমার কাছে রওয়ানা হবেন। আর যদি চিঠিটা দিনের বেলায় পান, তবে সন্ধ্যা হবার আগেই অবশ্যই রওনা হবেন।'

হযরত আবু উবায়দা হযরত ওমরের চিঠি পড়েই বললেন,

'আমি বুঝেছি, আমীরুল মুমিনীনের আমাকে দিয়ে কী কাজ। যে ব্যক্তি পৃথিবীতে চিরদিন থাকার জন্য আসেনি, তাকে তিনি বাঁচিয়ে রাখতে চান।'

তারপর তিনি তাঁকে লিখলেন,

'হে আমিরুল মুমিনীন, আমাকে দিয়ে আপনার কী প্রয়োজন, তা আমি বুঝতে পেরেছি। আমি একটা মুসলিম বাহিনীর সাথে রয়েছি। তাদের ওপর যে বিপদ এসেছে, আমি তা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চাইনা। আমি তাদেরকে ছেড়ে আসতে চাই না যতক্ষণ না আল্লাহ তাদের ও আমার ব্যাপারে ফায়সালা না করেন। আপনার কাছে এই চিঠি পৌঁছার পর আমাকে আপনার কঠোর আদেশ থেকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে এখানে থাকার অনুমতি দিন'।

হযরত ওমর এ চিঠি পড়ার পর কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কান্না দেখে তার কাছের লোকেরা জিজ্ঞেস করলোঃ 'আমিরুল মুমিনীন, আবু উবায়দা কি মারা গেছেন?' হযরত ওমর (রা.) বললেনঃ না, 'তবে মৃত্যু তাঁর খুবই নিকটে'।

হযরত ওমরের ধারণা মিথ্যে হয়নি। আবু উবায়দা প্লেগে আক্রান্ত হলেন। মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁর বাহিনীকে তিনি বললেনঃ

'আমি আমার শেষ উপদেশ হিসাবে তোমাদেরকে যা বলছি, তা মেনে চললে তোমরা কল্যাণের পথে থাকতে পারবে? তোমরা নামায কায়েম করো, রমযানে রোযা রেখো, সদকা করো, হজ্জ ও ওমরা করো, পরস্পরকে সৎ কাজ করার আদেশ দিও, তোমাদের দায়িত্বশীলদের শুভাকাঙ্খী হয়ো, তাদেরকে ধোঁকা দিওনা, দুনিয়ার আহলাদ যেন তোমাদেরকে আখেরাত সম্পর্কে উদাসীন করে না দেয়। মনে রেখ, কোন মানুষ যদি হাজার বছর বেঁচে থাকে, তবুও

www.nagorikpathagar.org

তাকে একদিন আমার মত মৃত্যুবরণ করতেই হবে। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।'

এরপর তিনি হযরত মুয়ায ইবনে জাবালকে লক্ষ্য করে বললেন: হে মুয়ায, সবাইকে নিয়ে নামায পড়। এরপরই তিনি ইন্তেকাল করেন, তারপর হযরত মুয়ায দাঁড়িয়ে বললেন:

'হে জনতা, তোমার আজ এমন এক ব্যক্তিকে হারালে, আল্লাহর কসম, আমি কখনো তাঁর চেয়ে মহৎ হৃদয়ের মানুষ দেখিনি, তার চেয়ে হিংসা-মোহমুক্ত মানুষ আর দেখিনি, তাঁর চেয়ে বেশী আখেরাত সচেতন ও জনসাধারণকে তাঁর চেয়ে বেশী ভালোবাসে এমন কাউকে দেখিনি। অত:পর, তোমরা সবাই তাঁর জন্য আল্লাহর রহমত কামনা কর। আল্লাহ্ তোমাদের ওপর রহমত করবেন।'

৯৭. ভিখারীর সততা

বাদশাহর নির্দেশে কয়েকজন স্বর্ণকার মিসরের জামে মসজিদে বসে কয়েক হাজার দিনারের স্বর্ণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিল। মসজিদের এক কোণ থেকে এক অনাথ ভিখারী তাদের কাছে এলো এবং আল্লাহর ওয়াস্তে একটা দিরহাম চাইল। স্বর্ণকাররা তাকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিল। ভিখারী আবার সেই কোণে গিয়ে বসলো।

স্বর্ণকাররা তাদের কাজ শেষ করে মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু ভুলক্রমে ৫০০ দিনারের একটা থলি রেখে গেল। ভিখারী দূর থেকে ওটা দেখলো। সে নিজের জায়গা ছেড়ে উঠলো এবং থলিটা যেখানে ছিল, ওখানেই মাটির নীচে লুকিয়ে রাখলো।

স্বর্ণকাররা যখন নিজেদের ভুল বুঝতে পারলো তখন তাদের একজন মসজিদে এল এবং ঐ ভিক্ষুককে জিজ্ঞেস করলো: 'বাবা, এখানে আমরা ভুলক্রমে ৫০০ দীনারের একটা থলি ফেলে রেখে গেছি। তুমি কি তা দেখেছ?

ভিক্ষুক বললো: 'হ্যাঁ দেখেছি'। এরপর সে থলিটা মাটির নীচ থেকে বের করলো এবং স্বর্ণকারের হাতে তুলে দিল। স্বর্ণকার থলির মুখ খুললো। তা থেকে ৫০ দিনার বের করে ভিখারীকে দিতে চাইল। কিন্তু ভিক্ষুক না নিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করলো।

স্বর্ণকার অবাক হয়ে বললো:

'একটু আগেই তো তুমি একটা দিরহামের জন্য হাত পাতছিলে। এখন ৫০ দিনার দিতে চাইছি, তাও নিচ্ছ না। তুমি তো অদ্ভুত লোক'।

www.nagorikpathagar.org

ভিক্ষুক বেপরোয়াভাবে জবাব দিল:

'তখন আমি আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাদের কাছ থেকে কিছু চাইছিলাম। তোমরা দিলে সওয়াব পেতে। কিন্তু এখন তো তুমি আমাকে আমার আমানতদারী ও সততার মূল্য দিতে চাইছ। আমি আমানতদারী ও সততার ব্যবসা করি না। এটা আমার বিক্রয়ের পণ্য নয়। এটা আমার আখেরাতের সম্বল। অর্থের বিনিময়ে এটা আমি বিক্রয় করতে পারবো না।'

৯৮. ইমাম হাসানের লজ্জা

ইমাম হাসানের কাছে এক ব্যক্তি এসে কিছু খাবার চাইল। তিনি নিজের কাছে যা কিছু তৈরী খাবার ছিল সব দিয়ে দিলেন এবং নিজে অনাহারে পুরো দিন কাটিয়ে দিলেন। এটা দেখে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো:

'আপনার এ কী অবস্থা যে, কোন লোককে ফিরিয়ে দেন না? নিজের শেষ সম্বলটুকু দিয়ে অনাহারে কাটান'। তিনি জবাব দিলেন:

'আমি সব সময় আল্লাহর দরবারে একজন ভিক্ষুক হয়ে থাকি এবং তাঁর কাছ থেকে সব কিছু চাই। এজন্য আমার লজ্জা হয় যে, নিজেই একজন ভিক্ষুক হয়ে অন্য ভিক্ষুককে হতাশ করে ফিরিয়ে দেই কেমন করে? আল্লাহ ঐ স্বভাবটাকে আমার মজ্জাগত করে দিয়েছেন যে, তিনি আমাকে তাঁর নিয়ামত যতই দেন, ততই তা তাঁর অন্যান্য অভাবী বান্দাদের মধ্যে বিতরণ করতে আমার ভালো লাগে'।

৯৯. ইমাম জাফর সাদেকের মহানুভবতা

এক ব্যক্তি মসজিদে ঘুমাচ্ছিল। এ সময় এক হাজার দীনার ভর্তি একটা থলি তার কাছে ছিল। ঘুম ভাংলে সে দেখলো যে, সমস্ত দিনারসহ থলিটা উধাও। কাছেই ইমাম জাফর সাদেক নামায পড়ছিলেন। সে তৎক্ষণাৎ তাকে জাপ্টে ধরলো। তিনি বললেন, 'ও মিয়া, তোমার কী হয়েছে? আমাকে জাপটে ধরেছ কেন? সে বললো: এখানে আমার দিনারের থলি ছিল। এখন পাচ্ছি না। নিশ্চয়ই তুমিই ওটা চুরি করেছে। কারণ তুমি ছাড়া তো এখানে আর কেউ ছিল না'।

ইমাম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন: 'তোমার থলিতে কত দিনার ছিল'?

সে বললো: এক হাজার দিনার।

তিনি বললেন: এক হাজার দিনার।

www.nagorikpathagar.org

তিনি বললেন: 'ঠিক আছে। একটু অপেক্ষা কর'।

তারপর তিনি নিজের বাড়ীতে গেলেন এবং এক হাজার দিনার এনে লোকটাকে দিয়ে দিলেন। লোকটা এক হাজার দিনার নিয়ে তার সাথীদের সাথে মিলিত হলো। তারা তাকে জানালো যে, তার থলি তাদের কাছে রয়েছে। তারা তার সাথে তামাসা করে ওটা নিয়ে এসেছে।

লোকটা ভীষণ লজ্জিত হলো। সে ঐ দিনারগুলো নিয়ে মসজিদের কাছে ফিরে এলো এবং লোকজনের কাছে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, যিনি ওগুলো দিয়েছিলেন। লোকেরা বললো যে, উনি তো ইমাম জাফর সাদেক ছিলেন।

লোকটি ইমাম সাহেবকে খুঁজে বের করলো এবং দিনারগুলো ফেরত দিতে চাইল। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না। তিনি বললেন: 'আমি যখন কোন জিনিস কাউকে দেই, তখন তা ফেরত নেই না।'

১০০. রক্তের বন্ধন

জনৈক পর্যটক একবার মরু অঞ্চল সফর করে সেখানকার অধিবাসীদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করছিলেন। সন্ধ্যা হয়ে গেলে তিনি একটা তাঁবুর দিকে ছুটে গেলেন। তার ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছিল। উঁকি মেরে দেখলেন, ভেতরে একজন মহিলা রয়েছে। সে তাকে দেখে বললো: ওখানে কে? পর্যটক বললেন: 'আমি একজন মেহমান। মহিলা বললো: আমাদের এখানে মেহমানের কী কাজ? মরুভূমি অনেক প্রশস্ত আছে। যেদিকে খুশী চলে যাও'।

এই বলেই মহিলা দরজা আটকে দিয়ে খাওয়া-দাওয়ায় মনোনিবেশ করলো।

পর্যটক তাঁবুর বাইরে একটুখানি সরে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর মহিলার স্বামী এল। তার কাছে দুধভর্তি মশক ছিল। সে তাকে দেখে বললো: আপনি কে?

পর্যটক বললো: আমি একজন মেহমান।

সে বললো: মেহমানকে স্বাগতম।

তারপর সে পর্যটককে দুধভর্তি একটা পেয়ালা দিল। তারপর সে জিজ্ঞেস করলো: আপনি কি কিছু খেয়েছেন? পর্যটক বললো, না।

এ কথা শুনে সে তাঁবুর ভেতরে চলে গেল এবং স্ত্রীর ওপর খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বললো:

'হতভাগী, তুই পেট পুরে খেয়ে নিলি আর মেহমানকে জিজ্ঞেসও করলি না'?

মহিলা বললো: 'মেহমানের আমি কী জানি? আমি বাপু, মেহমানকে খাওয়াতে পারবো না'।

এ নিয়ে দু'জনে বেশ কথা কাটাকাটি হলো। এক পর্যায়ে পুরুষটি তার স্ত্রীকে প্রহার করে আহতও করে ফেললো। তারপর সে বাইরে এল। পর্যটকের বাহক

www.nagorikpathagar.org

উটটাকে যবাই করলো। তারপর আগুন জ্বালালো। গোশত ভুনা করলো। নিজেও খেল। মেহমানকেও খাওয়াল। তারপর বললো: তোমাকে এর চেয়ে ভালো উট দেব। আল্লাহর কসম, আমার বাড়ীতে এসে কোন মেহমান না খেয়ে থাকতে পারে না।

এরপর সে কোথায় যেন গেল। কিছুক্ষণ পর ফিরে এল এবং সাথে করে নিয়ে এল একটা তাগড়া তরুণ উট। পর্যটককে বললো, এই নাও ভাই, এই উটটা নিয়ে নাও।

পরদিন সকালে উঠে পর্যটক তার দেয়া উটে চড়ে রওনা হয়ে গেল। পরদিন সন্ধ্যায় ঐ পর্যটক আরেকটা তাঁবুর কাছে গিয়ে উপনীত হলো। সে সামনের তাঁবুর দরজার কাছে যেতেই ভেতরে এক মহিলাকে বসা দেখতে পেল। সে আগন্তুককে দেখে বললো: আপনি কে? পর্যটক বললো, একজন মুসাফির। মেহমান।

মহিলা বললো, মেহমানকে স্বাগতম।

সে আগন্তুককে বসতে বললো। তারপর উঠে গিয়ে একটা ভুনা মোরগ এনে তার সামনে রেখে দিয়ে বললো: আগন্তুক মেহমান, আমাকে মাফ করবেন। এই মুহূর্তে আমার ঘরে এটা ছাড়া আর কোন খাবার নেই।

পর্যটক খেতে বসলো। সহসা তার স্বামী এসে হাজির হলো এবং জিজ্ঞেস করলো:

এই ব্যাটা কে?

মহিলা: একজন বিদেশী মুসাফির। এখন আমাদের মেহমান।

স্বামী: মেহমান দিয়ে আমি কী করবো? আমার খাবার কোথায়?

মহিলা: ঐ তো মেহমানকে খাইয়ে দিলাম। তুমি একটু বস। তোমার খাবার রান্না করে দিচ্ছি।

স্বামী: আমার খাবার মেহমানকে খাওয়াতে তোকে কে অনুমতি দিয়েছে?

দু'জনে কিছুক্ষণ প্রচণ্ড ঝগড়া হলো। তারপর স্বামী তার স্ত্রীকে প্রহার করে মেহমানের সামনেই রক্তাক্ত করে দিল।

ঘটনাটা দেখে পর্যটক প্রথমে খুবই অনুতপ্ত হলো। কিন্তু পরক্ষণেই সে হাসতে লাগলো।

পুরুষ লোকটি পর্যটকের কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো: তুমি হাসলে কেন?

সে তাকে আগের দিনের ঘটনাটা শোনালো।

তখন লোকটি বললো: ওহ, তুমি ওখানেও গিয়েছিলে আমার বোনটাকে জ্বালাতন করতে? ওতো আমারই সহোদর বোন আর তার স্বামী আমার স্ত্রীরই সহোদর ভাই।

www.nagorikpathagar.org

১০১. সাঈদ ইবনে আসের দানশীলতা

এক ব্যক্তি হযরত সাঈদ ইবনে আসের কাছে আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু সাহায্য চাইল। সাঈদ তার ভৃত্যকে বললেন: 'ওকে পাঁচশো দিয়ে দাও।' ভৃত্য ভেতরে চলে গেল। ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলো: পাঁচশো দিনার (স্বর্ণমুদ্রা), না দিরহাম রৌপ্যমুদ্রা)?

সাঈদ বললেন: 'আমার ইচ্ছা ছিল পাঁচশো দিরহাম। তবে তুমি যখন জিজ্ঞেস করেছ, তখন তাকে পাঁচশো দিনারই দিয়ে দাও গে'।

এ কথা শুনে সাহায্য প্রার্থীর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। সাঈদ বললেন: কি হে, তোমার কাঁদার কারণ কী?

সে বললো: আমি এই ভেবে কাঁদছি যে, 'আপনার মত দানশীলদের দেহও মাটিতে খেয়ে ফেলবে'।

১০২. হযরত সোলায়মানের বিচক্ষণতা

এক ব্যক্তি হযরত সোলায়মান (আ.) এর কাছে এসে অভিযোগ করলো: আমার কোন এক প্রতিবেশী আমার হাঁস চুরি করেছে। কিন্তু কে চুরি করেছে তা জানি না।

হযরত সোলায়মান (আ.) তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করে দিলেন যে, সবাই যেন অবিলম্বে মসজিদে সমবেত হয়। সবাই মসজিদে সমবেত হবার পর হযরত সোলায়মান খুতবা দিতে শুরু করলেন। তিনি বললেন:

তোমাদের এক ব্যক্তি প্রতিবেশীর হাঁস চুরি করেছে। এখন সে এমন অবস্থায় মসজিদে এসেছে যে, তার মাথায় এখনো হাঁসের পালক লেগে রয়েছে।

তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি মাথায় হাত বুলালো এবং পালক ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলো।

হযরত সোলায়মান (আ.) বললেন: 'ঐ লোকটাই আসল চোর। ওকে ধর'।

১০৩.হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) ও তাঁর ঈমানী দৃঢ়তা

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ছিলেন আশারায়ে মুবাশশারা অর্থাৎ দুনিয়ায় থাকতেই যে দশজন সাহাবী বেহেশতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন, তাঁদের একজন। তিনি অত্যধিক মাতৃভক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁর মা হেমনা ইবনেতে আবু সুফিয়ান তাঁর ওপর ভীষণ রাগান্বিত হন। তিনি ছেলেকে শাসিয়ে শপথ করেন যে, তুমি ইসলাম ত্যাগ করে পৈতৃক ধর্মে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি কোন খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করবো না। আমি এভাবে ক্ষুধা ও পিপাসায় মারা যাবো, যাতে তুমি মায়ের হত্যাকারী হিসেবে সমাজে কলংকিত হও। (মুসলিম ও তিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

ইমাম বাগাভী বর্ণনা করেন যে, সা'দের মা পরপর তিন দিন তিন রাত উপোষ করার পর সা'দ কাছে আসেন। তাঁর মাতৃভক্তি বহাল ছিল, কিন্তু ঈমানের ব্যাপারে তিনি হার মানতে রাজি ছিলেন না। তিনি স্পষ্ট ভাষায় অথচ বিনীত স্বরে তাঁর মাকে বললেন: মা আপনার শরীরে যদি একশোটা প্রাণও থাকতো এবং আমার সামনে সেগুলো একটা একটা করে বেরিয়ে যেত, তবুও আমি ইসলাম ত্যাগ করতাম না। এখন আপনি ইচ্ছা করলে পানাহার করুন, অথবা উপোষ করে মারা যান। আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতে পারি না। একথার পর নিরাশ হয়ে তার মা অনশন ভংগ করেন।

হযরত সা'দ ঈমানে দৃঢ়তার এই কঠিন অগ্নি পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রথমে রাসূল (সা.) এর কাছে পরামর্শ জানতে চান। তখন সূরা আনকাবুতের ৮ নং আয়াত নাযিল হয়। এতে বলা হয়েছে:

'আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু তারা যদি তোমাকে শিরকে লিপ্ত হবার জন্য চাপ দেয়, তবে তাদের কথা শুনোনা। তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানাবো তোমরা কী করছিলে'।

শিক্ষা: পিতামাতার যেমন উচিত নয় সন্তানকে কোন ইসলাম বিরোধী কাজের আদেশ দেয়া, তেমনি পিতামাতার ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডের কারণে তাদের সেবা পরিত্যাগ করা সন্তানের পক্ষে বৈধ নয়।

১০৪. সুলতান সালাহউদ্দীনের আমানতদারী

সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ূবী সিরিয়া ও মিসরের বিশাল ভূখণ্ডের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন ইন্তিকাল করলেন, তখন কোষাগারে মাত্র ৪৭ দিরহাম ও ১ দিনার পাওয়া গেল। তার কাফন দাফনের ব্যবস্থাও প্রখ্যাত আলেম ও কাযী ফাযেল ব্যক্তিগতভাবে করেন। ৫৭৯ হিজরীতে ক্ষমতায় থাকাকালে একবার তিনি ভীষণ আর্থিক সংকটে পড়েন। তিনি নিজের ভাই মালিক আদেলের কাছে দেড় লাখ দিনার ধার চাইলেন। মালিক আদেল এর বিনিময়ে আলেপ্পোর শাসন ক্ষমতা চাইলেন। সুলতান অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন: তুমি কি ভেবেছ, রাজত্বও বিক্রি হয়? তুমি কি জান না যে, ভূমি তার অধিবাসীদের সম্পত্তি? আমরা তো কেবল প্রজাদের কোষাগারের রক্ষক, মুসলমানদের তত্ত্বাবধায়ক এবং তাদের সহায় সম্পদের প্রহরী। এই সব ধন সম্পত্তি আমারও নয় তোমারও নয়। যাদের কাছ থেকে আমরা কর খাজনা আদায় করি, এগুলো তাদেরই সম্পত্তি। এ সম্পত্তি কেবল তাদের কল্যাণেই ব্যয় করা হয়ে থাকে'। এই বলে সুলতান ধার গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন।